দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
৭ম বর্ষ ● সংখ্যা: ২৩
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অবদান

- বছর জুড়ে আন্দোলনে শ্রমিকরা
- শ্রমিক নেতৃত্ব: কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ ও করণীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল কর্ণফুলী।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ:

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রা:) লি:
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লি:
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লি:
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

KGL

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে
(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১
e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

৭ম বর্ষ ▪ সংখ্যা: ২৩
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩

▪ **সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি**
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

▪ **সম্পাদক**
এডভোকেট আতিকুর রহমান

▪ **নির্বাহী সম্পাদক**
এডভোকেট আলমগীর হোসাইন

▪ **সম্পাদনা সহযোগী**
নুরুল আমিন
সোহেল রানা মিঠু
জামিল মাহমুদ
হাফিজুর রহমান
আব্দুর রহীম মানিক

▪ **সার্কুলেশন**
আশরাফুল আলম ইকবাল

▪ **কম্পিউটার কম্পোজ**
আহমাদ সালমান

▪ **প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ**
ইউসুফ ইসলাম

▪ **প্রকাশকাল**
জানুয়ারি ২০২৩

▪ **প্রকাশনায়**
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বা.জা.ফে-০৮
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

▪ **মূল্য : ৪০ (চল্লিশ) টাকা**

সূচিপত্র

মুমিনের পরিচয় ও গুণাবলি মুহাম্মাদ আজহারুল ইসলাম	০৩
ভাষা আন্দোলনে শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অবদান ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	০৬
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ ও করণীয় ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	১০
ব্যারিস্টার কোরবান আলী: প্রেরণায় ভাস্বর এক কিংবদন্তি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩
বছর জুড়ে আন্দোলনে শ্রমিকেরা সামছুল আরেফীন	১৫
আধুনিক শিল্প উন্নতির যুগে শ্রমিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান লস্কর মোঃ তাসলিম	১৯
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব কবির আহমদ	২২
শ্রমিক নেতৃত্ব: কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য এডভোকেট আতিকুর রহমান	২৪
মাহে রমাদানের প্রস্তুতি ও রোজাদারের কর্মব্যস্ত দিন মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ুম	২৮
আইন জিজ্ঞাসা এডভোকেট আলমগীর হোসেন	৩১
মাসয়ালা মাসায়েল মাওলানা মোঃ শরিফুল ইসলাম	৩৩
শীতে স্বাস্থ্য সমস্যা অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন	৩৫
কবিতা	৩৮
ফেডারেশন সংবাদ	৩৯

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে বিদায় নিল আরো একটি ইংরেজি বছর। সূর্যোদয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে আরেকটি নতুন বছরের সূচনা। ঘটনাবহুল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ বিদায়ের পর শুরু হয়েছে নতুন বছর। স্বাগত ২০২৩ সাল। নতুন বছরে নতুনভাবেই শুরু হলো পথচলা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক অস্থির সময়কালে নতুন বছরের আগমন ঘটল। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মধ্যে দিয়েই আলোচিত ছিলো ২০২২। রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রমিক আন্দোলন ছিলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বিগত বছরের আলোচিত একটি দুর্যোগ ছিলো সিলেট বিভাগের প্রায় পুরো অংশে আকস্মিক ভয়াবহ বন্যা। যাতে বিপুল পরিমান ফসলের ক্ষয়ক্ষতিসহ প্রায় শতাধিক প্রানহানীর ঘটনা ঘটেছে । তাছাড়া ডলার সংকট ও রিজার্ভ সংকট বারবারই আলোচনায় এসেছে। নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা ছিলো বছর জুড়ে। বিদায়ী বছরে চট্টগ্রামের বিএম কনটেইনার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এদেশের মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিলো। সেই সাথে ২০২২ সালে বাংলাদেশে অন্যতম আলোচিত ঘটনা হলো পদ্মাসেতুর উদ্বোধন। বহুল আলোচিত এ সেতু চালু করা বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক ঘটনা।

১৯৫২ সনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে গণআন্দোলন গড়ে উঠে তা আমাদের দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করেছিল। সেই আন্দোলনের পথ ধরে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে। ভাষা আন্দোলনের দর্শনই আজ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপ পেয়েছে। এই গৌরবোজ্বল ইতিহাসের অন্যতম শরীক কৃষক-শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই মানুষগুলোই জাতির ইতিহাসের ভিত তৈরিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করলেও তারা আজও পেছনের কাতারেই রয়ে গেছে। সামাজিকভাবে তাঁদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। সমাজের প্রতিটি স্তরে ইনসাফের নীতি চালু হলেই কেবল পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটতে পারে।

বাংলাদেশে অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে নিত্যপণ্যের বাজারে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। ক্রমেই নানা অজুহাতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। এই অস্থিরতার মূল্য দিতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের। এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবীদের পরিবার পরিজন নিয়েই এখন বেঁচে থাকা দায় । নতুন বছরে শ্রমজীবীদের প্রত্যাশা নিত্যপণ্যেসহ সকল জিনিসপত্রের দাম শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। কৃষক-শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের হাত ধরে আগামীর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অতীতকে স্মরণ করে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী হই। বিগত বছরের ভুলগুলো আলোতে রূপান্তরিত করার প্রত্যাশা রাখি।

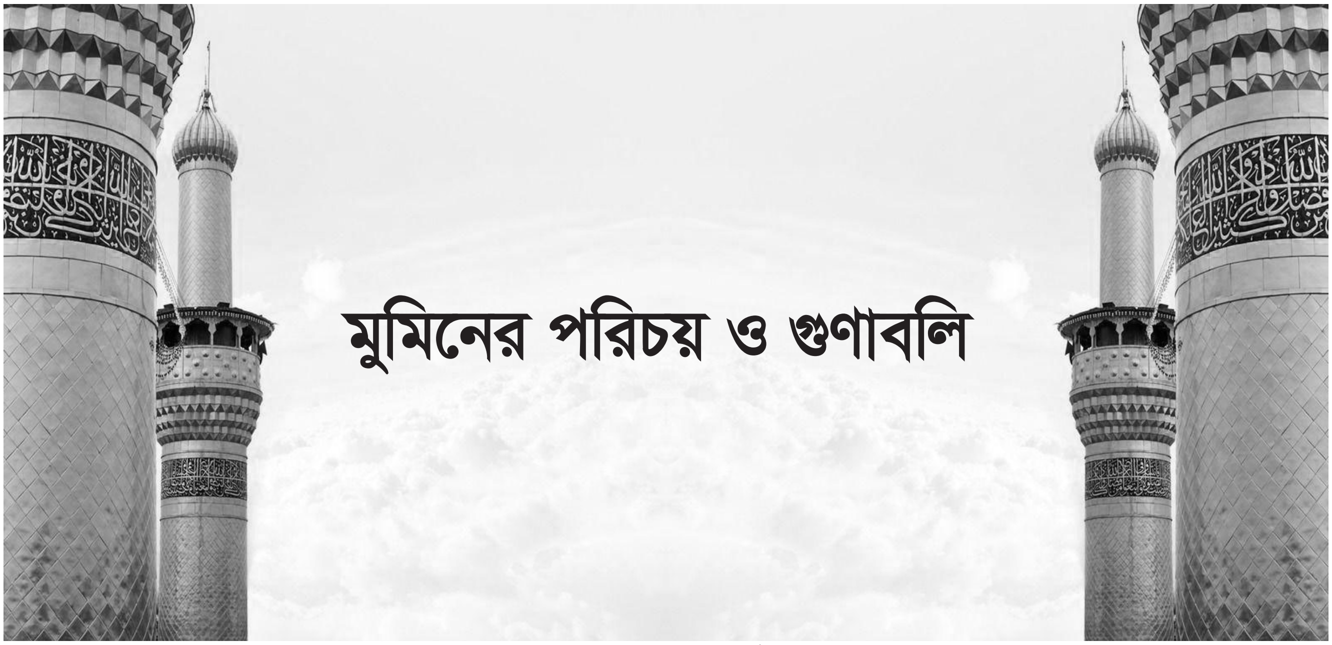

মুমিনের পরিচয় ও গুণাবলি

মুহাম্মাদ আজহারুল ইসলাম

বিশ্বাস ও কর্মের দৃষ্টিতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানুষকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। একদল মুমিন অর্থাৎ বিশ্বাসী, অপরদল কাফির অর্থাৎ অবিশ্বাসী। বিশ্বাস হচ্ছে কর্মের ভিত্তি এবং কর্মের মাধ্যমেই একজন মানুষের চরিত্র ফুটে ওঠে। সে কারনে সমাজে ভাল মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম মানুষের বিশ্বাসগত দিকটির প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি দিয়েছে এবং ইসলামের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেন তাদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করেছে। কোরআনের সকল পাঠকই এ পরিভাষার সাথে অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু সত্যিকার অর্থে মুমিন কারা, কি তাদের বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা আমাদের না থাকায় ঈমানের সুফল থেকে যেমন আমরা নিজেরা বঞ্চিত হচ্ছি তেমনি অন্যদেরকেও আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারছি না।

রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে মুমিনদের উদ্দেশ্যে নাজিল করা আয়াত সমূহে তাদের বিশ্বাস, কর্ম, করণীয় ও বর্জনীয় এবং গুণাবলি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যার জ্ঞান আমাদের ঈমানী চেতনাকে জাগ্রত করতে পারে। প্রথমেই কোন কোন বিষয় গুলোর উপর একজন মুমিন বিশ্বাস স্থাপন করবে তা কোরআন বলে দিয়েছে। যেমন কোরআন থেকে কারা হিদায়াত পাবে সে বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। আর তোমার ওপর যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে এবং তোমার আগে যে সব কিতাব নাজিল করা হয়েছিল সে সব গুলোর ওপর ঈমান আনে এবং আখেরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কল্যাণ লাভেরও অধিকারী।" (সুরা বাকারা: ৩-৫)। অন্যত্র বলা হয়েছে-"বরং নেক কাজ হচ্ছে তো এই যে, মানুষ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব ও নবীদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে (সুরা বাকারা: ১৭৭)।

এ ছাড়াও বলা হয়েছে, "রাসুল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন। আর যেসব লোক রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছেন তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছেন। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাব সমূহকে ও তাঁর রসুলদেরকে মানে এবং তাদের একজনকে আর একজন থেকে পৃথক করে দেখেন না, আর তারা বলেন আমরা শুনলাম এবং অনুগত হলাম। হে আমাদের রব আমাদের ক্ষমা করুন, আপনারই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সুরা বাকারা: ২৮৫)। উপরিউক্ত আয়াত সমূহ থেকে সার সংক্ষেপ যা জানা যায় তাহলো, "মুমিনগণ মৌলিক ভাবে আল্লাহ, রাসুল, ফিরিশতা, কিতাব ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করবেন। এ বিশ্বাস কি মানের হতে হবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই যারা এ কথার ঘোষণা দিয়েছে যে, আল্লাহই আমার রব এবং তার উপর সুদৃঢ় থাকবে তার জন্য ফিরেশতা অবতীর্ণ হবে।" (হা-মীম আস-সিজদা: ৩০)। আরও বলা হয়েছে যে, "মুমিন তো হলো তারাই যারা আল্লাহ ও রাসুল (সা.) এর উপর ঈমান আনার পর কখনো তাতে সন্দেহ পোষণ করেনি বা তা থেকে ফিরে যায়নি। (সুরা হুজরাত: ১৫)।

এভাবে বিশ্বাসের দৃঢ়তা বা সত্যিকারের ঈমান বুঝবার একটি পরিমাপও মহাগ্রন্থ আল-কোরআন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। "সত্যিকারের ঈমানদার তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়ে শুনানো হয়, তাদের ঈমান তখন বেড়ে যায় এবং তারা নিজের রবের ওপর ভরসা করে।" (সুরা আনফাল: ২) এ তো গেলো সত্যিকারের মুমিনের পরিচয়। এবার সফল মুমিন কারা তার পরিচয়ে কোরআন কি বলে আমরা সুরা মুমিনুনের প্রথম কয়েকটি আয়াত সামনে আনলে তা দেখতে পাই।

"যারা ভীতি ও বিনয় সহকারে নামাজ আদায় করে।" (আল মুমিনুন: ২):

একজন মুমিনের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং তিনি অবশ্যই তা আদায় করবেন। বলা হয়েছে যে, নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। (সুরা বাকারা: ৪৩)। এ আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদেরকে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্যও তাকিদ দেওয়া হয়েছে। তবে সে নামাজ হতে হবে বিনয় ও ভীতি সহকারে। অর্থাৎ খুশু-খুযূর সাথে সালাত আদায় করবেন। এখানে শুধু নামাজ পড়ার কথা বলা হয়নি বরং 'খুশু'-এর সাথে নামাজ আদায়ের কথা বলা হযেছে। 'খুশু'-এর অর্থ হল, বিনয়ের সাথে অন্তরকে আল্লাহর দিকে অভিমুখী করা। ইবাদাত সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (সা.) বলেন, "তোমরা এমন ভাবে ইবাদাত করো যেন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তোমরা আল্লাহকে দেখতে না পাও অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।" এ ধরনের একটি অনুভূতিই নামাজের মধ্যে কাম্য। কেননা অন্য একটি হাদিসে এভাবে বলা হয়েছে যে, "মুসাল্লি আল্লাহর সাথে কথা বলে।" (বোখারী)।

"মুমিনগণ বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে।" (আল মুমিনুন: ৩):

মুমিন মনে করে এ দুনিয়া হলো আখিরাতের জন্য চাষাবাদের জায়গা। এখানে সে যত ভাল কাজ করবে আখিরাতে তার সুফল তিনি পাবেন। সুতরাং কোন বেহুদা কথা ও কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার মত তার কোন সময় সুযোগ নেই। সে কারনে অন্যত্র বলা হয়েছে "(মুমিনগণ) কোন বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মত অতিক্রম করে চলে যায়।" (সুরা ফোরকান: ৭২)। অতএব সফল মুমিনদের উচিত বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) সাহাবীগণকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "তোমরা বেশির ভাগ চুপ থাকো, কেননা তা শয়তান বিতাড়িত করতে এবং দ্বীনের পথে সকল কাজের জন্য সহায়ক হবে।"

"মুমিনগণ যাকাত তথা পবিত্রতা ও উন্নয়নের জন্য কর্মতৎপর থাকে।" (আল মুমিনুন: ৪):

এটি ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। রাসুল (সা.) কে ইতিবাচক যে ৪টি কাজের জন্য পাঠানোর বিষয়ে সুরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১, আলে ইমরানের ১৬৪ ও সুরা জুমআর ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে সেখানে সফল মুমিনের কাজের বিষয়েই উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি, সমাজের সংশোধন ও উন্নয়ন এবং আহলে নিসাবের অর্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ আল্লাহ নির্ধারিত খাতে প্রদান সবটাই বুঝায়। তবে এখানে উল্লেখিত আয়াতটি যাকাতের বিধান চালু হওয়ার আগে অবতীর্ণ। সুতরাং তা দিয়ে শুধু অর্থের যাকাত ইঙ্গিত করা হয়নি বরং মুমিনের আত্মশুদ্ধি, সমাজ সংশোধন ও উন্নয়নের কাজ তথা সামগ্রিক সংশোধনের কাজকেই এখানে বুঝানো হয়েছে।

"মুমিনগণ তাদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে।" (আল মুমিনুন: ৫):

পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল চলন, কর্মকাণ্ড সকল কিছুতে একটি শালীনতা, পবিত্রতা এবং শরীয়াতের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে এখানে দিক নির্দেশ করা হয়েছে। শরিয়তে নিষিদ্ধ পন্থায় নিজের জৈবিক কামনা পূরণ করা থেকে বিরত থাকা মুমিনের অন্যতম পরিচয়। অর্থাৎ যাবতীয় অশ্লীলতা, বেহায়াপনা পরিহার করবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে মুমিনগণ কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। এসব নির্দেশনার মাধ্যমে মুমিনদের রুচিশীলতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

"মুমিনগণ আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করেন।" (আল মুমিনুন: ৬):

আমানত ও ওয়াদা এ শব্দ দুটি মুসলিম ও অমুসলিম সকলের নিকটই পরিচিত। আমানত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যার মধ্যে আর্থিক আমানত, কথার আমানত, ইজ্জতের আমানত, দায়িত্বের আমানত, ইলমের আমানত, রাষ্ট্রীয় আমানত, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার আমানত, বিচারের আমানত, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের আমানত, পরিবার পালনের আমানত প্রভৃতি রয়েছে। মুমিনগণের আমানত ও ওয়াদা রক্ষার বিষয়ে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, "একজন সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী আখিরাতে নবীগণ, সিদ্দিকগণ এবং শহীদগণ ও সালিহিন গণের সঙ্গে থাকবেন।" (তিরমিজি: -১২০৯)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই।" মুমিনের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হলেও আমানতের খেয়ানতকারীর ব্যাপারে কঠোর কথা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, আল্লাহর পথে জিহাদ আমানত ব্যতীত সকল গুনাহের কাফফারা। (বায়হাক্বী: ৪৮৮৫)। অতএব প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হবে, আমানত রক্ষা করা। একইভাবে ওয়াদা রক্ষার তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, "ওয়াদা হচ্ছে এক ধরনের ঋণ।" তাই কোরআনে অনেক জায়গায় ওয়াদা রক্ষার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। চাকুরি, ব্যবসা ও দৈনন্দিন মানুষের জীবনে 'কমিটমেন্ট' রক্ষার যে বিষয়টি অনেক কে বলতে শোনা যায় তার চাইতেও বহুগুণ উন্নত বৈশিষ্ট্যের কথা এ 'আমানত ও ওয়াদা' শব্দ দুটির মাঝ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যা রক্ষায় অভ্যস্ত হলে ব্যক্তি ও সমাজ সকলেই উপকৃত হয়। এমনকি আমানত ও ওয়াদা রক্ষাকারীর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে। পক্ষান্তরে আমানত ও ওয়াদা খেলাপকারী সমাজে অবিশ্বস্ত, নিন্দিত ও গুরুত্বহীন হয়ে পরে।

এভাবে সফল মুমিনের পরিচয় তুলে ধরা ছাড়াও কোরআনুল কারিমের বিভিন্ন জায়গায় মুমিনদের নানা গুণগত পরিচয় এবং করণীয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো।" (সুরা আহযাব: ৪১)। আরও বলা হয়েছে "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সুরা ইমরান: ১০২)।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হন। ফলে ইসলামের বিধি বিধান অনুসরণ করা তখন তার জন্য কর্তব্য হয়ে যায়। আর এটা অনুসরণের মাধ্যমেই তিনি পূর্ণ মুসলিম হতে পারেন। এ বিষয়ে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও আমরা দেখতে পাই, "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" (বাকারা-২০৮)।

এ ছাড়া একজন মুমিন নিজের পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পরায়ণ হবেন "তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোন একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকেন, তাহলে তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো।" (সুরা বনি ইসরাইল: ২৩)। সামগ্রিক ভাবে একজন মুমিন বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ছোটদের

প্রতি স্নেহশীল হবেন। অর্থাৎ এ ধরনের গুণ সম্পন্ন মুমিনের সমারোহে একটি পরিবার ও সমাজ সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।
বিশ্বাস স্থাপনের পর স্বাভাবিক ভাবে মুমিনগণ একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ফলে লুকোচুরি নয় বরং বুক ফুলিয়ে পরিচয় দেবেন "আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" (হা-মীম আস-সিজদা: ৩৩)। মুসলিমদের একজন দাবি করলেই হবে না বরং তাকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর পথকে আকড়ে ধরতে হবে অর্থাৎ একাকি নয় বরং দলবদ্ধ ভাবে ইসলামের জন্য কাজ করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন থাকা যাবে না। যেমন বলা হয়েছে, "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর পথকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকো না। (সুরা আলে ইমরান: ১০৩)।
তাই মুমিনদেরকে সংঘবদ্ধ ভাবে থাকতে হবে এবং একটি মিশনারী জাতি হিসেবে তাদের ভূমিকা রাখতে হবে। অর্থাৎ নিজে ঈমানের পথে আসলেই হবে না বরং দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির এ পথে অন্যদেরকেও নিয়ে আসার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সে প্রচেষ্টাকে মহাগ্রন্থ আল কোরআন দাওয়াত, তাযকিয়া, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ নামে উল্লেখ করেছে। যেমন বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায় কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজের বিষয়ে নিষেধ করবে।" (আলে ইমরান-১০৪)। বলা হয়েছে, "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকে, আর যারা নিজেদের ধন মাল এবং জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা উভয়ে সমান নয়।" (আন নিসা: ৯৫)। অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধীকারী। (তাওবা-২০)।
ঈমানের পথে চলতে এবং ইসলামের জন্য কাজ করতে গিয়ে একজন মুমিন বিপদ আপদ বাধা প্রতিবন্ধকতা যত কিছুরই সম্মুখীন হন না কেন তিনি ধৈর্য ধারন করবেন এবং লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাবেন সে বিষয়েও কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, "আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানি হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।" (সুরা বাকারা: ১৫৫)। একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো কোরআনে যেখানেই মজবুত ঈমান, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এমনকি সাধারণ দাওয়াতি কাজের বিষয়েও বলা হয়েছে তার বেশির ভাগ জায়গায় একই সাথে ধৈর্য ধারনের ও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এ কাজে বাধা প্রতিবন্ধকতা এবং দুঃখ কষ্ট নিত্য দিনের সাথী। কোরআনের ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা 'আসর' সহ অনেক জায়গায় বিষয়টি মুমিনদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।
এভাবে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে মুমিনদের অগণিত পরিচয়, গুণাবলি এবং কার্যক্রম বলে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের সে সকল উপদেশাবলী অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমিন।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হন। ফলে ইসলামের বিধি বিধান অনুসরণ করা তখন তার জন্য কর্তব্য হয়ে যায়। আর এটা অনুসরণের মাধ্যমেই তিনি পূর্ণ মুসলিম হতে পারেন। এ বিষয়ে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও আমরা দেখতে পাই, "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" (বাকারা-২০৮)।

লেখক: কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অবদান

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ভাষা আন্দোলন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম। বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিত এ কর্মপ্রয়াসে শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অংশগ্রহণ ছিলো চোখে পড়ার মতো। এমনকি ভাষার জন্য রক্ত দেওয়ার ইতিহাসেও তাদের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এর সূচনা হলেও ক্রমশ এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৪৮ সাল থেকে অনেকটা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে এ আন্দোলনের কর্মসূচি সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। তখন শুধু শিক্ষিত শ্রেণি নয়, বরং কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। ফলে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়ে উঠা ভাষা আন্দোলনে চাকুরিজীবী, মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ শামিল হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ আন্দোলন ঢাকা শহরসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সম্মুখ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন শ্রমিক-জনতা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভাষা আন্দোলনে যারা আহত এবং শহীদ হয়েছেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া ছোটোখাটো চাকুরে। ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার ছিলেন সাধারণ গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ, আব্দুস সালাম ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসের রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন, আব্দুল আউয়াল ছিলেন একজন রিকশাচালক, রফিকউদ্দিন ছিলেন একজন ছাপাখানার কর্মচারী। এ থেকে বুঝা যায়, ভাষা আন্দোলনের কোনো একক নেতা ও নায়ক ছিল না। ছাত্র শ্রমিক জনতাই ছিলেন তার প্রকৃত নায়ক। এ পর্যায়ে শুধু ভাষার বৈষম্য নয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালের পূর্ববাংলার প্রতিটি আন্দোলনে প্রেরণা আসে ভাষা আন্দোলন থেকে। ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাই আমাদেরকে স্বাধীকার আন্দোলনে দীক্ষিত করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনেরই পরিণত ফসল।

ভাষা আন্দোলনে মেহনতি মানুষের অংশ্রগহণের পরিপ্রেক্ষিত

ভাষা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জনকারী শ্রমিক ও মেহনতি মানুষদের একটা বড়ো অংশ বাস করত নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী অংশগুলোতে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। শ্রমিক এবং সরকারি কর্মচারীরা অচিরেই ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলন উপলক্ষ্যে তাদের মধ্যে যে সচেতনতা জাগ্রত হয় তাই পরবর্তীকালে তাদের নিজেদের দাবি আদায়ের আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে ১০ দিন স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট, একই বছর জুলাই মাসে পুলিশ ধর্মঘট, চা বাগান শ্রমিক, রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের ধর্মঘট, ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলায় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতি গঠিত হয়। এরা পরবর্তী সময়ে সরকারের নিকট যেসব দাবি তুলেছিল তাতে অর্থনৈতিক বিভেদের প্রসঙ্গ ছিল। শুধু সরকারি কর্মচারীরা বা চাকরি প্রত্যাশীরাই নয় নানাভাবে আতঙ্কিত হচ্ছিল ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাদের সামনে অর্থনৈতিক বিভেদের কারণে ইতোমধ্যেই সৃষ্ট বঞ্চনার বিষয়টিতো ছিল, একই সঙ্গে ভবিষ্যতে ভাষা হারানোর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সার্বিক প্রভাবে পড়ার আতঙ্কও তৈরি হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৫২ সালের আন্দোলন ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিস্থিতি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনায় তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ সময় শ্রমিক-জনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভাষা আন্দোলনের সফলতা ফিরে আসে।

ঢাকার বাইরে ভাষা আন্দোলন ও শ্রমিক-জনতার অংশগ্রহণ

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পুরো ঢাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উত্তাপ। ছাত্র-জনতার সম্মিলনে এখানকার পুলিশ লাইনের সদস্যরাও অর্থ সহায়তা দিয়েছিল আন্দোলনে। ১৯৪৮ থেকে শুরু হয়ে ১৯৫২ সাল অবধি জেলা থেকে মহকুমা শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম। আর ঢাকার বাইরে একুশের সেই সংগ্রামে ছাত্রদের সঙ্গে শামিল হয়েছিল রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক, চিকিৎসক থেকে মেহনতি মানুষ। নারী থেকে পুরুষ কিংবা তরুণ থেকে পরিণত বয়সের মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছিলেন মাতৃ ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে। তাদের মধ্যে অনেকেই নেতৃত্ব দিয়ে অব্যাহত রেখেছিলেন ভাষা আন্দোলনে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের মতোই বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল মহকুমা শহর নারায়ণগঞ্জ। হয়ে উঠেছিল মিছিলের শহর। ভাষা আন্দোলনে ঢাকার চেয়ে নারায়ণগঞ্জে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভাষা আন্দোলনে যারা আহত এবং শহীদ হয়েছেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া ছোটোখাটো চাকুরে। ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার ছিলেন সাধারণ গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ, আব্দুস সালাম ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসের রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন, আব্দুল আউয়াল ছিলেন একজন রিকশাচালক, রফিকউদ্দিন ছিলেন একজন ছাপাখানার কর্মচারী। এ থেকে বুঝা যায়, ভাষা আন্দোলনের কোনো একক নেতা ও নায়ক ছিল না। ছাত্র শ্রমিক জনতাই ছিলেন তার প্রকৃত নায়ক। এ পর্যায়ে শুধু ভাষার বৈষম্য নয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালের পূর্ববাংলার প্রতিটি আন্দোলনে প্রেরণা আসে ভাষা আন্দোলন থেকে। ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাই আমাদেরকে স্বাধীকার আন্দোলনে দীক্ষিত করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনেরই পরিণত ফসল।

নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল অনেক বেশি। এমনকি গৃহিণীরা অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে বেগবান করেছেন ভাষা আন্দোলনকে। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জের আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছিল শ্রমজীবী মানুষ। এই শিল্পাঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমিক যোগ দিয়েছে জনসভায় কিংবা মিছিলে। সেসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক নেতা শামসুজ্জোহার সমান্তরালে ভূমিকা রেখেছেন শ্রমিক নেতা আলমাস আলী, ফয়েজ আহমদ ও শফি হোসেন।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ব্যাপক রূপ নিয়েছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। ভাষার দাবিতে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে শহরজুড়ে। মিছিলে-শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছে শহর। লালদীঘি ময়দানের জনসভায় সমবেত হয়েছিল ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। সম্পৃক্ত হয়েছিলেন ছাত্র থেকে শুরু করে সাহিত্যকর্মী কিংবা বুদ্ধিজীবী। চট্টগ্রামের আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তমদ্দুন মজলিশের আজিজুর রহমান, রেলওয়ে শ্রমিক লীগের নেতা চৌধুরী হারুণ-উর-রশীদ, সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, আওয়ামী মুসলিম লীগের এম এ আজিজ, জহুর আহমেদ চৌধুরী থেকে সাহিত্যিক গোপাল বিশ্বাস প্রমুখ। সমাবেশে বীর চট্টলার শ্রমিক-জনতার উচ্ছ্বাসে প্রকম্পিত হয়েছিলো লালদীঘি ময়দান।

পাকিস্তানে জন্মের মাত্র তিন মাস পর ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে সিলেটে এক ভাষাভিত্তিক বিতর্কে বক্তব্য দিয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন হয়েছিলেন সিলেটে। সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেক শ্রমিকও অংশগ্রহণ করেছিলো। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের আন্দোলন হয়ে ওঠে আরও বিধ্বংসী। বন্ধ হয়ে যায় স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সবকিছু। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মহকুমা শহর জামালপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে।

ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ ছড়িয়েছিল রাজশাহী শহরেও। ১৯৪৮ থেকে ধারাবাহিকভাবে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই শহরে আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল সেখানকার স্কুল-কলেজগুলো। বায়ান্নর ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পাশাপাশি রাজশাহীতেও পালিত হয়েছে প্রতিবাদী কর্মসূচি। সেদিনের সভায় বক্তৃতা করেছিলেন পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া আনোয়ারুল আজিম, মোহসেনা বেগম, মমতাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল ও ধর্মঘট পালিত হয়েছে এই শহরে। পুলিশি বাধাকে উপেক্ষা করে সকালের মিছিল শেষে বিকেলে ভুবনমোহন পার্কে হয়েছে জনসভা। ছাত্র-শিক্ষকসহ ভাষা সংগ্রামীদের পাশাপাশি শ্রমিক-জনতার মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রাজশাহী শহর। তৎকালীন এমএলএ মাদার বখশসহ কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা সেই জনসভায় বক্তৃতা করেছিলেন। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে মাদার বখশ আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৪৮ সালের মার্চে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় বগুড়ায়। হয়েছে প্রতিবাদ সভা থেকে বিক্ষোভ মিছিল। কবি আতাউর রহমানকে সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল ভাষা সংগ্রাম কমিটি। ১১ মার্চের একটি জনসভায় বক্তব্য দিয়েছিলেন অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আটচল্লিশের পথ ধরে বায়ান্নতে এই শহরে গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। সেই কমিটিতে মজিরউদ্দিন আহমদকে সভাপতি ও গোলাম মহিউদ্দিন সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বগুড়া।

শহরের আশপাশ থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছাত্র-জনতা, কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের মাঝে বিস্তৃত হয় আন্দোলন।

১৯৪৮ সালের মার্চে এডওয়ার্ড কলেজ থেকে পাবনায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বায়ান্নর আন্দোলনেও এই কলেজের শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করেছিল তারা। সেখানে সাধারণ নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সাধারণ শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখ করার মতো। এছাড়া পাবনার ভাষা আন্দোলনে মাহবুবুর রহমান খান ও আমিনুর ইসলাম বাদশাকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠিত হয়েছিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। কৃষক-শ্রমিক ও পেশাজীবী মানুষেরা অংশগ্রহণ করেছিলো আন্দোলনে।

রংপুরেও ভাষা আন্দোলন দানা বেধেছিল ১৯৪৮ সালের মার্চে। কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মুখ্য ভূমিকা ছিল সে আন্দোলনে। মতিউর রহমান, ইদ্রিস লোহানী, ইউনুস লোহানী, ভিখু চৌধুরীদের নেতৃত্বে বিস্তৃত হয় আন্দোলন। এই শহরের বায়ান্নর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুফি মোতাহার হোসেন, শাহ তোফাজ্জল হোসেন। ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিবাদী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন মাসুদা চৌধুরী, ডলি এবং একাত্তরের শহীদ হওয়া মিলি চৌধুরী। কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ জনগণও অংশগ্রহণ করেছিলো মিছিল-মিটিংয়ে।

বায়ান্নতে ভাষার দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল দিনাজপুরের ছাত্রসমাজ। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো ঘটনার প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারি বেরিয়েছিল বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলে স্থানীয় পেশাজীবী ও শ্রমিকরাও অংশ নিয়েছিলো সেই মিছিলে। সেই প্রতিবাদি সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন মির্জা নুরুল হুদা, গণতান্ত্রিক যুবলীগের দবিরুল ইসলাম ও আবদুল হাফিজ।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যশোরে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদের নেতৃত্বে আটচল্লিশের ১১ মার্চের কর্মসূচিকে ঘিরে ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও তা ভঙ্গ করা হয়। বের করা হয় মিছিল। এক মাইল লম্বা সেই মিছিলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতাসহ সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো। পুলিশ গুলি ছুঁড়লেও ঘটনাক্রমে সেই মিছিলের কেউ হতাহত হননি। যশোরের মহকুমা শহর নড়াইল, মাগুরাও ঝিনাইদহে বিস্তৃতি হয়েছিল সেই আন্দোলনের উত্তাপ।

ভাষা আন্দোলনের ঢেউয়ে বায়ান্নতে ফুঁসে উঠেছিল বরিশালও। ব্রজমোহন কলেজকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত হয়েছিল এখানকার ভাষার সংগ্রাম। তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন শামসুল হক। মহিলা-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষও সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এই শহরের ভাষার সংগ্রামে। এভাবেই আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন পর্যন্ত চলমান ভাষা আন্দোলনের ঢেউ আঁছড়ে পড়েছিল খুলনা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চৌমুহনী, মাইজদী, কুমিল্লাসহ পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদে। সারাদেশের এ আন্দোলনে শ্রমিক ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা অসামান্য অবদান রেখেছেন।

উল্লেখযোগ্য ভাষাশহীদগণের তালিকায় শ্রমজীবী ভাষাশহীদ

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ওই দিন ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার শপথ নেয় এবং ১০ জন করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। পুলিশ প্রথম অবস্থায় ছাত্রদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে এবং ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ওই দিন দুপুর ২টা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। বিকেল ৩টার পর ছাত্রদের মিছিল প্রাদেশিক পরিষদে যাওয়ার পথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আসতেই পুলিশ গুলি ছোড়ে। সেখানে ৮ জনের মৃত্যুর কথা জানা যায়। তাদের মধ্যে ভাষা শহীদগণের তালিকায় অন্যতম নাম শহীদ আবুল বরকত। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে তাঁর জন্ম। সেখানকার তালিবপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে মেট্রিক এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে আই.এ পাস করেন তিনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হন আবুল বরকত। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ভর্তি অবস্থায় রাত আটটার দিকে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। এছাড়াও অন্যতম ভাষাশহীদ রফিক উদ্দিন। ১৯৫২ সালে শহীদ রফিকের বয়স হয়েছিল ২৬ বছর। তাঁর পিতা আবদুল লতিফ ছিলেন ব্যবসায়ী। কলকাতায় ব্যবসা করতেন তিনি। রফিকউদ্দিনের শৈশবের পড়ালেখা শুরু কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউটে। এরপরে মানিকগঞ্জের বায়রা স্কুলে। সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রামে ছিল তাঁদের বাড়ি। ৪৭ এর দেশভাগের পর রফিকউদ্দিনের পিতা ঢাকায় চলে আসেন। বায়রা স্কুল থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন তিনি। তারপর মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্রনাথ কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাসের কারণে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে আশ্রয় নেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রফিক। গুলিতে তাঁর মাথার খুলি উড়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনই মারা যান তিনি। মেডিকেল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তার লাশ পড়ে ছিল। প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ওবায়দুল্লাহর উপস্থিতিতে তাঁর জানাজা পড়ান আজিমপুর মসজিদের ইমাম হাফেজ আবদুল গফুর। সংগোপনে, আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতে আজিমপুর কবরস্থানের অসংরক্ষিত এলাকায় দাফন করা হয় শহীদ রফিকের মরদেহ।

এই দুইজন ভাষা শহীদ ছিলেন ছাত্র। বাকী শহীদগণ ছিলেন চাকরিজীবী, শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। তাঁদের অন্যতম ছিলেন শহীদ আবদুস সালাম। তিনি ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার নামানুসারে পরবর্তীতে গ্রামের নামকরণ করা হয় সালামনগর। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজেল মিয়া ও মাতার নাম দৌলতের নেছা। ফাজেল মিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ইরাকের বসরায় কর্মরত ছিলেন। আবদুস সালাম কৃষ্ণরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু করেন। এরপর তৎকালীন মাতুভূঁইয়া কলিমুল্লাহ মাইনর স্কুলে (বর্তমানে মাতুভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তৎকালীন দাগনভূঞা আতাতুর্ক হাইস্কুল (বর্তমানে আতাতুর্ক মডেল হাই স্কুলে) ভর্তি হন এবং সেখানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। আর্থিক অনটনে পরবর্তীতে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং আজিমপুরে পলাশী ব্যারাক ৩৬বি নং কোয়ার্টারে বসবাস শুরু করেন। এ সময় তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের পিয়ন হিসেবে কাজ

শুরু করেন। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বায়ান্নোর ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙে বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ এলোপাথাড়িভাবে গুলি চালালে অন্যদের সাথে আবদুস সালামও গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেড় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৯৫২ সালের ৭ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০০০ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম যুদ্ধ জাহাজ 'বানৌজা সালাম' তার নামে নামকরণ করা হয়। ফেনী স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে ২০০০ সালে 'ভাষা শহীদ সালাম স্টেডিয়ামে' রূপান্তর করা হয়। দাগনভূঞা উপজেলা মিলনায়তনকে ২০০৭ সালে 'ভাষা শহীদ সালাম মিলনায়তন' নামকরণ করা হয়। ২০০০ সালে তার নিজ গ্রাম লক্ষনপুরের নাম পরিবর্তন করে 'সালাম নগর' রাখা হয়। ২০০৮ সালে 'ভাষাশহীদ আবদুস সালাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর' সালাম নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে এটি সরকারি নথিভূক্ত হয়। 'ভাষা শহীদ আবদুস সালাম হল' নামে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আবাসিক ছাত্র হল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভাষা শহীদ সালামের নামে দাগনভূঞা উপজেলার সালাম নগরে ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ভাষা শহীদ সালাম মেমোরিয়াল কলেজ।'

ভাষা আন্দোলনে পেশজীবী শহীদগণের অন্যতম শফিউর রহমান। তিনি ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর জনপদের কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাহবুবুর রহমান ছিলেন ঢাকার পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট। তার মাতার নাম কানেতাতুন নেসা। কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে শফিউর রহমান চব্বিশ পরগনা সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানীর চাকরি গ্রহণ করেন। শফিউর রহমান ১৯৪৫ সালে কলকাতার তমিজউদ্দিনের কন্যা আকিলা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে পিতার সঙ্গে ঢাকায় আসেন ও ঢাকা হাইকোর্টে হিসাব রক্ষণ শাখায় কেরানী পদে যোগ দেন।

১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটার দিকে ঢাকার রঘুনাথ দাস লেনের বাসা থেকে সাইকেলে করে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হন শফিউর। সকাল সাড়ে দশটার দিকে নওয়াবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্বদিনের পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ পুনরায় গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলি শফিউর রহমানের পিঠে এসে লাগে। এতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সরকারি এ্যাম্বুলেন্স যোগে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে ডা. এ্যালিনসন অপারেশন করেন। ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় তিনি মারা যান। গুলিতে শহীদ শফিউরের কলিজা ছিঁড়ে গিয়েছিল। অপারেশনের সময় সফিউরের মাতা, পিতা, স্ত্রী, মেয়ে শাহনাজ হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর পর পুলিশ আত্মীয়দের কাছে লাশ হস্তান্তর করেনি। ১৪ মার্চ ১৯৫২ তারিখের দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সরকারি তথ্যবিবরণী অনুসারে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট তার জানাজা পড়ান। জানাজায় তার পিতা ও ভাই উপস্থিত ছিলেন। তারপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তার কবরের পাশেই রয়েছে পূর্বদিন মৃত্যুবরণ করা আবুল বরকতের কবর। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শফিউর রহমানকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। ২০০৬ সালে ভাষা আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করা অন্যান্য পরিবারের পাশাপাশি তার স্ত্রী বেগম আকিলা খাতুনকে আজীবন ভাতা প্রদানের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ সরকার।

শ্রমিকদের অন্যতম অন্যতম শহীদ ছিলেন আবদুল আউয়াল। তাঁর পিতার নাম আবুল হাশেম। তিনি ১৯২৬ সালের ১১ মার্চ ঢাকার ১৯ নং হাফিজুল্লাহ রোডের কোন এক ছোট্ট বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ঢাকা রেল হাসপাতাল কর্মচারী সংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর মোটর গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একজন রিকশা চালক। তাঁর ৬ বছরের একটি কন্যাও ছিল। কন্যার নাম বসিরন।

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের মধ্যকার অন্যতম কিশোর শহীদ মুহাম্মদ অহিউল্লাহ। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। পিতা হাবিবুর রহমান পেশাগতভাবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। আনুমানিক ১৯৪১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন অহিউল্লাহ। তিনি ১৯৫২ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি শহীদ হন। ঢাকার নবাবপুর এলাকার বংশাল রোডের মাথায় সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন এবং তার লাশ পুলিশ অপহরণ করে।

আবদুল জব্বার ক্যান্সারে আক্রান্ত শাশুড়িকে নিয়ে ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসেন। হাসপাতালে রোগী ভর্তি করে আবদুল জব্বার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রদের আবাসস্থল (ছাত্র ব্যারাক) গফরগাঁও নিবাসী হুরমত আলীর ২০/৮ নাম্বার রুমে উঠেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হলে, কি হয়েছে দেখবার জন্য তিনি রুম থেকে বের হয়ে আসেন। তখনই পুলিশ গুলি শুরু করে এবং জব্বার আহত হন। ছাত্ররা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জব্বারকে মৃত ঘোষণা করেন।

কার্জন হল এলাকায় মোটর গাড়ি দুর্ঘটনায় একজন শ্রমিক নিহত হন। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। তবে তিনিও তরুণ বয়সের একজন শ্রমিক ছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যে শোক মিছিল বেরিয়েছিল এই অজ্ঞাতনামা বালক এই মিছিলে অংশ নিয়েছিল। মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য মিছিলের মধ্যখানে তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনী ট্রাক চালিয়ে দিলে এই অজ্ঞাতনামা বালকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাঁর লাশটি দ্রুত সরিয়ে ফেলে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন আমাদের সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মানবিকতাবোধে নবতর অভিধার আলোকে উজ্জীবিত করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের স্বাধীনতা। এই গৌরবোজ্বল ইতিহাসের অন্যতম শরীক কৃষক-শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই মানুষগুলোই জাতির ইতিহাসের ভিত তৈরিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করলেও তাঁরা আজও পেছনের কাতারেই রয়ে গেছে। সামাজিকভাবে তাঁদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। তাঁদের মূল্যায়নের জন্য ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। সমাজের প্রতিটি স্তরে ইনসাফের নীতি চালু হলেই কেবল পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটতে পারে। মহান ভাষা আন্দোলন ফলপ্রসূ করার ত্যাগের ইতিহাসে শ্রমিকদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক: কবি ও গবেষক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ ও করণীয়

ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

বাংলাদেশে অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে নিত্যপণ্যের বাজারে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। ক্রমেই নানা অজুহাতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় বাজারে গিয়ে হিসেব মিলাতে পারছে না ক্রেতারা। ফলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কাটছাঁট করতে একরকম বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ। এখন বাংলাদেশের প্রধান আলোচ্য বিষয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি। ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। কোন কোন পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ। শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। চাল, ডাল, ডিম, চিনি ও তেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এখন আকাশচুম্বী। সাধ্যের বাইরে মুরগি, গরু ও খাসির গোশত।

একথা বর্তমানে অকাট্য সত্য যে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ প্রায় সকল প্রকার সামগ্রীর মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে পড়েছে। এমন কোন আইটেম নেই, যার দাম কমেছে বলে শোনা যায়। একজন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী অসহায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত আয় রোজগারের সাথে এই মূল্যবৃদ্ধির কোন সামঞ্জস্য নেই। বাজারের অবস্থা বর্তমানে এমনই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বাজার ব্যবস্থার যে একটি স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন থাকে, তাও ভেঙে পড়ার উপক্রম। একের পর এক মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কাই এখন বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা দেশের সীমিত আয়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে কিভাবে শোচনীয় অবস্থা ডেকে আনে, তা বোধকরি না বললেও চলে। ২০২২ সালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিগত দিনের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

চাল নিয়ে চালবাজি থামছেই না। কোনভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। আমনের ভরা মৌসুমে চালের দাম স্বাভাবিক থাকার কথা থাকলেও বাজারে দেখা যাচ্ছে তার উল্টো চিত্র। মে ২০২২ এর শেষ সপ্তাহ থেকে চালের বাজার রহস্যজনকভাবে অশান্ত হয়ে উঠে। প্রতিদিনই দাম বাড়তে থাকে। চালের দাম বাড়ায় চরম বিপাকে পড়ছে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। এ সময় প্রতিবছর চালের দাম কমে। এবার তার উল্টো চিত্র। মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের কারসাজি, দুর্ভিক্ষ ধেয়ে আসছে ক্ষমতাসীনদের শীর্ষ মহল থেকে এমন বক্তব্য এবং মজুদদারি দামবৃদ্ধির কারণ। চাল ব্যবসায়ীরা বলছেন, এক সপ্তাহের ব্যবধানে নতুন করে মোটা চালের দাম না বাড়লেও বেড়েছে চিকন চালের দাম। সরকারের বিপণন সংস্থা টিসিবির ভাষ্যমতে চিকন চালের কেজি ৩ টাকা বাড়িয়ে ৬৫ থেকে ৬৮ টাকা, মাঝারি বা পাইজাম চাল ২ টাকা বাড়িয়ে ৫৪ থেকে ৫৬ টাকা এবং মোটা চালের কেজিতে ২ টাকা বাড়িয়ে ৪৮ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যদিও বাজারের খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছে, টিসিবির তথ্যের থেকে কেজিতে ৫ থেকে ৭ টাকা বেশি দামে চাল বিক্রি হচ্ছে। মাঠ থেকে আমন ধান কৃষকের গোলায় উঠতে শুরু করেছে। আর নতুন চাল ইতোমধ্যে বাজারেও এসেছে। বর্তমানে দাম বৃদ্ধির যৌক্তিক কোনো কারণ না থাকলেও চালের দাম বাড়ছেই। মূলত ২০২৩ সালের সম্ভাব্য বিশ্বমন্দাকে পুঁজি করে একটি চক্র এখন থেকেই চালের দাম বাড়াতে শুরু করেছে, যাতে দীর্ঘ সময় তারা বাড়তি মুনাফা করতে পারে।

চালের বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের খুচরা বাজার, পাইকারি কিংবা মিলগেট-কোথাও চালের ঘাটতি নেই। তারপরও নানান অজুহাতে দিনের পর দিন অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে চালের দাম। দাম বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত, নিম্ন আয়ের মানুষ ও শ্রমজীবীদের নাভিশ্বাস ওঠেছে। ইতোমধ্যেই শ্রমজীবী মানুষদের দুর্ভোগও শুরু হয়ে গেছে। দাম বাড়ার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্য মতে ৪টি কারণ সামনে এসেছে। এগুলো হচ্ছে-

১. অতিরিক্ত উৎপাদন খরচ; আমনে উৎপাদন খরচ বেড়েছে।

২. বাজার থেকে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর চাল মজুদ;

৩. সাম্প্রতিক সময়ে সংকটের খবরে সাধারণ মানুষের হঠাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল ক্রয়, আগামী বছর সংকট হতে পারে সেই খবরে মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল কিনছে।

৪. কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে ধান কিনে মজুদ করছেন মৌসুমী ব্যবসায়ীরা।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ প্রায় সকল প্রকার সামগ্রীর মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে পড়েছে। এমন কোন আইটেম নেই, যার দাম কমেছে বলে শোনা যায়। একজন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী অসহায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত আয় রোজগারের সাথে এই মূল্যবৃদ্ধির কোন সামঞ্জস্য নেই। বাজারের অবস্থা বর্তমানে এমনই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বাজার ব্যবস্থার যে একটি স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন থাকে, তাও ভেঙে পড়ার উপক্রম। একের পর এক মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কাই এখন বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা দেশের সীমিত আয়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে কিভাবে শোচনীয় অবস্থা ডেকে আনে, তা বোধকরি না বললেও চলে।

আটা আর চিনি দাম নিয়ে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। আটার দাম বেড়েছে প্রতি কেজিতে ১০-১৫ টাকা পর্যন্ত। রাজধানীর বাজার সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন, সব দোকানেই প্যাকেটজাতও খোলা আটার দাম বেড়েছে। এখন প্রতিকেজি খোলা আটা বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা। যা আগে ছিল ৫০-৫৫ টাকা কেজি। আর দুই কেজি ওজনের প্যাকেটজাত আটা বিক্রি হচ্ছে ১৪৫-১৫০ টাকা। যা আগে ছিল ১২৫-১৩৫ টাকা। প্যাকেট ময়দা প্রতি কেজি ৫ টাকা বেড়ে ৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চিনি দাম এখন আকাশচুম্বী। জানা গেছে, ব্যবসায়ীদের দাবির প্রেক্ষিতে চিনির দাম নির্ধারণ করে দেয় সরকার। প্রতিকেজি খোলা চিনি ১০২ ও প্যাকেটজাত চিনি ১০৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বাজারে সে নির্ধারিত দামে বিক্রি করতে না পারায় চিনি বিক্রি বন্ধ রেখেছেন বলে জানান খুচরা ব্যবসায়ীরা। বাজারে এখন সব ধরনের চিনি বিক্রি হচ্ছে ১১৫-১২০ টাকা কেজিতে। খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, বাজারে চাহিদা মতো চিনি পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের চিনি কেনাই পড়ে ১১২ টাকা। তাই তারা চিনি কেনেনও না; বিক্রিও করেন না।

অন্যদিকে প্রতি কেজি আমদানি করা রসুন বিক্রি হচ্ছে ১৩০-১৪০ টাকায়। বোতলজাত তেল প্রতি লিটার বিক্রি হচ্ছে ১৯০ টাকায়। এছাড়া বাজারে প্রতি কেজি গরুর গোশত ৭০০ টাকা ও খাশির গোশত ৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সোনালী মুরগি ২৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা ও দেশি মুরগি ৫০০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া মুরগির ডিম প্রতি ডজন ১২০ টাকা আর হাঁসের ডিম প্রতি ডজন ২১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারে শুধু উপরিউক্ত পণ্য নয় বরং সকল পণ্যের দামই প্রতিনিয়ত বাড়ছে। অথচ নানাবিধ কারণেই এখন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে নেমে এসেছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট: দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। সিন্ডিকেটের কারসাজির কারণেই বাংলাদেশের মূল্য পরিস্থিতি একেবারে অসহনীয় পর্যায়ে উঠে এসেছে। মধ্যস্বত্বভোগী আর সিন্ডিকেটের কবলে দেশবাসী। ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে কুটিল কারসাজির মাধ্যমে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা হস্তগত করে, এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যের হক এভাবে হস্তগত করার কারণে আখেরাতে তো বিপর্যয় আসবেই, দুনিয়াতেও এর কুফল দেখা দেয় মারাত্মকভাবে।

২. মজুদদারি: মজুদদারি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এক শ্রেণির অতি মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী নিত্যপণ্যের মজুদ গড়ে তুলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বলে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে। অন্যকথায় মজুদদারির মাধ্যমে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। তারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে হঠাৎ করে বা পরিকল্পিতভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়। অবৈধ মজুদদাররা ইসলামে ঘৃণিত। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যবসায়ী খাদ্যপণ্য গুদামজাত করে এ উদ্দেশ্যে যে, মূল্যবৃদ্ধি হলে তা বিক্রি করবে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়াতে অভাব অনটন ও রোগব্যাধির মধ্যে রাখবেন। সংকটকালে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো ব্যবসায়ী মজুদদারদের একটা কৌশল।

৩. **চাঁদাবাজি:** মূল্যবৃদ্ধির কারণের মধ্যে পরিবহনে যত্রতত্র চাঁদাবাজিও একটি কারণ। সড়কে মহাসড়কে এবং বাজারে, ফুটপাতে, পণ্য বিক্রয় স্থানে চাঁদাবাজির ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। শিল্প মালিক, উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের ওপর মোটা অঙ্কের চাঁদাবাজি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকরা চাঁদাবাজদের প্রদত্ত চাঁদার ক্ষতি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি করে পুষিয়ে নেয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভোক্তারা। অন্য কথায় চাঁদাবাজির কারনেই সাধারণ মানুষ পণ্যমূল্য আগ্রাসনের শিকার হয়। উৎপাদক তার পণ্যের সঠিক মূল্য না পেলেও চাঁদাবাজদের প্রাপ্তিতে কোন ঘাটতি নেই। নানা উপলক্ষ্যেও চাঁদা দাবি করা হয়। ব্যবসায়ী, আড়তদার, দোকানদার প্রতিদিন অভিনব চাঁদাবাজির শিকার হয়। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত মোটা অংকের চাঁদা দিতে ব্যত্যয় ঘটলে ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তারা সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছে। চাঁদাবাজরা জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে থাকে। চাঁদাবাজি এক ধরনের জুলুম।

৪. **আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি:** আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব অভ্যন্তরীন বাজারেও পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে কোন পণ্যের দাম বেড়ে গেলে অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাভাবিক ভাবেই এর মূল্য বেড়ে যায়। নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য ব্যবসায়ীরা প্রায়শই আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে কয়েকগুন বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করছেন পাইকারী ব্যবসায়ীরা।

৫. **অভ্যন্তরীণ বাজারে সুশাসনের অভাব:** এদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থায় সুশাসনের অভাব রয়েছে। যে কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু মূল্যস্ফীতিই নয় বরং বাজারভেদে একই পণ্যের মূল্যের ভিন্নতা নিয়ে সম্প্রতি গুরুতর প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি সরকারি সংস্থাগুলোর মূল্য তালিকায় রয়েছে নানা ধরনের অসঙ্গতি। যা বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থার নৈরাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৬. **অতি মুনাফালোভী চক্রের ষড়যন্ত্র:** অতি মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী একটি চক্র প্রায়ই বাজারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালিয়ে থাকে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ভোক্তাগণ, অসহায় শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষজন।

৭. **জবাবদিহির অভাব:** সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তুলে ধরা অসঙ্গত নয় যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় কর্তৃপক্ষের জবাবদিহির মনোভাব কমে গেছে। ফলে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে নাগরিকদের দুর্ভোগ অনেক বাড়লেও কাউকে জবাবদিহির আওতায় আনছেন না কেউ।

৮. **রিবা বা সুদ:** রিবা বা সুদের উপস্থিতির ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী উৎপাদনের খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে পণ্যদ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের ওইসব অনুষঙ্গের সঙ্গে উপুর্যপরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চারবার পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশিবার সুদ যুক্ত হয়ে থাকে ফলে দ্রব্যসামগ্রী মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে থাকে। মানুষ নিষ্পেষিত হয় দ্রব্যমূল্যের জাঁতাকলে। ভোক্তাকে নিরুপায় হয়েই সুদের জন্য সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। সুদনির্ভর অর্থনীতিতে এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

৯. **অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া:** অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়াও দ্রব্যমূল্যের উপর প্রভাব ফেলে। পরিবহন খরচ বেশি এ অজুহাতে ব্যবসায়ীরা দফায় দফায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি; শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ ও করনীয়

দেশে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির ফলে শ্রমজীবী মানুষের ভোগান্তি আজ চরমে। শ্রমজীবীরা আজ বড়ো অসহায়। ক্রয় ক্ষমতা শ্রমজীবীদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো পণ্যের দাম বাড়ছে। শ্রমজীবীদের কষ্ট কেবলই বাড়ছে। দেশে একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠী ছাড়া বেশিরভাগ মানুষের আয় বাড়েনি। উপরন্তু অনেকের বিশেষ করে শ্রমজীবীদের আয় কমে গেছে। অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমজীবীদের অনেকের কর্ম নেই। অথচ এমন অবস্থাতেও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। এমন পরিস্থিতিতেও গত বেশ কয়েক মাস ধরে সব ধরনের নিত্যপণ্যের দাম অত্যন্ত চড়া। আমদানি করা পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন, দেশে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের দাম কেবলই বাড়ছে যৌক্তিক কারণ ছাড়া। আগেই বলা হয়েছে এ অবস্থার জন্য যেমন দায়ী আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের অতি মুনাফা লোভ, তেমনি বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। মূল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে পড়ায় দুরবস্থার মধ্যে পড়েছেন সাধারণ শ্রমজীবী অসহায় মানুষ। শাসক শ্রেণির মাত্রাতিরিক্ত গোষ্ঠীপ্রীতি এ সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এসময়ে করণীয় সমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

১. খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে রেখে জরুরি খাদ্য সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে, সেটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. বাজার ব্যবস্থাপনায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়াতে হবে।

৩. বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সঠিক মূল্যসহ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নাগরিক সাধারণ এবং শ্রমজীবীগণ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করতে পারেন।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে আসতে হবে।

৫. অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৬. অপচয় রোধ করতে হবে।

৭. একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্বল্পকালীন অর্থনৈতিক কৌশল নিতে হবে। এজন্য গবেষণায় আরও নজর দিতে হবে।

৮. শ্রমিকদের বেতন/শ্রমমূল্য বাড়াতে হবে যাতে অন্তত দুবেলা কোনমতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

৯. শ্রমিকদের দুর্দিনে মালিকপক্ষ, সকল বিত্তবানকে সহায়তার মনোভাব নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

১০. ইসলামী শ্রমনীতিকে সর্বমহলে জনপ্রিয় করতে হবে, মনে রাখতে হবে এর মধ্যেই শ্রমজীবীদের কল্যাণ রয়েছে।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে, যিনি প্রকৃতঅর্থে রিজিকের মালিক।

লেখক: অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও ব্যাংকার

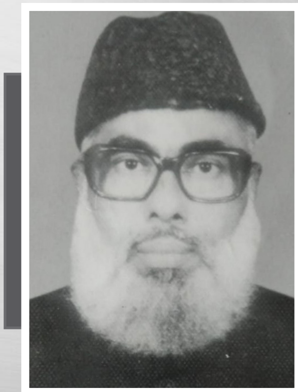

ব্যারিস্টার কোরবান আলী
প্রেরণায় ভাস্বর
এক কিংবদন্তি

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ব্যারিস্টার কোরবান আলী ১৯৩১ সালে তৎকালীন পাবনা জেলার অন্তর্গত (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) শাহজাদপুর থানা অধীন চরকৈজুরী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ জুরান উদ্দিন, মাতা লুবাইয়া খাতুন। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা বোর্ডের অধীনে সিরাজগঞ্জ হাজী আহমদ আলীয়া মাদরাসা থেকে আলিম পাশ করেন এবং উক্ত মাদরাসায় ১৯৫৪ সালে কামেল ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬০ সালে এলএলবি ডিগ্রি নিয়ে ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারী করার জন্য লন্ডন চলে যান। ১৯৬৪ সালে লন্ডনের লিংকন্স ইন হতে ব্যারিস্টারী ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সালে পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের উচ্চ আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী ছাত্র সংঘের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লন্ডনে ব্যারিস্টারী পড়ার সময় ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থানকালে উপমহাদেশের মুসলিমদের নিয়ে ইউকে ইসলামী মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। দেশে আসা পর্যন্ত তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শ্রমিক আন্দোলন

দেশে ফিরে অসহায়, হতদরিদ্র ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে একজন নবীন ব্যারিস্টার তার মানবতাবোধ থেকে শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে তিনি ১৯৬৫ সাল থেকে শ্রমজীবী মানুষকে ফ্রি আইনি সহায়তা প্রদান শুরু করেন। তৎকালীন সময় আদমজী, ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও ও টঙ্গী থেকে শ্রমিক দলে দলে আসতে শুরু করে। তার অমায়িক ব্যবহার ও সেবামূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকগণ তাকে অনুরোধ করেন একটি শ্রমিক ফেডারেশন গঠন করার জন্য। কারণ সরকারি রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করা যায় না। তাই তিনি ১৯৬৮ সালের মে মাসে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গঠন করেন এবং তিনি তার সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ শ্রমিকবান্ধব নেতা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তখনকার দিনে একজন ব্যারিস্টার শ্রমিক আন্দোলনের সভাপতি এ কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে শ্রমিকগণ তার নিকট আসতে থাকে এবং শ্রমিক কল্যাণে যোগদান করার অঙ্গীকার করেন। শ্রমিক ময়দানে শ্রমিক কল্যাণের অগ্রগতি এত দ্রুত বাড়তে থাকে যে, তার গতিরোধ করা তৎকালীন কোন শ্রমিক নেতাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি মালিকেরাও তাদের কাজে আইনে সহায়তা পাবার জন্য ব্যারিস্টার সাহেবের নিকট ধরণা দিতেন। কোন কারখানায় গেলে মালিক ও প্রশাসন তাকে সংবর্ধনা দিতেন ও উন্নত মানের আপ্যায়ন করাতেন এবং তার নিকট আইনি সহযোগিতা কামনা করতেন। তিনি বলতেন শ্রমিক মালিকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করাই আমার সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং এর মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকদের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আমার আইনি সাহায্য সকলের জন্য উন্মুক্ত, কাউকে আমি অন্যায় ভাবে সাহায্য করতে চাই না। তখন শ্রমিক সংগঠন গুলোর শ্লোগান ছিলো দুনিয়ার মজদুর এক হও, শ্রমিক রাজ কায়েম করো। যা শুনে মালিকগণ ভয় পেতেন।

তার সময় তেজগাঁও শিল্প অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলো শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমনঃ তিব্বত, বিজিএম, নাবিস্কো টেক্সটাইলসহ আরও কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান। টঙ্গীতে শ্রমিক কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত ছিল আন্তর্জাতিক শিল্প কারখানা বাটা কোম্পানি, সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি, আশ্রাফ টেক্সটাইল, মুন্নু সিরামিক, ডেমরাতে লতিফ বাওয়ানী জুট মিল ও বিশ্ব বিখ্যাত আদমজীতে ৪০টি ইউনিট ছিল এবং নারায়ণগঞ্জে লক্ষীনারায়ণ জুট মিল ও ড্রেজার ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। ডেমরার শ্রমিক নেতা ছিলেন বিশিষ্ট জাতীয় রাজনীতিবীদ সাইফুদ্দিন মানিক। শ্রমিক কল্যাণ তাকে নির্বাচনে পরাজিত করে ডেমরা শিল্প এলাকা দখল করে। টঙ্গীতে শ্রমিক নেতা বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ ও শ্রমিক নেতা কাজী জাফরকে পরাজিত করে টঙ্গীর গুরুত্বপূর্ণ মিলকারখানা প্রভাব বিস্তার করে শ্রমিক কল্যাণ। ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে পাকিস্তান এয়ার লাইন্স এর ইউনিয়ন দখল করে শ্রমিক কল্যাণ। ঢাকার রিকশা ড্রাইভারদের ইউনিয়ন সম্পূর্ণ দখলে ছিল শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের। ঢাকায় ক্লিনার কলোনী অর্থাৎ মেথর পাড়ার শ্রমিক কল্যাণের প্রভাব ছিলো। যার নেতৃত্ব ছিলো ফেনীর শ্রমিক নেতা শহীদ সফিউল্লাহ।

ব্যারিস্টার সাহেব চলা ফেরায়, ব্যবহারে শ্রমিকদের সাথে মিশে যেতেন, একাকার হয়ে যেতেন, অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের মন জয়

করে ফেলতে পারতেন। তাকে দেখেছি তিনি শ্রমিকদের কাঁধে হাত রেখে চলতেন, কথা বলতেন, গল্প করতেন, হাসি-ঠাট্টা করতেন, ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে থাকতেন। একজন ব্যারিস্টার তাদের এত অন্তরঙ্গ ও নিকটতম হতে পারেন একজন শ্রমিক তা ভাবতেও পারতেন না। তাই সহজেই তারা কোরবান আলী সাহেবের আপন হয়ে যেতেন ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে যেতেন।

শ্রমিকেরাও তাকে ভালবাসতেন অন্তর দিয়ে, আবার তিনি কোন শ্রমিকের বাসায় গেলে, কলোনীতে গেলে তার বিছানায় শুয়ে পড়তে দ্বিধা করতেন না। ব্যারিস্টার সাহেবও তাদেরকে ভালবাসতেন। ব্যারিস্টার সাহেবের বাসা ছিল হাতিরপুল ভূতের গলিতে। তার বাসায় একটি ড্রয়িংরুম। তার প্রশস্ততা ছিল অনেক বড়। ব্যারিস্টার সাহেবের দাওয়াত ছিল ডেমরা, আদমজী ও টঙ্গী থেকে যারা ঢাকায় আসবে তাদের কোন অসুবিধা হলে রাতে আমার বাসায় চলে আসবে। তাই তার বাসায় প্রত্যেক রাত্রে তার মেহমান হতো অসহায় শ্রমজীবী মানুষরা। তিনি তাদের খাবার ব্যবস্থা করতেন। শ্রমিকদেরকে খাওয়াতে পেরে তিনি সুখ অনুভব করতেন। যদি কোন দায়িত্বশীল দায়িত্ব অবহেলা করতো তাহলে তিনি তাদেরকে কঠিন ভাষায় শাসন করতেন। তিনি নিজেও ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং যারা কঠোর পরিশ্রম করতো দায়িত্ব অবহেলা করতেন না তাদেরকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। শ্রমিকদের যেকোন বিপদে তিনি ঝাঁপিয়ে পরতেন।

তিনি কি রকম গল্প করতেন শ্রমিকদের সাথে তার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। একদিন ব্যারিস্টার সাহেবের সাথে আমি রিকশায় চরেছি। তিনি রিকশায় উঠে রিকশা চালকের সাথে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। এক পর্যায় জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ভাই বিবাহ করেছো? ড্রাইভার জবাব দিল স্যার আমি গরিব মানুষ, বিবাহ করার মতো টাকা পয়সা নেই, তাই এখনও বিবাহ করতে পারিনি। তখন ব্যারিস্টার সাহেব বললেন, ভাই তোমার বাড়ি কোথায়? তিনি বললেন পটুয়াখালী খেপুপাড়া। ব্যারিস্টার সাহেব তখন বললেন ভাই তোমার বাড়ি যদি পাবনা হতো তাহলে আমার মেয়ে তোমার নিকট বিবাহ দিতে পারতাম। রিকশা ড্রাইভারের সাথে বিবাহ না দিলেও একজন ব্যারিস্টার তাকে এমন কথা বলা সত্যিই স্মরণ করিয়ে দেয় রাসুল (সা.) তার গোলাম জায়েদের নিকট তার ফুফাতো বোন যয়নাবকে বিবাহ দেয়। এইতো হচ্ছে বঞ্চিত অবহেলিত মানুষকে ভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তিনি একটি কথা প্রায়ই বলতেন অহেতুক আত্মমর্যাদাবোধ পোষণ করে শ্রমিক আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। প্রত্যেক অসহায় শ্রমজীবী মানুষকে ভালোবাসতে হবে নিজের সন্তানের মতো এবং মূল্যায়ন করতে হবে নিজের চেয়ে অধিক। অর্থাৎ শ্রমিকদেরকে তুচ্ছ মনে করা আর নিজেকে অহংকার হেতু সম্মানিত মনে করা হচ্ছে অহেতুক আত্মমর্যাদাবোধ। আমরা যারা ইসলামের বিজয়ের জন্য শ্রমিক আন্দোলন করতে চাই তাদেরকে শ্রমিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্যারিস্টার কোরবান আলীর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শ্রমজীবী মানুষের মন জয় করতে হবে। শ্রমিকদেরকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বানাতে হবে। মহান আল্লাহ তার খেদমতকে কবুল করুন। আমিন।

লেখক: ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি,বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

> **ব্যারিস্টার সাহেব চলায় ফিরায়, ব্যবহারে শ্রমিকদের সাথে মিশে যেতেন, একাকার হয়ে যেতেন, অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের মন জয় করে ফেলতে পারতেন। তাকে দেখেছি তিনি শ্রমিকদের কাঁধে হাত রেখে চলতেন, কথা বলতেন, গল্প করতেন, হাসি-ঠাট্টা করতেন, ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে থাকতেন। একজন ব্যারিস্টার তাদের এত অন্তরঙ্গ ও নিকটতম হতে পারেন একজন শ্রমিক তা ভাবতেও পারতেন না। তাই সহজেই তারা কোরবান আলী সাহেবের আপন হয়ে যেতেন ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে যেতেন।**

বছর জুড়ে আন্দোলনে শ্রমিকরা

সামছুল আরেফীন

২০২২ সালে জুড়েই দাবী আদায়ে রাজপথে থাকতে হয়েছে মেহনতি শ্রমজীবীদের। পালন করতে হয়েছে কর্মবিরতি, ধর্মঘটসহ নানা কর্মসূচি। কিছু কিছু বিষয়ে সরকারের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদেরও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের মারমুখি আচরণের মুখোমুখি হতে হয়েছে শ্রমিকদের। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বেই প্রতিবাদ মুখর হয়েছে শ্রমজীবীরা। করোনা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল, ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অনেক দেশের জন্য সংকটের কারন হয়ে দাড়িয়েছে। বিশ্লেষকেরা বলেন, মজুরি হার নির্ধারণ নিছক অর্থনৈতিক বিষয় নয়, রাজনৈতিকও বটে। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে দেখা গেছে, শ্রমিকেরা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মজুরি বৃদ্ধির দাবি বাস্তবায়ন করেছেন। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়ক অবরোধ: বছরের শেষ দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক পরিবহন নেতাকে লাঞ্ছনার প্রতিবাদে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পরিবহন শ্রমিকেরা। ২০ ডিসেম্বর রাতে পরিবহন শ্রমিকেরা শহরের ভাদুঘর আন্তজেলা বাস টার্মিনালের সামনে সড়ক প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। পরিবহন শ্রমিকদের দাবি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. আ. কুদ্দুস আন্তজেলা বাস-মালিক সমিতির লাইন পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনকে থাপ্পড় মেরেছেন। এ ঘটনায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে পরিবহন ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে জেলা প্রশাসন এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষের বৈঠকে দুঃখ প্রকাশ করেন পৌরসভার সিইও।

নারায়ণগঞ্জে পোশাক শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি: বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার এস এস ক্রিয়েটিভ স্টিজ পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। ১৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশের নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর প্রধান কার্যালয়ের সামনে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন। বক্তারা বলেন, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে শ্রমিকেরা আজ দিশেহারা। চরম সংকটে তাঁরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বর্তমান বাজারে শ্রমিকেরা যে টাকা মজুরি পান, সেই টাকা দিয়ে মাসের ১৫ দিনও চলতে পারেন না। আধা পেট খেয়ে না খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছেন। এ পরিস্থিতির মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জের এস এস ক্রিয়েটিভ স্টিজ কারখানার মালিক শ্রমিকদের তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। এতে কারখানার দেড় শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর না খেয়ে মরার অবস্থা তৈরি হয়েছে।

কালিয়াকৈরে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ: বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। ১৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার মৌচাক এলাকার নিউ লাইন ক্লোথিংস লিমিটেড নামের পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা কারখানার সামনের মহাসড়কে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভের একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গত তিন মাস ধরে নিউ লাইন ক্লোথিংস লিমিটেডের শ্রমিকদের বেতন বকেয়া আছে। এ ছাড়া কারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পাঁচ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। কারখানা মালিক কর্তৃপক্ষ একাধিকবার বেতনের আশ্বাস দিলেও পরে নানা টালবাহানা করে বেতন বকেয়া রেখেছে। বেতন না দিয়ে মাঝেমধ্যে কারখানাও বন্ধ করে রাখছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে সকালে শ্রমিকেরা কারখানায় গেলে জানতে পারেন, কারখানা আবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বেতন পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ দেওয়ার কারণে শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে কারখানার সামনে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

নৌযান শ্রমিকদের ধর্মঘট : মালবাহী ও যাত্রীবাহী সব ধরনের নৌযানশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা নির্ধারণসহ ১০ দফা দাবিতে নভেম্বর মাসে সারা দেশে কয়েকদিন কর্মবিরতি পালন করে নৌযানশ্রমিকেরা। এ সময় দেশের সব কটি নৌবন্দরে যাত্রী পরিবহন, পণ্য খালাস ও ওঠা-নামা বন্ধ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে নৌযান মালিকদের সংগঠনের একজন নেতা বলেন, লঞ্চ ব্যবসার মন্দার এই সময়ে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করা তাঁদের পক্ষে 'অসম্ভব'।

নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি আবুল হাসেম বলেন, সরকার ও নৌযান মালিকেরা ২০১৬ সালে সর্বশেষ এ খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পুনর্নির্ধারণ করেছিল। এরপর কয়েক দফা বেড়েছে দ্রব্যমূল্য ও ভাড়া। কিন্তু শ্রমিকদের উন্নতি হয়নি। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে বেতন-ভাতা পুনর্নির্ধারণের দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। কিন্তু সরকার ও মালিকপক্ষ এতে কর্ণপাত না করায় এখন বড়

আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিরতির মধ্যে ২৬২৮টি ছোট-বড় জাহাজে আটকা পড়ে ১৭ লাখ টন পণ্য।

ট্রেন শ্রমিকদের কর্মবিরতি : মধ্য সেপ্টেম্বরে চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে রেল শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করে। এ কারনে চট্টগ্রাম থেকে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। এর আগে চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন রেলওয়ের অস্থায়ী শ্রমিকেরা। চট্টগ্রাম গুডস পোর্ট ইয়ার্ডে (সিজিপিওয়াই) ৪০ জন অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছেন। চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে আন্দোলন করছেন তাঁরা। আন্দোলনরত শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে চট্টগ্রাম থেকে কোনো পণ্যবাহী ট্রেন ছেড়ে যায়নি। এদিন চট্টগ্রাম থেকে ছয়টি পণ্যবাহী ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। এর মধ্যে তিনটি ট্রেন কনটেইনারবাহী ছিল। আর দুটি ট্রেনে জ্বালানি তেল ও একটিতে গম পরিবহনের কথা ছিল।

কর্মবিরতিতে অংশ নেওয়া পয়েন্টসম্যান মোহাম্মদ রুমান বলেন, তিন মাস ধরে তাদের বেতন বন্ধ। বেতন পরিশোধের বিষয়েও কোনো আশ্বাস দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। তাই বাধ্য হয়ে তারা কর্মবিরতি পালন করেছেন।

জুট মিল শ্রমিকদের আন্দোলন : সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে খুলনার শিরোমণি শিল্প এলাকায় বন্ধ থাকা বেসরকারি পাটকল মহসেন জুট মিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা এককালীন পরিশোধের দাবিতে মিল মালিকের বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকেরা। বেসরকারি পাট সুতা বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। মিছিল নিয়ে নগরের শেরেবাংলা রোড এলাকায় মিলের মালিক তাওহিদুল ইসলামের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। এ সময় সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে বক্তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্র্যাচুয়িটি, পিএফসহ চূড়ান্ত পাওনাদি দ্রুত এককালীন পরিশোধের দাবি জানান। সমাবেশে শ্রমিকেরা বলেন, খুলনার শিরোমণি শিল্প এলাকার মহসেন জুট মিল ৯ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। ২০১৩ সালে কৃত্রিম অর্থসংকট দেখিয়ে শ্রম আইনকে তোয়াক্কা না করে মালিকপক্ষ মিল বন্ধ করে দেয়, তবে শ্রমিকদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করেনি।

বক্তারা বলেন, মিল বন্ধ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৮২ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করলেও তাঁদের পরিবার কোনো টাকা পায়নি। আরও বেশ কিছু শ্রমিক রয়েছেন, যাঁরা অসুস্থ ও অসহায় অবস্থায় অর্ধাহারে-অনাহারে দিন যাপন করছেন। মিলের কাছে ৪ শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর প্রায় ১১ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে।

পোশাক শ্রমিকদের বেতন ২৫ হাজার টাকা করার দাবি: জ্বালানি তেলের বাড়তি দাম প্রত্যাহার ও মজুরি বোর্ড গঠন করে পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা। সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি। তারা বলছেন, শ্রমিকেরা স্বল্প বেতনে কোনোরকমে দিন পার করেন। আবার কিছুদিন পরপর বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া শ্রমিকদের বসবাস করা এলাকায় সবচেয়ে বেশি লোডশেডিং হচ্ছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের বেতন বাড়েনি। শ্রমিকরা অবিলম্বে পোশাক শ্রমিকদের বেতন ২৫ হাজার টাকা করার পাশাপাশি মহার্ঘ ভাতা ও পূর্ণাঙ্গ রেশনিংয়ের দাবি জানান।

নৌ শ্রমিকদের অবরোধ: সিলেটের জৈন্তাপুরে সারী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধের দাবিতে নদীতে শতাধিক নৌকা আড়াআড়িভাবে রেখে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকেরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, সারী নদী থেকে অবৈধ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে খনন যন্ত্র দিয়ে বালু ও পাথর উত্তোলন করা হয়। আগষ্টের শেষ দিকে ১০টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত সারী নদীর ইন্দারজু এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকেরা। শ্রমিকেরা এসব বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধ, বাল্কহেড দিয়ে বালুপাথর পরিবহন বন্ধ, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরকারি রয়্যালটি (বালু ও পাথরবোঝাই নৌকার টোল) আদায়ের দাবি জানান। সারী নদী নৌকা শ্রমিকের সভাপতি আমির আলী বলেন, সম্প্রতি সারী নদীর তৃতীয় অংশের মামলাভুক্ত এলাকাগুলো ছাড়া বাকি এলাকাগুলো ইজারা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইজারা দেওয়া অংশগুলোতে বালুপাথর না থাকায় মামলাভুক্ত এলাকা থেকে অবৈধভাবে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় অবৈধভাবে খননযন্ত্র দিয়ে বালু ও পাথর উত্তোলন করছেন। এ ছাড়া বাল্কহেড দিয়ে বালু পরিবহন করা হচ্ছে এবং স্থানীয় নৌকা শ্রমিকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে শ্রমিকেরা নদীপথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের পেটাল পুলিশ : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলায় মুনলাক্স অ্যাপারেলস লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় বিক্ষোভ করেন কারখানাটির শ্রমিকেরা। মধ্য আগষ্ট কারখানাটির সামনে বকেয়া বেতন ও কারখানা চালুর দাবিতে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। পরে পুলিশ লাঠিপেটা করলে তাঁরা নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

কারখানার শ্রমিকেরা বলেন, কারখানাটিতে তিন শতাধিক শ্রমিক কাজ করতেন। জুলাই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা আন্দোলন করে আসছিলেন। আজ সকালে কাজে যোগ দিতে গিয়ে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পান তাঁরা। এ সময় কারখানার সামনে বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নারায়ণগঞ্জ শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করেন।

চা শ্রমিকদের আন্দোলন: ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে পুরো আগস্টে জুড়ে আন্দোলন করে চা-বাগানের শ্রমিকেরা। তবে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর শ্রমিকদের ১৭০ টাকা মজুরি দিতে রাজি হন বাগানমালিকেরা। এরপর চা-বাগানগুলোয় চলমান ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যাওয়ার ঘোষণা দেন চা-শ্রমিকেরা। তবে শ্রমিক সংগঠনগুলো বলছে, ১৭০ টাকা মজুরি বর্তমান বাজারদরের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

নারী চা-শ্রমিক শ্যামলী ভুমিজ বলেন, আমরা এত দিন পেটের দায়ে আন্দোলন করেছিলাম। বাজারে সবকিছুর দাম বেড়েছে। ১২০ টাকা দিয়ে সংসার চালানো খুব কষ্ট হতো। আমাদের মজুরি মাত্র ১৪ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল বাগানমালিকেরা। আমরা সেটা না মেনে, আন্দোলন করেছি।

বৈঠক শেষে জানানো হয়, চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৭০ টাকা

নির্ধারণ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মজুরি নির্ধারণের পাশাপাশি বার্ষিক ছুটি, বেতনসহ উৎসব ছুটি আনুপাতিক হারে বাড়বে। অসুস্থতাজনিত ছুটি বাড়ানো হবে। চিকিৎসা ব্যয়ের চাঁদা মালিকপক্ষ বহন করবে। ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার চাঁদা আনুপাতিক হারে বাড়বে। এ ছাড়া ভর্তুকি মূল্যে রেশন সুবিধা বাড়ানো হবে। চিকিৎসা সুবিধা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেনশন, চা-শ্রমিকদের পোষ্যদের শিক্ষা বাবদ ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ, গোচারণভূমি বাবদ ব্যয়, বিনা মূল্যে বসতবাড়ি ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ শ্রমিককল্যাণ কর্মসূচি এবং বাসাবাড়িতে উৎপাদন বাড়বে।

অনেকেই বলে থাকেন, চা শ্রমিকেরা অন্যান্য অনেক সুবিধা পায় যে এত কম টাকার মজুরি তাদের পুষিয়ে যায়। তো কী কী সেই সুবিধা? প্রথমেই আসে বাসস্থান, বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশন, রেশন, শিক্ষা, বোনাস ইত্যাদি। একটু গভীরে গেলেই দেখা যায়, এ সব কটিই একরকম ভ্রান্ত ধারণা।

প্রতিদিন ১২০ টাকা হারে মজুরি শর্ত সাপেক্ষ। এক দিনে ২৩ কেজি পাতা তুললে ১২০ টাকা মজুরি, ১ কেজি বেশি তুললে ৪ টাকা ২৫ পয়সা বেশি পাওয়া যাবে, আর এক কেজি কম তুললে ৫ টাকা ২০ পয়সা কাটা যাবে। এবার আসা যাক রেশনে। রেশনের ক্ষেত্রে পরিবারের স্বামী কাজ করলে ৩ কেজি ২০০ গ্রাম আটা বা চাল পাবে, সে ক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে ২ কেজি ৮০০ গ্রাম, ১২ বছরের নিচে দুজন শিশু ২ কেজি ৪০০ গ্রাম করে রেশন পাবে। কিন্তু স্ত্রীর নামে কাজ থাকলে স্বামী রেশন পাবে না। আর ১২ বছরের উপরে শিশুদের জন্য কোনো রেশন নেই। তাহলে কি দাঁড়াল? যে পরিবারে ধরুন স্ত্রীর নামে কাজ আর কোনো ছোট শিশু নেই, তারা মূলত রেশন পাচ্ছে ৩ কেজি ২০০ গ্রাম। তাদের বৃদ্ধ বাবা মা এবং আরও ছেলেমেয়ে থাকতে পারে, যারা মূলত ওই ৩ কেজি ২০০ গ্রাম রেশনের ওপর নির্ভরশীল। যে শিশুকে মা ২০০৭ সালে শুধু একটা ডিম কিনে দিত (কারণ তখনো তার মুরগি কেনার সামর্থ্য ছিল না) সে এখন ১২০ টাকা থেকে ১৫ টাকা দিয়ে কি একটি ডিম কিনে দিতে পারছে?

বন্ধ টেক্সটাইল মিল চালুর দাবি : বন্ধ করা পাট, সুতা, বস্ত্রকল অটো মেশিনসহ উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আধুনিকায়ন করে চাকরিচ্যুতদের মধ্যে কর্মক্ষম শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান শ্রমিক নেতারা। সরকারি অধিগ্রহণ করা, হস্তান্তরিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন পাট, সুতা ও বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের আইনসম্মত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করারও দাবি ওঠে আলোচনা সভায়। অপর দিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন পাট, সুতা ও বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের রোয়েদাদ প্রকাশ করে দ্রুত বাস্তবায়ন, শ্রমিকদের জন্য রেশনিং প্রথা চালু এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমানের উন্নতি নিশ্চিত করার দাবি জানান শ্রমিক নেতারা।

সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক মছিউদদৌল্লা বলেন, টেক্সটাইল মিল লাভজনক ছিল। অথচ লোকসানের অজুহাতে মিলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিরাষ্ট্রীকরণের সুফলের কথা বলা হলেও তা হয়নি। সব সময় শ্রমিক নেতাদের দোষ দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত কোনো শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে কোনো সরকারই কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। মছিউদদৌল্লা বলেন, বিভিন্ন বন্ধ কলে কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। এ শিল্পকে চালু করার জন্য আবার রাজপথে আন্দোলনে নামতে হবে।

ট্রাকচালক শ্রমিকদের আন্দোলন : জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার তারাকান্দিতে অবস্থিত যমুনা সার কারখানা থেকে জুনে দুই দিন দেশের ২০ জেলায় ট্রাকে সার পরিবহন বন্ধ ছিল। বিআরটিসির ট্রাকে সার পরিবহনের প্রতিবাদে তারাকান্দি ট্রাকচালক শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মঘটের ডাক দেওয়ায় সার পরিবহন বন্ধ হয়।

জানা গেছে, যমুনা সার কারখানা থেকে প্রায় ৩০ বছর ধরে দেশের ২০ জেলায় স্থানীয় ট্রাকে পরিবেশকদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে সার পরিবহন করা হয়। তবে যমুনা সার কারখানার কতিপয় কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প করপোরেশনের (বিসিআইসি) কর্মকর্তাদের যোগসাজশে স্থানীয় ট্রাকে সার পৌঁছানোর কার্যক্রম ব্যাহত করতে বিআরটিসির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে।

গাজীপুরে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ: মে মাসের শেষ দিকে বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এ সময় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এক ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এপ্রিল মাসের বেতন ও পবিত্র ঈদুল ফিতরের বোনাস না দিয়েই কারখানা কর্তৃপক্ষ ঈদের আগে কারখানা বন্ধ করে দেয়। এখন পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়নি। ঈদের পর প্রতিদিনই শ্রমিকেরা কারখানার প্রধান ফটকে এসে ফিরে যাচ্ছেন। সকালে সাড়ে আটটায় শতাধিক শ্রমিক কারখানার গেটের সামনে অবস্থান নেন। সকাল নয়টার দিকে তাঁরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করেন। পুলিশ সড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দিতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও লাঠিপেটা করে।

বন্ধ পাট ও চিনিকল চালুর দাবি : বন্ধ পাটকল ও চিনিকল পুনরায় চালুর দাবি জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, প্লাস্টিক ও পলিথিন পণ্যের সম্পূর্ণ বিকল্প হিসেবে পাটপণ্য ব্যবহার করা সম্ভব। আর বেসরকারি রিফাইনারি ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও চিনিকলগুলো চালু রাখা প্রয়োজন। ফলে এসব কারখানা চালুর জন্য আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দেরও দাবি জানান তাঁরা। মে মাসে আয়োজিত এক সেমিনারে এ কথা বলেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেন, লোকসানের অজুহাতে সরকারি পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হলেও বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে। ২০২০ সালে ২৬টি সরকারি পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হলেও দেশে বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা বেড়ে এখন ২৮১টি। আর একই বছরের শেষের দিকে ছয়টি রাষ্ট্রীয় চিনিকল বন্ধ করে দেয় সরকার।

পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘট : এপ্রিলে টানা তিন দিন রংপুর-ঢাকা রুটে বাস চলাচল আংশিক বন্ধ ছিল। বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবিতে ঢাকাগামী বাসের চালকসহ রংপুরে কয়েকটি পরিবহনের শ্রমিকদের কর্মবিরতি পালন করে। শ্রমিকদের কর্মবিরতি জেনেও অনেক যাত্রী বাসস্ট্যান্ডে এসে বাস ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। যে যাত্রীদের ঢাকা যাওয়া খুব প্রয়োজন, তাঁরা বিকল্প উপায়ে বা ভেঙে ভেঙে ঢাকায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

নারায়ণগঞ্জে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ: মার্চের শেষ দিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। সদর উপজেলার ফতুল্লার শিবু মার্কেট এলাকায় রূপসী গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা সড়কে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। সড়ক অবরোধের কারণে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে আছে। এতে ওই সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

রূপসী গার্মেন্টসে প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক কাজ করেন। তবে কারখানাটি শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেতন বকেয়া রেখেছে। মাস শেষে বেতন পরিশোধ না করায় শ্রমিকেরা কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা কারখানা থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক অবরোধ করেন।

টঙ্গীতে পোশাক শ্রমিকদের লাঠিপেটা: ১ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের টঙ্গীতে কাজে এসে কারখানা বন্ধ পেয়ে বিক্ষোভ করেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। টঙ্গীর বিসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ বিক্ষোভে বাধা দিলে কয়েক দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে শ্রমিক পুলিশ মিলে অন্তত ১৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা জানান, তাঁরা বিসিকের ত্রিভলী অ্যাপারেলস কারখানায় কাজ করেন। তাঁদের প্রায় ২ হাজার ১০০ জন শ্রমিক রয়েছেন। এর মধ্যে গত ২৯ জানুয়ারি কারখানার এক নারী শ্রমিককে মারধর করেন এক কর্মকর্তা। এ নিয়ে ওই কর্মকর্তার বিচারসহ ১২টি দাবি উত্থাপন করেন শ্রমিকেরা। পরবর্তী সময় ওই কর্মকর্তাকে কারখানা থেকে বের দিলেও দাবিগুলো মেনে নিচ্ছেন না তাঁরা। সকালে হঠাৎ কাজে এসে দেখেন কারখানা বন্ধ। এরপর শ্রমিকেরা এক হয়ে কারখানা খোলার দাবিতে রাস্তায় নামলে পুলিশ লাঠিপেটাসহ গুলি ছুড়তে থাকে। এতে তাঁদের অনেকেই আহত হন। পরবর্তী সময় তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

মিরপুরে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ: জুনে কয়েক দফা রাজধানীর মিরপুরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনরত শ্রমিকরা ইট-পাটকেল ছুড়ে গাড়ি ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সকাল থেকে মিরপুর-১৪ ও কচুক্ষেত এলাকায় রাস্তায় নামে পাঁচটি গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। শ্রমিকরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। যদিও পরে তারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে মিরপুর-১৪ ও কচুক্ষেত এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে শ্রম ভবনে মিরপুরে গার্মেন্টসে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মজুরী বোর্ড গঠনের আশ্বাস দেয়া হয়। তৈরি পোশাক খাতে সর্বশেষ ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর ন্যুনতম মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। সেই কাঠামোতে ন্যুনতম মজুরি ছিল আট হাজার টাকা। প্রতিবছর ৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির পর তা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৮৮৪ টাকা।

দেশে দেশে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন: করোনার অভিঘাতে বিশ্বজুড়ে সরবরাহব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। এই খাতের কর্মীদেরও ব্যাপক চাপ নিতে হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মূল্যস্ফীতি। তবে এত চাপ তাঁরা আর সহ্য করতে রাজি নন। এখন তাঁরা দেশে দেশে মজুরি বৃদ্ধিসহ নানা দাবিতে ধর্মঘট ডাকছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রের শ্রমিক থেকে শুরু করে পেরুর ট্রাক ড্রাইভার এমন অনেক শ্রমিক এখন মজুরি বৃদ্ধির দাবি করছেন। ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ইউরোপের বিমান পরিবহন কোম্পানি রায়ানেয়ারের কর্মীরা। আবার সেই সঙ্গে প্যারিস ও লন্ডন বিমানবন্দরের কর্মীরাও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। তাঁদের কাজ বিশ্ব অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা কাজ বন্ধ করলে থমকে যেতে পারে বিশ্ব অর্থনীতি। বলা হচ্ছে, এখনকার মূল্যস্ফীতি ঠিক চাহিদা বৃদ্ধিজনিত নয়, সরবরাহজনিত। সে কারণে তাঁরা ধর্মঘট করলে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে পারে। আলোচনার টেবিলে এই শ্রমিকেরা তাই বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন। ইকোনমিক টাইমস সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে। নরওয়ের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রের শ্রমিকেরা ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছিলেন। সেই খবরে ইউরোপের বাজারে রীতিমতো ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

আইএলওর তথ্যানুসারে, গত দুই বছরে বিশ্বের প্রায় সবখানেই শ্রমিকদের আয় কমেছে। ২০২০ সালে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর শ্রম আয় কমেছে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ আর ২০২১ সালে ১ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২০ ও ২০২১ সালে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে শ্রমিকদের মজুরি কমেছে ৭ দশমিক ৪ ও ২ দশমিক ৭ শতাংশ। উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭ দশমিক ১ ও ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২০ সালে উচ্চ আয়ের দেশের মানুষের আয় কমেছে ২ দশমিক ৫, তবে ২০২১ সালে বেড়েছে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রেকর্ড মূল্যস্ফীতি। ফলে এসব মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশে শ্রমিক আন্দোলন পুনর্গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বড় বড় করপোরেশন, যেমন স্টারবাকস ও অ্যামাজন ডটকমের মতো প্রতিষ্ঠানে শ্রম ইউনিয়ন শক্তিশালী হচ্ছে। সেই সঙ্গে দেশটির রেলওয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। এতে দেশটির পরিবহন খাতে স্থবির হয়ে পড়তে পারে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই সংকট নিরসনে একটি প্যানেল গঠন করেছেন। এই প্যানেল সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আগামী আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমিকদের জন্য নতুন চুক্তির খসড়া পেশ করবে।

ব্রিটেনের অবস্থাও যুক্তরাষ্ট্রের মতো। ট্রেনচালকেরা বলেছেন, ৩০ জুলাই তাঁরা ধর্মঘট করবেন এবং পরিবহন শ্রমিকেরাও আগামী সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি করবেন। এতে শুধু যাত্রীদের কষ্ট হবে, তা নয়; বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কনটেইনার জাহাজ কোম্পানি মেয়ার্সক বলেছে, এতে পণ্য পরিবহন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজশ্রমিকেরাও কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করছেন। তাঁরা ৩০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি এবং কাজের চাপ হ্রাসের দাবি করেছেন।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

আধুনিক শিল্প উন্নতির যুগে শ্রমিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান

লস্কর মোঃ তাসলিম

মহান আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। যাকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পৃথিবী এক বিশাল কর্মক্ষেত্র। কালের পরিক্রমায় অসংখ্য নবি ও রাসুলের নেতৃত্বে কর্মের নানা স্তর পেরিয়ে বিশ্বসভ্যতা আধুনিক ঐশ্বর্যময় রূপ লাভ করেছে। পৃথিবীতে অধিকাংশ নবী-রাসুল কোন না কোন শ্রম পেশার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁদের পরিশ্রমেরই সম্মিলিত যোগফল আজকের পৃথিবী। শ্রমিকের শ্রমকে ভিত্তি করেই সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। অগণিত মানুষের যুগ যুগান্তরের শ্রমেই গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতার সৌন্দর্য। তারা পাহাড়-পর্বত কেটে পথ তৈরি করেছে, নদীর উপর সেতু বানিয়েছে, নির্মাণ করেছে আমাদের ঘরবাড়ি, সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, সুরম্য অট্টালিকা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কেউ ফলিয়েছে সোনার ফসল, কেউ বুনেছে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, কেউবা জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করার জন্য বানিয়েছে ভোগ-পণ্যসামগ্রী। আধুনিক শিল্প বিপ্লব শ্রমের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে গেছে উন্নতির পথে।

আধুনিক শিল্পউন্নতি কি?

মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও নবি (সা.) প্রদর্শিত জীবন বিধানই আধুনিক। এর বিপরীত যা কিছু তাই পশ্চাৎপদ।

আলোচনার বিষয়:

১. আধুনিক শিল্পউন্নতির যুগ

২. শ্রমিক সমস্যা

৩. ইসলামী সমাধান

আধুনিক শিল্পউন্নতির যুগ:

আধুনিক শিল্পের উন্নতির যুগে কি কি হয়েছে; আধুনিক শিল্পউন্নতির এ যুগে শ্রমিকের

- সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে।
- শ্রমিকের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।
- শ্রমিকের স্বাধীনতা অধিকার ও শ্রমমান নির্ধারণ হয়েছে।
- শ্রমিকের স্বাধীনতা ইত্যাদি কাগজে কলমে ঠিক করা হয়েছে, লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- সেমিনার সিম্পোজিয়াম আলোচনা চলছে।

শ্রমিকের সংজ্ঞা: বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক কারা? সাধারণত বিভিন্ন শিল্প কারখানায় যারা কাজ করেন তাদেরকে শ্রমিক বলে। তবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে সর্বাগ্রে শ্রমিকের সংজ্ঞা তুলে ধরা দরকার।

১. শ্রমিক হলো সেই ব্যক্তি যিনি কায়িক বা শারীরিক পরিশ্রম করেন অর্থাৎ যিনি কাজ করেন তিনিই শ্রমিক।

২. অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী–'শ্রমিক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি একটি বিশেষ ধরনের কাজ বা বিশেষ উপায়ে কাজ করেন।'

৩. অর্থনীতি শাস্ত্র অনুযায়ী যিনি মজুরের বিনিময়ে কাজ করেন তিনিই শ্রমিক।

৪. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) প্রথম অধ্যায়ের ২য় ধারায় ৬৫ অনুচ্ছেদের সংজ্ঞা অনুযায়ী– শ্রমিক অর্থ শিক্ষাধীন কোন ব্যক্তি, তাহার চাকরির শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোন ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হইক না কেন, এর মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী, ব্যবসা উন্নয়ন অথবা কেরানীগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন তিনিই শ্রমিক। কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

শ্রম আইনে শ্রমিকের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে:

কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে দক্ষ বা অদক্ষ ব্যক্তিকে মজুরির বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করলে সেই নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শ্রমিক বলে। তবে যারা ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হন তারা শ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। [ধারা-২(৬৫)]

অর্থাৎ যারা মজুরির বিনিময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তাদেরকে শ্রমিক বলে। বাস্তবে শিল্প উন্নত দেশগুলো শ্রমিকের মৌলিক অধিকার পালনে বেশ তৎপর। তারা শ্রমিকাধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নীতিমালা পালন করে থাকেন।

শিল্পউন্নতির যুগে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে: শিল্প খাতে তিন শ্রেণির প্রতিষ্ঠান আছে–

ক. বৃহদায়তন শিল্প।

খ. ক্ষুদ্র শিল্প।

গ. কুটির শিল্প।

বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সবগুলোর কাঠামো এক রকম নয়। এর মাঝে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যারা আমদানি কৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। এখানে জেনে রাখা ভালো যে, বৃহদায়তনের (মাঝারি সহ) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের শিল্পখাতের আয়ের প্রায় ৬৫% এবং ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প ৩৫% অবদান রাখে। কাজের ধরন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রম আইনের ৪ ধারায় উক্ত শ্রেণিবিভাগ উল্লিখিত হয়েছে।

১. শিক্ষাধীন শ্রমিক: কোন শ্রমিককে যদি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয় তাহলে তাকে শিক্ষাধীন শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(২)]

২. বদলী শ্রমিক: কোন স্থায়ী বা শিক্ষানবিশ শ্রমিকের সাময়িক অনুপস্থিতির সময় যে সকল শ্রমিকের নিয়োগ করা হয় তাদেরকে বদলী শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৩)]

৩. সাময়িক শ্রমিক: কোন শ্রমিককে কোন প্রতিষ্ঠানের সাময়িক ধরনের কাজে নিয়োগ করলে তাকে সাময়িক শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৪)]

৪. অস্থায়ী **শ্রমিক:** যে সকল শ্রমিকদের অস্থায়ী ধরনের কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং যাদের কাজ সীমিত সময়ের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে অস্থায়ী শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৫)]

৫. শিক্ষানবিশ শ্রমিক: যে শ্রমিককে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষানবিশকাল শেষ হয়নি তাকে শিক্ষানবিশ শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৬)]

৬. স্থায়ী শ্রমিক: যে শ্রমিককে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষানবিশকাল সন্তোষজনকভাবে শেষ করেছেন তাকে স্থায়ী শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৭)]

শিল্পউন্নতির যুগে শ্রমিকের স্বাধীনতা ও শ্রমমান নির্ধারণ করা হয়েছে:

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) এর মতে "স্বাধীনভাবে কাজ করার মূলনীতি, কাজ করার অধিকার এবং শ্রমমানকে গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত।" এই আইনটি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি দেশ বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নির্বিশেষে সকলেরই এই নিয়মাবলীগুলোতে সমর্থন রয়েছে। এই শ্রমমান গুণগত দিক থেকে বিচার করা হয়, পরিমাণগত দিক থেকে নয়। এছাড়াও এতে কর্মপরিবেশ, মজুরি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান নির্দিষ্ট করা থাকে। এই আইনগুলো এমনভাবে করা হয়নি যাতে করে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে সকল সুবিধা ভোগ করে আসছে, তাতে কোন ক্ষতি হয়। এই শ্রমমান হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার এবং এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল দ্বারা স্বীকৃত। এছাড়াও দ্যা কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইল্ড (সিআরওসি) এর ১৯৩ টি সদস্য এবং আইসিসিপিআর এর ১৬০ টি সদস্য দল এই শ্রম মানকে সমর্থন করে।

মূল শ্রম মানগুলো নিম্নরূপ:

- **সমিতির স্বাধীনতা:** শ্রমিকরা স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করতে পারবে এবং এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো হবে সম্পূর্ণরূপে সরকার এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের প্রভাবমুক্ত।
- **যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার:** শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে বা পৃথকভাবে নিয়োগকারীদের সঙ্গে দরকষাকষি করতে পারবে।
- **সব ধরনের জোরপূর্বক শ্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা:** সকল প্রকার দাসত্ব থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা রয়েছে এবং এমনকি জেলখানাতেও শ্রমিকদের দ্বারা জোরপূর্বক কোন কাজ করানো যাবে না।
- **শিশুশ্রম দূরীকরণ:** শিশুদের জন্য কাজ করার একটি ন্যূনতম বয়স এবং নির্দিষ্ট শর্তের প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়ন।
- **কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা:** সমান কাজের জন্য সবাই সমান বেতন পাবে।

বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে খুব কম সংখ্যক আইএলও সদস্য দেশই সবগুলো নিয়মাবলী অনুমোদন দিয়েছে। এখনও এই অধিকারগুলো ইউডিএইচআর দ্বারা স্বীকৃত এবং এগুলো একটি আন্তর্জাতিক আইনের অংশ। এই আইনগুলো ছাড়াও শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আরো ইস্যু রয়েছে। যেমন–

- ✓ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অধিকার
- ✓ একটি নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান
- ✓ দৈনন্দিন কিছু সময়ের জন্য বিরতি
- ✓ বৈতনিক ছুটি এবং আরও অনেক সুবিধা

আধুনিক শিল্পউন্নতির যুগে শ্রমিক সমস্যা: শ্রম আইনে স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে, কোন শ্রমিককে দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি শ্রম করানো যাবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিকের ইচ্ছায় ওভারটাইম বা অতিরিক্ত সময় কাজ করানো যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে শ্রমিককে দুই ঘণ্টার বেশি ওভারটাইম করানো যাবে না। এমনকি শ্রমিকের সম্মতি থাকলেও। উল্লেখ করা আছে, ওভারটাইমের জন্য শ্রমিককে দ্বিগুণ মজুরি দিতে হবে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই কোন শ্রমিককে দশ ঘণ্টার বেশি শ্রম করানো যাবে না এবং ওভারটাইমের জন্য দ্বিগুণ মজুরি দিতে হবে। এ সবই আইনের বইয়ের গল্পকথা। বাস্তবের অবস্থাটা একেবারেই ভিন্ন। এখনো বহু শিল্প কারখানায় বিশেষ করে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে একজন শ্রমিককে ১৪ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করানো হয়। কখনো কখনো আরও বেশি। কিন্তু সেই সব শ্রমিক কখনো দ্বিগুণ মজুরি পায় না। শ্রম আইনেও উল্লেখ আছে, উপরিউক্ত আইন ভঙ্গ করলে মালিককে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মালিক এই অবৈধ কাজের জন্য শাস্তি পেয়েছে বলে শোনা যায়নি।

পুরো বাংলাদেশে প্রায় ছয় কোটি শ্রমিকের জন্য শ্রম আদালত রয়েছে মাত্র সাতটি। যার তিনটিই ঢাকায়, দুটি চট্টগ্রামে। খুলনা ও রাজশাহীতে রয়েছে একটি করে। সেই সব আদালতেও শ্রমিকেরা তাদের দুর্ভোগের জন্য ন্যায্য বিচার ঠিকমতো পায় না। তা ছাড়া এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যাতায়াতের অসুবিধার জন্যও তাদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কেস স্টাডি না করলেই নয়।

■ রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার একটি বিড়ি কারখানায় কাজ করেন জরিনা বানু। টানা ১৫ বছর কাজ করার পর ২০১৫ সালে সাত মাসের বেতনসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করেই তাকে চাকরিচ্যুত করে দেয় মালিক। পঞ্চাশোর্ধ্ব এই নারীকে শ্রম আইন অনুসারে পাওনা আদায় করতে রাজশাহীতে গিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে হয়। মামলাটি করেন তিনি ওই বছরের নভেম্বর মাসে। কিন্তু অনেক দিনেও তার মামলাটির বিচার শেষ হয়নি। অথচ নিয়মানুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে তার মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার কথা। শ্রম আইনে শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার কতখানি প্রয়োগ হচ্ছে বা হয়, তার মাত্র একটি উদাহরণ জরিনা বানু। (শ্রম আদালত নেই চার বিভাগে, দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ০১ মে ২০১৮)।

শ্রমিকরা ছুটি থেকে বঞ্চিত:

শ্রম দিবসে সরকারি ছুটি থাকলেও সে ছুটি ভোগ করেন কেবল সরকারি শ্রমিকেরা। কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা সে সুবিধা ভোগ করলেও রোজকার মতো শ্রম বিক্রি করতে হয় দৈনিক মজুরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত বহু শ্রমিকদের। কাঁচা ইট টেনে যে শ্রমিকদের হাতে দগদগে ঘা হয়ে যায়, তারা জানে না শ্রম দিবস কি! খুব ভোরে উঠে যে শিশুটির বই খাতা ফেলে মায়ের ওষুধ কিনতে চায়ের দোকানে দিন শুরু করতে হয়, সে জানে না, তার জন্য কোন আট ঘণ্টার শ্রম দিবস নেই। সন্তানের অবহেলায় যে পিতা বয়সের ভারে নুইয়ে পরতে পরতেও সংসারের খরচ জোগাতে রিকশার প্যাডেল চেপে সকাল সন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন, তার জন্য কোন শ্রম দিবস নেই। আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে লোহা গলাতে যে শ্রমিকের মুখ সারাক্ষণই লাল হয়ে জ্বলছে, তার কাছে শ্রম দিবস বলে কিছু নেই।

তা ছাড়া শ্রমিকে শ্রমিকে অবস্থানগত বৈষম্য আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। পোশাক-আশাকে দুরন্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে কাজ করা সরকারি কর্মচারী, করপোরেশন বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা নিজেদের অনেক উঁচু মানের শ্রমিক মনে করেন। তাদের সঙ্গে সাধারণ

শ্রমিকদের ব্যবধান আকাশ-পাতাল। সাধারণ শ্রমিকদের ভাগ্য নির্ধারণে নীতিমালার ব্যবস্থা সাধারণত মালিক পক্ষ ও উঁচু মানের শ্রমিকরাই করে থাকেন। খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমিকেরা যেমন মালিকের সামনে মাথা নিচু করে কথা বলেন, তেমনি উঁচু মানের শ্রমিকদের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক একই রকম। দুই শ্রেণির শ্রমিকদের মাঝে বেতন বৈষম্যও আরও একটি বড় সমস্যা। উৎপাদনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ যারা দাপ্তরিক কাজ করেন, তাঁদের সঙ্গে সরাসরি উৎপাদনে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের বেতনের বিষয়টিতেও রয়েছে চরম বৈষম্য। সাধারণ শ্রমিকদের চেয়ে উঁচু মানের শ্রমিকদের বেতন অনেকাংশে বেশি।
তা ছাড়া উঁচু মানের শ্রমিকদের অনেকেরই গাড়ি-বাড়ি, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিলসহ রয়েছে নানান রকম অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এসবের কোন সুবিধাই নেই। বরং অনিরাপদ ও প্রতিকূল পরিবেশে ধুলো-আবর্জনায় কাজ করে তাদের অনেকেই রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সরকারি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পেনশনের ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা হলেও সাধারণ শ্রমিকদের বেলায় তা আকাশ কুসুম ভাবনা। পোশাক ও শিল্প খাতে নারী শ্রমিকের অবদান বেশি হলেও বেতনের বেলায় নারী শ্রমিকেরা হচ্ছেন বৈষম্যের শিকার। কৃষি, পরিবহন, নৌপরিবহন, মিল কারখানা, দৈনিক মজুরিতে কর্মজীবী মানুষ, শিশু শ্রমিক, নারী শ্রমিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে বেতন বৈষম্য ও সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্য।
যত দিন পর্যন্ত শ্রমিকে শ্রমিকে বহুবিধ বৈষম্য দূরীকরণ করা না হবে, তত দিন পর্যন্ত শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের মানব সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে সকলকে আরো সূক্ষ্মভাবে শ্রম আইন প্রতিষ্ঠা ও প্রণয়নে নজর দিতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যাপ্ত শক্তিশালী হতে হবে। সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের আইনি সেবা প্রাপ্তিকে সহজ করতে হবে। সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদীদের থেকে গোটা শ্রমজীবী সমাজকে বৈষম্য ও শোষণমুক্ত করতে হলে মালিকপক্ষের সঙ্গে, উঁচু মানের শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থানগত সম্পর্ক গুঁড়িয়ে ইনসাফ নিয়ে আসতে হবে।
আধুনিক শিল্পউন্নতির যুগে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই নাজুক। যে পরিমাণ অর্থ এবং বৈদেশিক আধুনিক যন্ত্রপাতি বৃহদায়তনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজন তা নেই বললেই চলে। ফলে শিল্পউন্নতির সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদের বেশি পাওয়ার কথা থাকলেও তা কেবল কিছু সেক্টরে সীমাবদ্ধ।
ফলে আধুনিক শিল্পউন্নতির পথে অন্তরায় কিছু সমস্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি

১। দেশীয় অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা।

২। উদ্যোক্তার অভাব।

৩। শিল্প ঋনের পরিমাণ কম হওয়ায় অর্থ সংস্থানের অভাব।

৪। দুর্বল অবকাঠামো।

৫। দক্ষ জনশক্তি ও পেশাগত শিক্ষার অভাব।

৬। প্রযুক্তির পশ্চাৎপদ।

৭। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি নতজানু নীতি।

৮। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে যাওয়া।

৯। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

১০। সীমাহীন দুর্নীতি ইত্যাদি।

এগুলো সমাধানের পথ যত দ্রুত উন্নত হবে আধুনিক শিল্প উন্নতির দুয়ার ততবেশি উন্মুক্ত হবে। এক্ষেত্রে আমদেরকের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিশেষ করে আধুনিক বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান কৃষি পরিবহন সহ সকল ধরনের শ্রম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যেমন– বস্ত্র ও পোশাক শিল্প (গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান),পাট শিল্প, চা শিল্প, কাগজ শিল্প, চামড়া শিল্প। তাছাড়াও ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুঠির শিল্পকে আমরা চাইলেই আধুনিকতার ছোঁয়ায় (মডেল রূপে) গড়ে তুলতে পারি। ব্যক্তি ও পারিবারিক উদ্যোগের সাথে সাংগঠনিক সহযোগিতা একত্রিত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব।
বাংলাদেশে কোটি কোটি শ্রমিক আছেন যারা কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, এই সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করা বা চিহ্নিত করা আসলেই খুব কঠিন। কিছু সমস্যা তুলে ধরা হলো–

১। দেশে প্রায় ৬ কোটি ৮৬ লাখ শ্রমিক আছেন, সবার সামাজিক সুরক্ষার অভাব।

২। স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাব।

৩। বেতন-ভাতা, চাকুরির নিরাপত্তার অভাব।

৪। শিক্ষা সুরক্ষার অভাব।

৫। মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার অভাব।

৬। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাকালীন সুরক্ষার অভাব।

৭। শিশু সুরক্ষার অভাব।

৮। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধা।

৯। তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণের অভাব।

১০। পেশাগত শিক্ষার অভাব।

১১। রাজনৈতিক বৈষম্য।

১২। কর্ম বৈষম্য।

১৩। নিদারুণ দারিদ্রতা।

১৪। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি।

১৫। শ্রমবান্ধব ট্রেড ইউনিয়নের অভাব।

১৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

এভাবে বর্ণনা করতে গেলে আরো অনেক সমস্যা বের হবে। যেগুলো যুগ যুগ ধরে এদেশের শ্রমিক শ্রেণিকে যাতাকলে পিষ্ট করছে। এভাবে পিষ্ট হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন অগনিত শ্রমিক। যাদের ঘাম শুকিয়ে গেছে পারিশ্রমিক পাননি। কিন্তু আমরা এর দায় এড়াতে পারি না। আমরাও এপর্যন্ত তেমন কিছুই করতে পারিনি তাঁদের জন্য। আমাদেরতো দায়বদ্ধতা আছে ৬ কোটি ৮৬ লাখ শ্রমিক ভাই বোনদের কাছে। যাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের কার্যকর প্ল্যাটফরম আজও আমরা গঠন করতে পারিনি। তাই তারা এখন রাজনৈতিক পালাবদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। সুশাসনের মুখ আজও তারা দেখতে পাননি। ইসলামী শ্রমনীতি, ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ এখন তাদের কাছে স্বপ্নের মতো।

চলবে...

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব

কবির আহমদ

সভ্যতার উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। আজকের আধুনিক বিশ্বের যেখানে যতটুকু সুন্দর তার পিছনে শ্রমজীবী মানুষের হাতের ছোঁয়া ও খেটে খাওয়া মানুষের রয়েছে হাড় ভাঙা পরিশ্রম। আজকের আধুনিক সভ্যতা শ্রমজীবী মানুষ ধরে রেখেছে। শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দিলে গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই বিশ্বের সকল দেশ ও জাতি শ্রমজীবী মানুষের উপর নির্ভরশীল।

বিপ্লব আন্দোলন সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের অবদান: পৃথিবীতে যত আন্দোলন সংগ্রাম ও বিপ্লব হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ তথা শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা ছিল অগ্রগামী। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পিছনে শ্রমজীবী সংগঠনের ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। তারা আমেরিকার জাহাজে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমেরিকার আগ্রাসন বন্ধ করে দিয়ে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দিয়েছিলো। অপরদিকে আলজেরিয়ার ইসলামী দল শতকরা ৮৫% ভোট পেয়েও সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ তাদের হাতে দেশের শ্রমিক সংগঠন ছিল না।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শ্রমিক: দেশের শতকরা ৪৫% মানুষ শ্রমিক। এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয়। তাই ইসলামী আন্দোলনকে সফল করতে হলে শ্রমিক সংগঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দল, যেমন: আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি। প্রত্যেকটি দল শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমেই বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে থাকে। তাই ইসলামী আন্দোলনকে সফল করতে হলে শ্রমিক সংগঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সরকার/রাষ্ট্র পরিচালনা: দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী প্রত্যেকটি সরকার আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি যখন যারা ক্ষমতায় ছিল প্রত্যেকেই শ্রমিক সংগঠনের সাথে সমঝোতা করে দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদলকে সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা দেয় না। বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত কর্মসূচি পালন করতে বাধা দেয়। সেই আওয়ামী লীগ সরকারও পরিবহন শ্রমিকদের তিনদিনের অবরোধ কর্মসূচি পালন করার পর শ্রমিক সংগঠনের প্রতি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তাই ইসলামী আন্দোলনকে সফল করতে হলে শ্রমিক সংগঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সংগঠিত শক্তি: কথায় বলে ঐক্যই শক্তি, সংগঠিত মানুষই শক্তিশালী মানুষ। শ্রমজীবী মানুষ একই সময় একই মিল কারখানা ও অফিসে, প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক সহযোগিতায় এক সাথে অনেক কাজ করে। যাদের সংখ্যা হাজার লক্ষের কোটায় দাঁড়াতে পারে, তাই তারা নিজেদের মধ্যে একটি শক্তি অনুভব করে। তাই শ্রমিক সংগঠন যেকোন কর্মসূচি সহজেই সফল করতে পারে। অতএব ইসলামী আন্দোলনকে সফলতার দারপ্রান্তে পৌঁছাতে হলে শ্রমিক সংগঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কঠোর পরিশ্রমী: শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ কঠোর পরিশ্রমী হয়ে থাকে। তারা অলস নয়। তাদের বিলাসীতার প্রতি কোন মোহ নেই। এক কথায় বলা যায় প্রত্যেক শ্রমিক এক একজন সৈনিক। তারা যে কোন আন্দোলন বা বিপ্লবকে সফল করতে যেকোন কঠিন কর্মসূচি পালন করতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের বড়ো বড়ো কর্মসূচি পালন সহজেই করতে পারে শ্রমিকেরা। তাই ইসলামী আন্দোলন সফল করতে শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব অপরিহার্য।

অল্পে তুষ্ট, কম চাহিদা: শ্রমিকেরা অল্পে তুষ্টি লাভ করে। মোটা ভাত,

কাপড় ও সামান্য বেতন ভাতা পেলেই শ্রমিকেরা সন্তুষ্ট থাকে। চাহিদার লম্বা তালিকা বা বিলাসবহুল জীবন তাদেরকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে পারে না। তাই যে কোন আন্দোলন সংগ্রামে শ্রমিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইসলামী আন্দোলনকে সফল করতে হলে আন্দোলন পাগল কিছু কর্মী প্রয়োজন। শ্রমিক সংগঠনেই পারে এই কর্মী সরবরাহ করতে। তাই ইসলামী আন্দোলন শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

ত্যাগ কুরবানি: শ্রমিকদের দুনিয়ার প্রতি মোহ কম। তাদের নাই বিলাসবহুল বাড়ি। নেই কোন গাড়ি বা লক্ষ কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স। তারা সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করে। তাদের পিছু টান নেই। তাই তারা যে কোন ত্যাগ কুরবানি স্বীকার করতে সর্বদাই প্রস্তুত। ইসলামী আন্দোলনকে সফলতার দারপ্রান্তে পৌঁছাতে জনশক্তির ত্যাগ কুরবানি খুব জরুরি। এই ধরনের জনশক্তি সরবরাহ করা শ্রমিক সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব। তাই ইসলামী আন্দোলনে সফল করতে হলে শ্রমিক সংগঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে।

রাজনৈতিক সচেতন: শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ রাজনৈতিক সচেতন। কারণ তাদের স্বার্থ সুবিধা-অসুবিধা সরকারের সাথে জড়িত। দেশ কোন দিকে পরিচালিত হচ্ছে বা কি ক্ষুণ্ন হচ্ছে এইসব দিকগুলি শ্রমিকেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সবসময় দেখে। তাই দেশের সরকারের উত্থান-পতনের আন্দোলনে শ্রমিকেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই রাজনৈতিক সচেতন জনগোষ্ঠী যেকোন কর্মসূচি অনায়াসে পালন করতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে রাজনৈতিক সচেতন ও কর্মপাগল বৃহৎ জনশক্তির। শ্রমিক সংগঠনই পারে এই রাজনৈতিক সচেতন ও কর্মপাগল জনশক্তি সরবরাহ করতে।

অসহায় মানুষের অধিকার আদায় ইসলামী আন্দোলন: শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ও গরিব অসহায় শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে জালেম অত্যাচারী ও শোষকের হাত থেকে রক্ষা করা ইসলামী আন্দোলনের অপরিহার্য কাজ। তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে হাকিমের সুরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে এইভাবে আহ্বান করেছেন; "তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও"।

দুর্বল লোকদের দ্বারা দ্বীন কায়েম: দুর্বল লোকদের দ্বারা যদি দ্বীন কায়েম হয় তাহলে সবাই আল্লাহর শক্তির প্রশংসা করে। আর রাজা বাদশাহদের দ্বারা দ্বীন কায়েম হলে তাদের শক্তির প্রশংসা করে। মহান আল্লাহ তার শক্তির প্রশংসা চান তার সৃষ্টির কোন শক্তির তিনি মুখাপেক্ষী নন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে হাকিমে ঘোষণা করেছেন; আমি সংকল্প করেছিলাম যাদেরকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি আনুগ্রহ করবো। তাদেরকে নেতৃত্বদান করবো। পৃথিবীতে তাদেরকে কতৃত্বদান করবো। (সুরা কাসাস: ৫-৬)। সুতরাং আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া। তাই ইসলামী আন্দোলনে সফল করতে হলে শ্রমিক সংগঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে।

শ্রমিকেরাই ইসলামী আন্দোলনের মূল জনশক্তি: মানবজাতির মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয় করার লক্ষ্যে নবীদের সাথী হিসেবে যোগ্যতা সম্পন্ন সাহসী জনশক্তি যারা বাতিলের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম সে জনশক্তি কোথায় পাওয়া যাবে তা আল কুরআন সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন; আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানি হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখন কোন বিপদ আসে বলে; আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও। (সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৬)।

উপরিউক্ত আয়াতে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, শ্রমজীবী মানুষ প্রতিনিয়ত সেইসব মোকাবেলা করে জীবনযাপন করে আসছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তাই শ্রমজীবী মানুষ ইসলামী আন্দোলনের পথে এত অগ্রসর হতে পারে। ফলে ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য শ্রমিক সংগঠন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা:

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামের সুরা তওবার ২৪ নং আয়াতে বলেছেন; "হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর-এসব যদি আল্লাহ ও তার রাসুল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।

গরিব অসহায় শ্রমজীবী মানুষ যাদের সম্পদের প্রাচুর্য নেই। বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর ঘর নেই। অর্থের অভাবে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। তারাই দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহর পথে চলতে পারে এবং তাদের জীবনকে জেহাদের পথে উৎসর্গ করা খুবই সহজ। তাই ইসলামী আন্দোলন সফল করতে এই ধরনের কর্মীর প্রয়োজন অধিক। আর শ্রমিক সংগঠনেই এই ধরনের কর্মী সরবরাহ করতে পারে।

আমাদের দেশে শতকরা ৪৫% মানুষ শ্রমিক ও শ্রমজীবী। তাই তাদেরকে উপেক্ষা করে কোন বিপ্লব বা আন্দোলন সম্ভব নয়। এমনকি ইসলামী আন্দোলনও নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সফল করতে হলে শ্রমজীবী মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাই শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে বিভক্ত করে প্রত্যেক ট্রেডে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার ও কার্যকর করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে হক আদায় করে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শ্রমিক নেতৃত্বঃ কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য

এডভোকেট আতিকুর রহমান

যে কোন আন্দোলন ও সংগঠনে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই বা নেতৃত্বের গুনাবলীই কর্মীবাহিনীর উপর আবর্তিত হয়। নেতৃত্ব হচ্ছে যে আন্দোলন ও সংগঠনের First Factor. নেতৃত্ব বলিষ্ঠ হলে আন্দোলনও বলিষ্ঠ হয়। একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সফলতা নির্ভর করে সে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পরিচালকের নেতৃত্বগুন ও ব্যবস্থাপনা যোগ্যতার ওপরে। সকল শ্রেণীপেশার আন্দোলনেই নেতৃত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে নেতৃত্বের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন- আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম যাতে আমার নির্দেশে তারা লোকদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়। (সূরা আম্বিয়াঃ ৭৩) নেতা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেন-' তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে (পরকালে) অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

নেতৃত্ব বা Leadership বলতে কি বুঝায় ?

ইংরেজি Lead শব্দ হতে Leadership শব্দটি এসেছে। যার বাংলা অর্থ- নেতৃত্ব। Lead শব্দের অর্থ- পথ দেখানো, চালিত করা, আদেশ করা, প্ররোচিত করা, নির্দেশনা দান ইত্যাদি।

- বিখ্যাত মনীষী Robert Maxwell এর মতে, নেতা হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি জানা ও নির্দেশ দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না, অন্যকে বলার পাশাপাশি নিজেও কাজ করবেন।
- নেতৃত্ব হচ্ছে অন্যকে প্রভাবিত করার একটি পদ্ধতি, যাতে এক গ্রুপ লোককে একটি পরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজ করে যেতে প্রভাব খাটানো কিংবা অনুপ্রাণিত করা হয়।
- নেতৃত্ব হলো কোন ব্যক্তির সেই গুনাবলী যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মধারা প্রভাবিত করে এবং সবার উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে।
- নেতৃত্ব হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো ব্যক্তি বা দলকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করা।
- নেতৃত্ব হলো এক ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তির সেই কাম্য গুণ বা গুণাবলী যা সমাজের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত করে।
- নেতৃত্ব এমন একটি গতিশীল কৌশল, যা অধস্তনদের বৈশিষ্ট্য ও মন-মেজাজকে সামনে রেখে তাদের এমনভাবে পরিচালিত করে, যেন সবাই আস্থার সঙ্গে স্বতঃস্ফুর্তভাবে দলীয় ও সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনে তৎপর হয়।

মোদ্দাকথা হলো-নেতা হচ্ছেন একটি গ্রুপের এমন একজন সদস্য যাকে কোন পদমর্যাদা দেওয়া হয় এবং আশা করা হয় যে সে তার পদমর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্য সম্পাদন করবেন।

নেতা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে- ইমাম। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নেতা তিনটি শব্দের ধারক বাহক। ক. খলিফা খ. ইমাম ও গ. আমির। খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। মানুষ মাত্রই আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। ইমাম হচ্ছেন-যিনি সামনে চলেন, পথ দেখান, নির্দেশ দেন, সবার আগে কমান্ড করেন, সবার আগে কমান্ড বাস্তবায়ন করেন। নামাজের ইমামতি যিনি করেন, তিনি সামনে থাকেন। শুধু সামনে অবস্থানই করেন না; বরং পেছনের লোকদের যে নির্দেশ দেন, তা নিজেই সবার আগে পালন করেন। ইমামের প্রধান দায়িত্ব হল-যে আমল আপনি করতে পারবেন না তা অন্যকে বলতে পারবেননা। আমির অর্থ- যিনি আদেশ করেন বা আদেশদাতাকে আমির বলা হয়।

নেতৃত্বের গুরুতঃ

দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক আম (সামষ্টিক) নেয়ামত আছে যা সকলের জন্য। যেমন- আলো,বাতাস,পানি, আগুন প্রভৃত্তি। কিন্তু নেতৃত্বের যোগ্যতা আল্লাহর খাস (নির্দিষ্ট) নেয়ামত। এ যোগ্যতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ ব্যক্তিদের দিয়ে থাকেন। এছাড়া ব্যক্তিকে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে নেতৃত্বের মৌলিক গুনাবলী অর্জন করতে হয়। নেতা হলেন একজন দক্ষ নাবিকের মতো। দক্ষ নাবিক ছাড়া যেমন কাঙ্খিত লক্ষ্য পৌঁছানো যায় না, তেমনি দক্ষ ও সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করাও সম্ভব হয়না । একটি কাঙ্খিত বিপ্লবের জন্য নেতৃত্বের ভূমিকা এবং অবদান অনস্বীকার্য। একটি পরিবার, সমাজ,দল ও রাষ্ট্র নিখুঁতভাবে পরিচালনা করার জন্য দরকার যোগ্য ও কাঙ্খিত মানের নেতৃত্বের। বহু জনপ্রিয় আন্দোলন নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে ভ্রান্তমতও সাময়িক বিজয় লাভ করতে পারে।

শ্রমিক নেতৃত্বের পরিচয়ঃ

যিনি শ্রমিকদের পক্ষ হয়ে তাদের অধিকার ও দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন তাকে শ্রমিক নেতা বলা হয়। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সামষ্টিকভাবে দেয়া যায়। সামষ্টিকভাবে নেতৃত প্রদান বলতে-কোন ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের ব্যানারে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে দাবি আদায়ে পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিক

পন্থায় আন্দোলন পরিচালনাকে বুঝায়। মোদ্দাকথা হলো- শ্রমিকদের নিয়ে যিনি আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেন এবং শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও দাবিদাওয়া আদায়ে গঠিত বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও ফেডারেশনে যিনি নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন তাকে শ্রমিক নেতা বলা হয়।

শ্রমিক সংগঠনে কাঙ্খিত নেতৃত্বের গুরুত্ব:

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৫ ভাগ শ্রমিক শ্রেণি। এ শ্রমিক জনগোষ্ঠী কর্মক্ষেত্রে সর্বদা নানান ধরণের নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হন। তাদেরকে বঞ্চিত করা হয় ন্যায্য মজুরি থেকে। আবার নির্ধারিত মজুরিও শ্রমিকদের যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়না। কর্মঘন্টার অতিরিক্ত কাজ করলেও তাদেরকে ওভারটাইম থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিনা নোটিশে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রমিকদের ছাটাই করে দেওয়া হয়। শ্রম আইনে শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত মজুরি প্রদান, নিয়োগ, কর্মঘন্টা,কর্মপরিবেশসহ যতসামান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান থেকেও এক শ্রেণির মালিকরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করে থাকেন। শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তিবর্গের ভূমিকাও এক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিলক্ষিত নয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদেরও তাদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার- নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হয়। যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন নেতৃত্বের অভাব এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দের শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে কাঙ্খিত ভূমিকা না রাখার ফলে অধিকাংশ শ্রমিক আন্দোলনের সুফল শ্রমিকরা পাচ্ছে না। আবার একশ্রেণির অসৎ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের আন্দোলনের মাঠে নামিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা অর্জনে নিয়োজিত থাকেন। যার কারণে বিভিন্ন সময় গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলন শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং ভাগ্যন্নোয়নে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে অধিকার বঞ্চিত শ্রমিক জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে শ্রমিক আন্দোলনে সৎ,দক্ষ এবং কাঙ্খিত মানের নেতৃত্বের বিকল্প নেই।

নেতৃত্বের অপরিহার্য দু'টি গুন:

যে কোন আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃত্বের মাঝে অপরিহার্যভাবে দুটি গুন থাকা জরুরী। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

১. নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় গুন হলো তিনি তার আন্দোলন ও সংগঠনের জনশক্তি বা কর্মী বাহিনীকে অভিন্ন চিন্তার আলোকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন তথা কর্মী বাহিনীর মাঝে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি করবেন। কেননা নেতা ও কর্মীবাহিনীর মধ্যে চিন্তার ঐক্য না থাকলে আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়না।

২.নেতৃত্বের দ্বিতীয় অপরিহার্য গুন হচ্ছে তিনি তার কর্মী বাহিনীকে আন্দোলন ও সংগঠনের সফলতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করতে সক্ষম হবেন। বিশেষ করে আন্দোলনকে সফল করার প্রক্রিয়া ও মানদন্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং পরিস্কার ধারণা প্রদান করা।

শ্রমিক নেতৃত্বের কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য:

"শ্রমিক নেতৃত্ব: কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য" শিরোনামে লেখাটিতে নেতৃত্বের কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের মৌলিক তিনটি দিককে নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

১. নেতৃত্বের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য
২. নেতৃত্বের আদর্শিক বৈশিষ্ট্য ও
৩. নেতৃত্বের বর্জনীয় দিক।

শ্রমিক নেতৃত্বের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য

১. শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন:

যে কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সে আন্দোলন সংক্রান্ত একজন নেতার সাংগঠনিক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা আবশ্যক। কোন ব্যক্তি যে কাজের দায়িত্ব পাবেন বা যে কাজের জন্য মনোনিত হবেন তাকে শুরুতে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন করা জরুরী। জ্ঞানার্জনের ফরযিয়াত বা অত্যাবশ্যকীয়তার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক নেতৃবৃন্দের বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা জরুরী। এ ছাড়া আদর্শিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে আদর্শিক প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

২. ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও পরিচালনায় দক্ষতা:

শ্রমিক নেতৃত্বকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। কেননা শ্রমিক ময়দানের নেতৃত্বের মূল কাজই হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও আইনের নির্দেশনা মোতাবেক ইউনিয়ন সমূহকে পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে শ্রম আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৭৫-২০৮ পর্যন্ত ধারা সমূহ শ্রমিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের জানা আবশ্যক। এ ধারাসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়া, রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নিয়মকানুন, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার শর্ত, ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা, মালিক-শ্রমিকদের অসৎ শ্রম আচরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা, অংশগ্রহণ কমিটি (পিসি কমিটি), সিবিএ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা একজন শ্রমিক নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩. শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান ও ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন:

শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ভূমিকা পালন করা একজন শ্রমিক নেতার অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে তিনি শ্রমিকদের সংগঠিত করে দাবি আদায়ে শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, মানববন্ধন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ ও স্মারকলিপি পেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শ্রমিকদের বিপদে-আপদে পাশে থাকা এবং তাদের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে রক্ষায় নেতৃত্বকে সামনে থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪. শ্রমিকদের আস্থার প্রতীক হওয়া:

কাঙ্খিত মানের শ্রমিক নেতৃত্ব হবেন তার আওতাধীন শ্রমিক জনগোষ্ঠির আস্থার প্রতীক। শ্রমিকরা নেতৃত্বের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করবে যে, তাদের বিপদে-আপদে তিনি পাশে থাকবেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করবেন। শ্রমিকদের আস্থার প্রতীক হওয়া একজন শ্রমিক নেতার অনেক বড় অর্জন।

৫. সহজে শ্রমিকদের মন জয় করার যোগ্যতা:

একজন শ্রমিক নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে তিনি তার কর্ম ও ভূমিকার মাধ্যমে সাধারণ শ্রমিকদের মন জয় করতে সক্ষম হবেন এবং তাদের মনের মনিকোঠায় নিজের অবস্থান করে নিবেন। এ অবস্থায় শ্রমিকরা নেতার নির্দেশে যে কোন ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে।

৬. একনিষ্ঠ সেবক নেতৃত্ব:

একজন কাঙ্খিত মানের নেতা হবেন একজন একনিষ্ঠ সেবক। ইসলাম এ ধারণাকে উদ্বুদ্ধ করে। নেতৃত্বের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি হলো- নেতা হবেন জনগনের সেবক। একজন শ্রমিক নেতার অন্যতম

দায়িত্ব হলো শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করা তথা শ্রমজীবী মানুষদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখা। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অংশীদার হওয়া।

৭. শ্রমিকদের কাতারে মিশে যাওয়া:

সাধারণ শ্রমিকদের সাথে এক কাতারে মিশে যেতে না পারলে সত্যিকার শ্রমিক নেতা হওয়া যায়না। নেতার পারিবারিক,সামাজিক, আর্থিক অবস্থান বা শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই থাকুক না কেনো, শ্রমিক ময়দানে আদর্শকে বিজয়ী করতে হলে স্বস্ব অবস্থান ভুলে শ্রমিকদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে হবে। এ ধরণের নেতৃত্বই শ্রমিক ময়দানে কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

৮. ঐক্য সাধনের যোগ্যতা:

ঐক্য সাধনের যোগ্যতা থাকা একজন শ্রমিক নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রমিকরা নানা সময়ে নানান মত ও পথে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় নেতাকে কৌশলী ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সকলকে ঐক্যমতে পৌঁছানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯. দরকষাকষির যোগ্যতা:

শ্রমিক সংগঠন সমূহের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ভূমিকা পালন করা । শ্রমিক-মালিক বিরোধ দূরিকরণে বেশিরভাগ সময় দ্বি-পক্ষীয় (মালিক ও শ্রমিক) বা ত্রি-পক্ষীয় (মালিক,শ্রমিক, সরকার) বৈঠকে বসতে হয়। এ জাতীয় বৈঠকে শ্রমকিদের পক্ষ থেকে শ্রমিক নেতারা অংশগ্রহণ করে থাকেন। দরকষাকষিতে অভিজ্ঞ শ্রমিক নেতারা এ পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের দাবি আদায়ে তাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

১০. উদ্ভূত সমস্যার যৌক্তিক সমাধানের যোগ্যতা:

একজন ফলপ্রসু শ্রমিক নেতাকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে কোনো সমস্যায় নেতাকেই যৌক্তিক সমাধানকারী হিসাবে বিবেচিত হতে হবে। যে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য এবং দক্ষতার সাথে সমস্যার সমাধান করাই আদর্শ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

১১. কর্মে পাগল হওয়া:

শ্রমিক ময়দানে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রত্যেক নেতা হবেন কর্মে পাগল, গতিশীল ও স্বচালিত। দায়িত্ব পালনে নেতৃত্বকে সর্বাদিক তৎপর থাকতে হবে। তাকে প্রতিটি ঘন্টা,মিনিট এবং ক্ষনকে কর্মময় করে তুলতে হবে। কাজের মধ্যেই আনন্দ পাওয়ার অনুভূতি তৈরি করতে হবে। তিনি শারিরীকভাবে ক্লান্ত হলেও মনের দিক থেকে কখনও ক্লান্ত হবেন না।

১২. বটবৃক্ষের ন্যায় ভূমিকা পালন:

বটবৃক্ষ যেমন তার ঘন এবং আরামদায়ক ছায়ার দ্বারা মানুষ ও পশু পাখীকে আশ্রয়ের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করে, অনুরুপভাবে শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে তার কর্মীবাহীনীসহ নির্যাতিত ও নিপীড়িত সকল শ্রমিকদের শান্তনার উৎস হতে হবে। শ্রমিকদের জন্য তার মধ্যে মহব্বতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তিনি সকলকে বটবৃক্ষের মতো ভালোবাসার ছায়ায় আগলে রাখবেন। শত জুলুম,কষ্ট ও দুঃখের পর যাতে একজন কর্মী ও সাধারণ শ্রমিক তার নেতার কাছে আসলে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে, নেতাকে সে ধরণের বৈশিষ্ট্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৩. নেতৃত তৈরিতে ভূমিকা:

নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা যে কোন গতিশীল সংগঠনের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে শ্রমিক ময়দানের কাজ অন্যান্য সংগঠনের চেয়ে ভিন্ন ধরণের হওয়ার কারণে এখানে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অভিজ্ঞতা খুবই জরুরী বিষয়। একজন শ্রমিক নেতাকে অবশ্যই তার পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরিতে পরিকল্পিত ভূমিকা পালন করতে হবে। সকল কাজ নিজে না করে অধীনস্তদের দায়িত্ব দিলে নেতৃত্ব সৃষ্টি সহজ হয়।

১৪. লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা:

একজন দক্ষ নেতাকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে অধীনস্তদের তা সম্যকভাবে অবহিত করতে হবে। সেই সাথে লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুসারীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। একজন নেতার লক্ষ্য স্থির করার দক্ষতা, লক্ষ্য অর্জনে অনুসারীদের প্রভাবিত ও উৎসাহিত করার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠনের সফলতা।

১৫. আকাশসম স্বপ্নদ্রষ্টা:

কাঙ্খিত মানের শ্রমিক নেতৃত্বকে আকাশসম স্বপ্নদ্রষ্টা হতে হবে। তিনি আন্দোলন- সংগঠনের অগ্রগতি এবং আন্দোলনকে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করণে তার অন্তরে স্বপ্নের বীজ বোপন করবেন এবং আন্দোলনের সাফল্য আনয়নে আকাশসম স্বপ্ন লালনের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন।

১৬. পরিবর্তনের কারিগর:

একজন শ্রমিক নেতাকে পরিবর্তনের কারিগর হওয়ার জায়গায় নিজেকে উন্নিত করার চেষ্টা করতে হবে। গতানুগতিক নেতৃত্ব থেকে বেরিয়ে সংগঠনকে একটি মর্যাদাজনক পর্যায়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতাকে উজাড় করে দিয়ে ভূমিকা পালন করা একজন কাঙ্খিত মানের নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৭. সুদুরপ্রসারী চিন্তাশীল:

সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে সুদুর প্রসারী চিন্তা করা একজন কাঙ্খিত মানের নেতা বা পরিচালকের অন্যতম দায়িত্ব। সুদুরপ্রসারী চিন্তার লালন করতে না পারলে নেতৃত্বের জায়গায় সফল হওয়া যায়না।

১৮. অধীনস্তদের সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা:

অধস্তনদের ব্যাপারে পূর্ণ ধারণা একজন নেতার সঠিকভাবে সংগঠন পরিচালনায় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। অধস্তনরা নেতাকে সর্বদা তাদের পথ প্রদর্শক ও শুভাকাঙ্খী হিসেবে পেতে চায়। তাই অধস্তনদের মান, দক্ষতা, চাওয়া- পাওয়া,আশা-আকাঙ্খা,শক্তি-সামর্থ্য,আনুগত্যের মাত্রা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা একজন কাঙ্খিত মানের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। নেতা যদি অনুসারীদের মন-মানসিকতা, ধ্যানধারণা বিবেচনায় এনে সংগঠন পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে ওই নেতৃত্ব কখনই কার্যকর হতে পারেনা। নেতাকে মনে রাখতে হবে তার অধস্তন বা কর্মীগন যন্ত্র নয়; মানুষ। ব্যক্তিগত,পারিবারিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে তাদের অনেক সমস্যা থাকতে পারে। এই নানাবিধ সমস্যার কারণে সাংগঠনিক দায়িত্বপালনে মনোযোগ কম থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে নেতাকে অবশ্যই তাদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দিতে হবে।

১৯. অধস্তনের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ:

কাঙ্খিত নেতৃত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সবসময়ই অধস্তন সংগঠন ও জনশক্তির সাথে কার্যকর সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলা। নেতার সাথে অধস্তন কর্মীদের যদি যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকে সেক্ষেত্রে কার্যকর নেতৃত্ব প্রদান করা যায় না।

২০. অধস্তনদের স্বতঃস্ফুর্ত আনুগত্য:

যে কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অধস্তনদের

আনুগত্য না থাকলে নেতৃত্ব কখনই সফলকাম হতে পারে না। এরূপ আনুগত্য স্বেচ্ছামূলক হোক বা বাধ্যতামূলক হোক। নেতৃত্বের পক্ষে অধস্তনদের আনুগত্য লাভ সংগঠন বা আন্দোলনের লক্ষ্যর্জনে অপরিহার্য শর্ত।

২১. অধস্তনদের মুল্যায়ন:

প্রকৃত নেতার অন্যতম গুন হচ্ছে তিনি তার অধস্তনদের মুল্যায়ন করবেন এবং তাদের অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শুনবেন। এ অবস্থায় নেতৃত্বের প্রতি অধস্তনদের আন্তরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

২২. অধস্তনদের প্রতি উদারতা ও ক্ষমাশীলতা:

একজন নেতাকে মনে রাখতে হবে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে তার অধস্তনরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, তবে যোগ্যতা অনুসারে তাদের কাজের তারতম্য হবেই। যোগ্য নেতৃত্বের কাজ হবে সেই সব ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে অধস্তনদের সচেতন করা এবং কাজের মান উন্নত করার জন্য তদারকির ব্যবস্থা করা। অনাকাঙ্খিত ভুলভ্রান্তিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা।

২৩. কর্মীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দানের সক্ষমতা:

নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হল অন্যকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা। নেতার কাজ হলো অধস্তনদের চিন্তা, চেষ্টা ও ভূমিকাকে পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্যপানে পৌঁছানোর জন্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজ করে যেতে উৎসাহ সৃষ্টি ও অনুপ্রাণিত করা। পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন, নেতার কাছে কর্মীরা ইতিবাচক বক্তব্য আশা করে। নেতা কখনোই হতাশ হবেন না বা আশা হারাবেন না ।

২৪. নেতৃত্ব প্রদানে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা:

একজন নেতাকে অবশ্যই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হতে হবে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে অনুসারী কর্মীদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের মানসিকতা নেতৃত্বের মধ্যে থাকতে হবে। নেতার মধ্যে যদি কর্মীদের কাজের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের মানসিকতা না থাকে, তার পক্ষে কখনই অধস্তনদের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন সম্ভব হয় না এবং অধস্তনরা তার প্রতি কখনোই শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না ।

২৫. শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা:

শৃঙ্খলা যে কোনো আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। কর্মী এবং অধীনস্তদের মাঝে শৃঙ্খলা বিধান নেতৃত্বের অন্যতম উপাদান। অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপারে একজন নেতাকে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে কর্মীরা হতাশায় ভোগে, ফলে সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়। নেতাকে মনে রাখতে হবে যে দল বা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে, সেখানে নেতৃত্ব ব্যবস্থা সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে না ।

২৬. সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতা:

সমালোচনার মুখোমুখি হওয়া যে কোনো পর্যায়ের নেতার জন্যই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য সমালোচনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা একজন কাঙ্খিত মানের নেতার জন্য আবশ্যক। নেতাকে মনে রাখতে হবে মূলত সমালোচনার মাধ্যমে নেতা তার কাজের ফিডব্যাক পেয়ে থাকেন; কাজের ভুলত্রুটি বুঝতে পারেন। তাই সমালোচনার দরজা সবসময়ই খোলা রাখা উচিৎ।

২৭. পরিবেশের সাথে সংগতি বিধানের দক্ষতা:

কাঙ্খিত নেতৃত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সবসময়ই পরিবেশের সাথে সংগতি বিধান করে চলা। যে নেতা যত বেশি পরিবেশ বুঝে অধস্তনদের আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করবেন, তার পক্ষে তত বেশি সফলতা লাভ করা সম্ভব।

২৮. সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষতা:

সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রনয়ণে নেতাকে দক্ষ হতে হবে। কেননা পরিকল্পনা হচ্ছে একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত পালনীয় কর্মপন্থার মানসিক প্রতিচ্ছবি। পরিকল্পনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। যদি কেউ সঠিক মানে পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয়,তাহলে সে যেন ব্যর্থ হওয়ারই পরিকল্পনা করল।

২৯. দাওয়াত সম্প্রসারণে দক্ষতা:

সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং ব্যাপক প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করা হবে একজন শ্রমিক নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । শ্রমিক জনগোষ্ঠীর নিকট ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা এবং শ্রমিকদের নিকট সংগঠনকে ব্যাপক পরিচিতি করার জন্য একজন শ্রমিক নেতাকে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩০. সংগঠন সম্প্রসারণে দক্ষতা:

শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একজন নেতাকে পরিকল্পিতভাবে সংগঠনকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সকল পেশা/ট্রেডে সংগঠন সম্প্রসারণ, সকল পেশার শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা ও শ্রমিকদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টির জন্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া।

৩১. সংগঠন মজবুতি করণে দক্ষতা:

সংগঠনকে মজবুত করণে একজন নেতা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। সকল স্তরের সংগঠনের মজবুতি অর্জনে তিনি সর্বদা কর্মতৎপর থাকবেন।

৩২. পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা:

একজন গতিশীল নেতাকে পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়। নেতা যদি অলস হন, কাজ না করেন, যে কোন পরিস্থিতিতে অল্পতেই ভেঙে পড়েন, বিচলিত হয়ে যান,তবে তার পক্ষে জনশক্তিদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়না। নেতৃত্বের দুর্বলতা অধস্তনদের মাঝে দ্রুত প্রতিপ্রলিত হয়।

৩৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা:

সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর আন্দোলন-সংগঠনের সাফল্য ও অগ্রগতি নির্ভর করে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা অত্যদিক যৌক্তিক। নেতা বা নির্বাহী যদি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হন, তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সুযোগ থাকলেও ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় না। ফলে অধস্তন জনশক্তির কাছে নেতৃত্বের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব হয় না।

চলবে...

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

মাহে রমাদানের প্রস্তুতি ও রোজাদারের কর্মব্যস্ত দিন

মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ুম

আল্লাহ তায়ালার জন্য লাখো কোটি সিজদা নিবেদন করছি। গতিময় এ পৃথিবীর তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁরই অপার কুদরাতে চান্দ্র মাসের আবর্তে আমরা প্রতি বছর পেয়ে চলছি রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস মাহে রমাদান। কল্যাণের পথযাত্রী প্রতিটি মুমিন আকাশের ইলাহের পানে দু'আ করতে থাকবে যেনো আগত রমাদানেও প্রতিটি মুহুর্ত সে আপন মাবুদের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত থাকতে পারে। কর্মমুখর রমাদান পার করতে চাই কাঙ্খিত প্রস্তুতি। কল্যাণে ভরপুর মাসকে স্বাগত জানাতে আমাদের প্রস্তুতির উপর নির্ভর করছে আমরা কতটা কর্মময় করে তুলতে পারবো কুরআন নাযিলের মাসকে। সে প্রস্তুতি নিয়েই কিছু কথা।

কী সেই রমাদান

আল্লাহ বলেন, "রমাদান সেই মাস, যে মাসে আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (বাকারা ১৮৫)। কল্যাণের পথে অগ্রগামীকে আরো অগ্রসর করার মাস রমাদান। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে কুরআন কারীমের বিধানের বাঞ্চিত অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টির পরিসরে তাকওয়ার যথার্থ অনুশীলনের মাস মাহে রমাদান। শয়তানদের পথচলাকে সঙ্কুচিত করে ঈমানদারের জিন্দেগীকে আনুগত্যের পথে আরো অগ্রসর করে দেয়ার জন্যই মহিমান্বিত এ মাস। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "রমাদানের প্রথম রাত যখন ঘনীভূত হয় শয়তান ও দুষ্টু জিনগুলোকে আটক করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়; একটাও খোলা হয় না, জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়; একটাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষক ডাকতে থাকেন, হে কল্যাণকামী! তুমি অগ্রসর হও, আর হে বিপথগামী! তুমি থেমে যাও, এমনিভাবে প্রতি রাত সে আহবান চলতে থাকে।" (তিরমিযী ৬৭২)

তাকওয়া অর্জন করাই আসল লক্ষ্য:

মাহে রমাদানের আগমন আমাদের জীবনে তাকওয়ার রং লেপ্টে দেওয়ার জন্য। আর তাকওয়া! সেতো বাস্তব জীবনে আল্লাহ তায়ালার সকল আদেশ বাস্তবায়ন আর সকল নিষেধ বর্জনের নাম। চতুর্থ খলিফা আলী (রা:) বলেন, 'আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে নাযিলকৃত

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "রমাদানের প্রথম রাত যখন ঘনীভূত হয় শয়তান ও দুষ্টু জিনগুলোকে আটক করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়; একটাও খোলা হয় না, জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়; একটাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষক ডাকতে থাকেন, হে কল্যাণকামী! তুমি অগ্রসর হও, আর হে বিপথগামী! তুমি থেমে যাও, এমনিভাবে প্রতি রাত সে আহবান চলতে থাকে।" (তিরমিযী ৬৭২)

বিধান আল-কুরআন অনুযায়ী আমল করে পরকালীন পাথেয় যোগাড় করার নাম তাকওয়া।' আল্লাহর ভয়ে সদা কম্পমান সে জীবন গঠন করার জন্য যে নিবিড় ও নিখুঁত কর্মসূচী প্রয়োজন, রমাদান বিশেষ সে কুদরাতি কর্মসূচীর নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা-ই ইরশাদ করেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর সিয়াম সাধনা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবে।' (বাকারা ১৮৩)

কীভাবে প্রস্তুতি নিবেন তাকওয়া অর্জনের:

এক. অব্যাহত দু'আ করুন: দু'আ ইমানদারের হাতিয়ার। নেক আমলের এ মহান মওসুম যেনো আবারো আমরা পেয়ে যাই সে জন্য রমাদানের মালিকের নিকট অব্যাহত দু'আ করা জরুরি। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন রজব থেকেই: 'হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসকে আমাদের জন্য রবকতময় করুন এবং রমাদান পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দিন।'

দুই. ক্বলবকে প্রস্তুত করুন: মেহমানের আগমনে যেমন ঘর সাজানোর আগে ঘরকে প্রস্তুত করতে হয়, তেমনি জীবনকে নেক আমলে সমৃদ্ধ করার জন্য ক্বলবকে পরিষ্কার করা আবশ্যক। ক্বলব গোশতের এমন একটি পিণ্ড যার সুস্থতার উপর সকল অঙ্গের নেক তৎপরতা নির্ভর করে। অন্তরের পরিচ্ছনতার গুরুত্ব টের পাই আমারা নবীজীর কথায়। হাদীসের বর্ণনা: রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে সেরা মানুষ? নবিজী জবাবে বললেন: প্রত্যেক স্বচ্ছ ক্বলব ও সত্যবাদী জবান। সাহাবীরা বললেন: সত্যবাদী জবান তো আমরা চিনি, কিন্তু স্বাচ্ছা ক্বালব কী? আল্লাহর রাসুল বললেন: স্বচ্ছ ক্বলব হলো সেটি, যাতে গুনাহ নেই, নেই পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ। (ইবনু মাজাহ: ৩৪১৬)

তিন. নেক কাজের নিয়ত করতে থাকুন : হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন "যখন আমার বান্দা একটি ভালো কাজ করার চিন্তা করে আমি তার জন্য এর বিনিময়ে একটি পূণ্য লিখি।"(মুসলিম, আবু হুরায়রা) তাই আমাদের উচিত ইখলাসের সাথে যথাসম্ভব ভালো ভালো কাজের নিয়তে মনকে ভরপুর করা। আমাদের বাঞ্চিত নিয়তগুলো যেমন হতে পারে-

১. সম্পূর্ণ কুরআন বুঝে পড়ার নিয়ত করা
২. খাঁটি তাওবাহর ইরাদা করা
৩. নেক আমল দিয়ে জীবনকে সাজানোর ইচ্ছা করা
৩. আচার-আচরণকে সুন্দর করার নিয়ত করা
৪. দ্বীন প্রচারের নিয়ত করা ইত্যাদি

চার. তাকওয়ার অনুশীলনে দেরি নয়: কাঙ্খিত নেক নিয়ত বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ নয়; সূচনা আজই করতে হবে এবং তা সামর্থের আলোকে। কবীরা গুনাহগুলো ছেড়ে দেয়ার জন্য রমাদান মাস আগমনের অপেক্ষা নয়। 'রমাদান আসলে ঠিক হবো' এ চিন্তা দুর্বল। দুর্বল নিয়তের বহিঃপ্রকাশ। এতে সমাগত মর্যাদাবান মেহমানকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনার মানসিকতা প্রকাশ পায় না। নিশ্চিত মৃত্যুর আগমনের সময়টি অনিশ্চিত। তাই সম্ভাব্য নেক নিয়ত বাস্তবায়নে দেরি নয়।

পাঁচ. প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করুন: বিশুদ্ধ আমলের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান জরুরি। তাই কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য অন্যান্য সূত্র থেকে এ মহিমান্বিত মাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। যেমন **১.** সূরা বাকারার **১৮৩-১৮৭** আয়াত পর্যন্ত অর্থসহ পড়া। ২. 'রিয়াদুস সালেহীন' হাদিস গ্রন্থের 'সাওম' অধ্যায়ের হাদীসগুলো পড়া। ৩. রমাদানের শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকাদি যেমন: লাতাইফুল মাআরিফ- ইবনুল কাইয়েম, ধুলিমলিন উপহার: রমাদান-আহমাদ মূসা জিবরীল ইত্যাদি।

ছয়. সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন: আমাদের কাজের সময়গুলোকে হত্যা করছে অনেক অগুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বস্তু। তা এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে। তাই জ্ঞানার্জনে মোবাইল-ইন্টারনেটের উপর অধিক নির্ভরশীল না হওয়া জরুরি।

সাত. পেছনের দায় মিটানো জরুরি: রমাদান আসার আগেই যাদের সুনির্দিষ্ট নামাজ কাযা আছে তা আগেই সম্পাদন করো নেয়া দরকার। আর সাওমের মাসকে স্বাগত জানানোর আগেই পেছনের কাযা-কাফফারাগুলো শেষ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

আট. আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো জোড়া লাগান: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী তো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী। তবে আর কোন আমল দিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা যাবে? কতজনই তো এমন আছেন যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক কেটে নেক কাজের প্রতিযোগিতা করছেন! তাই বিচ্ছিন্ন সম্পর্কগুলো আজই জোড়া লাগিয়ে নিতে হবে।

নয়. বিশেষ খরচের বাজেট তৈরি করুন:

এ খরচ একান্ত আপনার জন্য। তবে পাকস্থলী ভরার জন্যে নয়; নেকীর পাহাড় বড় করার জন্যে। তাই আপনার নিয়মিত উপার্জনের একটি অংশ নির্দিষ্ট করুন যা আপনি নিম্নোক্ত কাজে খরচ করতে পারেন-

১. সাধারণ দান-খয়রাত।
২. রমাদান, কুরআন সংক্রান্ত লেখনি বিলি করে ইলম বিতরণের কাজ। যার সাওয়াব কিয়ামত অবদি লিখা হতে থাকবে।
৩. ইফতার করানো।
৪. ইফতার প্যাকেট। ইফতার সামগ্রী দিয়ে দরিদ্রদের জন্য প্যাকেট সাজিয়ে বিতরণ করা ইত্যাদি।

দশ. উমরা করার প্রস্তুতি নিন: আবশ্যক সব নেক কাজ সামলে সামর্থ থাকলে রমাদানে উমরাহ আদায়ের প্রস্তুতি নিতে পারেন। এটা আমলের ফ্যাশন শো নয়; বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা। রাসুল (স.) এক আনসার মহিলাকে বললেন, রমাদান আসলে সে মাসে উমরা করো। কেননা রমাদানে উমরাহ হজের সমতুল্য।

এগারো. বিকল্প হজ ও উমরাহ'র অভ্যাস করুন: উমরার করার অর্থনৈতিক সামর্থ নেই? তবে প্রতিদিনই উমরাহ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ফজর আদায় করলো, অত:পর সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকির করলো, তারপর দু'রাকাআত সালাত আদায় করলো সে যেনো একটি হজ ও উমরাহ আদায় করলো। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল স. বললেন, পরিপূর্ণ হজ ও উমরাহ, পরিপূর্ণ হজ ও উমরাহ। সুবহানাল্লাহ! তবে কেনো সাহরী খেয়েই ঘুমানোকে জরুরি মনে করবো?!

বারো. পরিবার-পরিজনকে সাথে নিন:

আসন্ন রমাদানে আপনার স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে আপনার পরিকল্পনা শেয়ার করুন। তারা কী কী করতে চায় এ বরকতপূর্ণ মাসে তা জানুন। বিশেষ করে কিশোর তরুণদের

একটি সুন্দর পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করুন। এটাই আল্লাহ তায়ালার সেই নির্দেশের বাস্তবায়ন "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (তাহরীম-৬)"

তেরো. শেষ রাতে জাগতে অভ্যস্ত হউন: রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ মেনে সালাতুল ইশার পর তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস করা জরুরি। আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে শুধু রমাদানে তা কঠিন হতে পারে। হতে পারে শুধু সাহরীর ভূরিভোজ। অন্যসব বরকতময় আমল বাদ পড়ে যেতে পারে।

চৌদ্দ. রমাদানী নয়, রব্বানী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিন: এমন অনেক আছেন যারা শুধু রমাদানেই কিছু আমল করার সিদ্ধান্ত নেন। এটা দুর্বল চিন্তা। আমরা রমাদানের পূজা করবো না, আমরা তো রমাদানের রবের ইবাদত করবো। তাই রমাদানে কিছু ভালো আমল করে মাসটি পার হলেই আবার নাফরমানীর পথে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতান্তই দুর্বল চিন্তা; যথার্থ ঈমানের পরিচায়ক নয়।

পনেরো. রমাদানের ফলাফল নিয়ে ভাবতে থাকুন :
রমাদান মাসের ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আপনি কী অর্জন করবেন তা বারবার ভাবতে থাকুন। যেমন : আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ক্ষমা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি, লাইলাতুল ক্বদর, ফিরিশতাদের ক্ষমাপ্রার্থনা, বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া সাওয়াব ইত্যাদি। এসব বড় বড় প্রাপ্তির চিন্তা আপনাকে নেক আমল করার জন্য অনেক বেশি সতেজ করে তুলবে। করবে বরকতময় ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ।

একজন রোজাদারের ব্যস্তময় দিন

ফজরের আগে:

১. সালাতুত তাহাজ্জুদ: আল্লাহ বলেন, 'সে লোক যে রাতের প্রহরগুলিতে বিনত চিত্তে সিজদাবনত হয় ও দাঁড়িয়ে থাকে, ভয় করে আখিরাতকে এবং তার প্রভুর রহমত কামনা করে।' (যুমার-৯)

২. সাহরী গ্রহণ: রাসুল (স.) বলেন, 'তোমরা সাহরী গ্রহণ কর। কেননা তাতে বরকত রয়েছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৩. ইস্তিগফার: আল্লাহ বলেন, 'তারা সাহরীর মুহূর্তগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।' (যারিয়াত-১৮

সুবহি সাদিকের পর:

১. ফজর সালাতের সুন্নাত আদায়। নবীজি বলেন, 'ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাত দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছু থেকে উত্তম।' (মুসলিম)

২. ফজরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমন। রাসুল (স.) বলেন: "তারা যদি ইশা ও ফজরের ফজিলত সম্পর্কে জানতো তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩. সালাতের ইকামত পর্যন্ত যিকর ও দু'আতে ব্যস্ত থাকা। রাসুল (স.) বলেন, "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী দু'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।" (আহমাদ, তিরমিযী)।

৪. সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থেকে মসজিদে বসে থাকা।

৫. সূর্যোদয়ের পর দু'রাকাআত নামাজ পড়া। রাসুল (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি ফজর জামায়াতে আদায় করে বসে থাকবে, সূর্যোদয়ের পর দু'রাকাআত নামাজ পড়বে তার জন্য একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লেখা হবে।" (তিরমিযী)

৬. প্রয়োজনে ঘুম বা বিশ্রাম নেওয়া। কেননা মু'আয (রা.) বলেন, 'আমি আমার কিয়ামে যেমন সওয়াব আশা করি তেমনি আমার ঘুমেও।'

৭. হালাল উপার্জন বা পড়ালেখামুখী ব্যস্ততা।

৮. সারাদিন আল্লাহ তায়ালার যিকির করা।

৯. সদাকার জন্য নির্ধারিত অংশ দান করার সাথে সাথে ফিরিশতার এ দু'আ অনুভব করা- "আল্লাহ! আপনি দানকারীকে দান করুন।"

জোহর:

১. জোহরের সালাত মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা।

২. রাতের ইবাদতে শক্তি জোগানোর নিয়তে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেয়া।

আসর:

১. সালাতুল আসর জামায়াতের সাথে আদায়। তৎপূর্বে চার রাকায়াত সুন্নাত আদায় করা। রাসুল স. বলেছেন, 'যে আসরের পূর্বে চার রাকাআত পড়লো আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহম করবেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

২. মসজিদে নসীহাত শুনা। কারণ মসজিদে গমন করে শিক্ষার্থী বা শিক্ষক হতে পারলে পূর্ণ হজ্জের সওয়াব। (তাবরানী)

মাগরিব:

১. সূর্যাস্তের পূর্বে দু'আ করা। কেননা ইফতারের পূর্বে রোজাদারের দু'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয়না। (তিরমিযী)।

২. ইফতার গ্রহণ।

৩. জামায়াতের সাথে সালাতুল মাগরিব আদায়।

৪. মসজিদে বসে সান্ধ্যকালীন যিকির আদায় করা।

৫.পরিবারের সাথে দ্বীনি মজলিস।

৬. সালাতুল ইশা ও তারাবীহ এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

ইশা:

১. ইশার সালাত মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায়।

২. ইমামের সাথে পূর্ণাঙ্গ তারাবীহ আদায় করা। রাসুল সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি রমাদানে ঈমান ও ইহতিসাবসহ সালাতে দাঁড়াবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।'

৩. শেষ রজনীতে সালাতুল বিতর আদায় করা। এটাই আল্লাহর রাসুলের সুন্নাত।

এ ছাড়া আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ, রমাদানে বিভিন্ন ইসলামী আয়োজন, ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, পারিবারিক ইসলামী আসর ইত্যকার দ্বীনি আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আগত রমাদান মাসকে উদযাপনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দান করুন এবং তাঁর নেক বান্দাহদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করুন। আমীন।

লেখক: শিক্ষক, খতীব, আলোচক ও গবেষক

প্রশ্নোত্তরে ট্রেড ইউনিয়ন

এডভোকেট আলমগীর হোসেন

১. প্রশ্ন: ট্রেড ইউনিয়ন কাকে বলে? কত প্রকার?

উত্তর: ট্রেড ইউনিয়ন বলতে, শ্রম আইন মোতাবেক গঠিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত মালিক বা শ্রমিকদের কোন সমিতি বা সংঘ যেটি গঠিত হয়েছে মূলত মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বা শুধু মালিকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে বা যে কোনো ব্যবসা অথবা বাণিজ্য পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রক শর্ত তৈরি বা আরোপ করার জন্য কোন সংগঠন। সহজ ভাষায় শ্রমিক-মালিক, শ্রমিক-শ্রমিক, মালিক-মালিক এর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত যে সংগঠন, তা হল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। শ্রম আইনের ধারা ২ (১৫) ট্রেড ইউনিয়ন অর্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন গঠিত ও রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিকগণের বা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন এবং কোন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

দেশে ৪ ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। যথা-

১. বেসিক ইউনিয়ন। বেসিক ইউনিয়ন ২ ধরনের। ১. প্রাতিষ্ঠানিক ২. অপ্রাতিষ্ঠানিক/প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ।

২. পেশাভিত্তিক ফেডারেশন/ক্রাফট ফেডারেশন। একই প্রকারের শিল্পে বা পেশায় কমপক্ষে ৫টি বেসিক ইউনিয়ন মিলে পেশাভিত্তিক ফেডারেশন গঠিত হয়।

৩. জাতীয় ফেডারেশন। বিভিন্ন পেশার ২০ বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে জাতীয় ফেডারেশন বলা হয়।

৪. কনফেডারেশন। ১০টি জাতীয় ফেডারেশনের সমন্বয়ে কনফেডারেশন গঠিত হয়।

২. প্রশ্ন: মালিকপক্ষ কি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারে?

উত্তর: শ্রমিকদের ন্যায় মালিকগণও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে। শ্রম আইনের ১৭৬ (খ) ধারায় বলা হয়েছে, মালিক ও মালিকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে কোন পার্থক্য ছাড়াই সকল মালিককে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সাপেক্ষে তাদের নিজস্ব পছন্দের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার থাকবে।

৩. প্রশ্ন: ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে কতভাগ শ্রমিকের ডি-ফরম পূরণ করতে হয়?

উত্তর: ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে মহানগরীর অঞ্চল, থানা, উপজেলা ও জেলায় মোট শ্রমিকের ৩০ শতাংশের ডি-ফরম পূরণ করতে হয়। তবে ২০১৮ সালের শ্রম আইন সংশোধন করে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ ডি-ফরম পূরণ করার বিধান করা হয়েছে ।

৪. প্রশ্ন: কোন প্রতিষ্ঠানের ২০ ভাগ শ্রমিক মহিলা থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিতে কত শতাংশ মহিলা শ্রমিক থাকবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৭৬ (ঙ) ধারায় বলা হয়েছে, যে প্রতিষ্ঠানের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হবে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রম শক্তি বা সদস্যের শতকরা ২০ ভাগ মহিলা থাকলে সেক্ষেত্রে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১০ শতাংশ মহিলা থাকবে।

৫। প্রশ্ন: ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোথায় কাগজপত্র জমা দিতে হয় এবং প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে কতটি ইউনিয়ন করা যায়?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৭৮ (১) বলা হয়েছে কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করার জন্য দরখাস্ত স্থানীয় শ্রম পরিচালকের অথবা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে পেশ করতে হবে। শ্রম আইনের ১৭৯ ধারার ৫ উপধারায় বলা হয়েছে যে, কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে কোন সময়ই ৩ এর অধিক রেজিস্ট্রেশনকৃত ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে না।

৬. প্রশ্ন: শ্রম অধিদপ্তর যদি কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন না দেয় তাহলে কতদিনের মধ্যে কোথায় আবেদন করতে হবে?

উত্তর: বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৭৯ ধারার ৪ উপধারা অনুযায়ী উপধারা ৩ এর অধীন শ্রম পরিচালক কর্তৃক যদি কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করেন তাহলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে আপীল করতে হবে এবং এ বিষয়ে শ্রম আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

৭. প্রশ্ন: ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা কারা কারা হতে পারবে না?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৮০ ধারায় বলা আছে, এই ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হলে অথবা ধারা ১৯৬ (২) (ঘ) বা ধারা ২৯৮ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন এবং এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির মুক্তি লাভের পর দুই বছর সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নির্বাচিত বা থাকবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। (১ উপধারার ক দফা)

আবার যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে তিনি শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত বা কর্মরত না থাকেন তাহলে সেই ব্যক্তি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবেন না। ১৮০ ধারার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, উপধারা (খ) এর কোন কিছুই কোন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৮. প্রশ্নঃ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন না থাকলে কার্যক্রম চালানো যাবে কি? রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া কার্যক্রম চালালে কোন শাস্তির বিধান আছে কি?

উত্তরঃ শ্রম আইনের ১৯২ ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রিকৃত না হলে অথবা রেজিষ্ট্রি বাতিল করা হলে ১৯১ (২) এ বিধান সাপেক্ষে, উহা ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে কাজ করতে পারবে না।

১৯১ (২) উপধারায় বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে উপধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দায়ের করা হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নকে, আপীল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উহার কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম চালালে শ্রম আইনের ২৯৯ ধারায় দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। কোন ব্যক্তি অ-রেজিষ্ট্রিকৃত অথবা রেজিষ্ট্রিশন বাতিল হয়েছে এমন কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোন কর্মকাণ্ড ব্যতীত, অন্য কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে, অথবা উক্তরূপ কোন ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য চাঁদা ব্যতীত অন্য কোন চাঁদা আদায় করিলে, তিনি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

০৯. প্রশ্নঃ দ্বৈত্য সদস্য কি? দ্বৈত্য সদস্য হওয়ার শাস্তি কত ধারায় বলা হয়?

উত্তরঃ দ্বৈত্য সদস্য বলতে একই সময় ২টি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়াকে বুঝায়। শ্রম আইনের ১৯৩ ধারায় দ্বৈত্য সদস্য পদের উপর বাধার কথা বলা হয়েছে। একই সময়ে কোন মালিক অথবা কোন শ্রমিক একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে বা থাকতে পারবে না। শ্রম আইনের ৩০০ ধারায় দ্বৈত্য সদস্য হওয়ার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হলে বা থাকলে তিনি এক মাস কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১০. প্রশ্নঃ একটি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন কি কি কারণে বাতিল হয়?

উত্তরঃ শ্রম আইনের ১৯০ ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১ উপধারার অন্য বিধান সাপেক্ষে শ্রম পরিচালক আদালতে দরখাস্তের মাধ্যমে কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নিম্নলিখিত কারণে বাতিল করতে পারবেন।

ক. রেজিষ্ট্রি বাতিলের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দরখাস্ত করে।

খ. উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

গ. উহা প্রতারণা অথবা কোন তথ্যের মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে রেজিষ্ট্রি হাসিল করে থাকে।

ঘ. বিলুপ্ত করার মাধ্যমে।

ঙ. উহা কোন অসৎ শ্রম আচরণ করে থাকে।

চ. উহার সদস্য সংখ্যা এই অধ্যায়ের অধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যার নীচে নেমে যায়। অথবা

ছ. উহা এই অধ্যায় বা কোন বিধির বিধান লজ্ঘন করিয়া থাকে।

লেখকঃ কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

লেখা আহবান

দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইলঃ ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২

E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

সালাতঃ ফাযায়েল ও মাসায়েল

মাওলানা মোঃ শরিফুল ইসলাম

প্রশ্নঃ নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

উত্তরঃ রাসুল (সা.) বলেছেন কেয়ামতের ময়দানে বান্দার যে আমলের প্রথম হিসেব নেওয়া হবে তা হল নামাজ। যদি নামাজের সঠিক হিসেব দিতে পারে সে সফল হবে। আর যদি ব্যর্থ হয় তাহলে হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্নঃ জামায়াতে নামাজ পড়ার ফজিলত কী?

উত্তরঃ রাসুল (সা.) বলেন একাকী নামাজ পড়ার চাইতে জামায়াতে নামাজ পড়ার ফজিলত সাতাশগুণ নেকি।

প্রশ্নঃ কোন ধরনের ওজর থাকলে জামায়াত ছাড়া নামাজ আদায় করা যায়?

উত্তরঃ রাসুল (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি আজান শুনে ওজর ছাড়া মসজিদে না গিয়ে একাকী নামাজ আদায় করে তার নামাজ কবুল করা হবে না। লোকেরা বলল ওজর কী? রাসুল (সা.) বলেন ভয় এবং রোগ।

প্রশ্নঃ কাতার সোজা করার বিষয়ে রাসুল (সা.) কী বলেন?

উত্তরঃ রাসুল (সা.) বলেন তোমরা কাতারগুলো সোজা করে নিবে। কেননা কাতার সোজা করে নেওয়া নামাজ শুদ্ধ হওয়ার অংশ।

প্রশ্নঃ নামাজ পড়া সত্ত্বেও শরীয়ত কাকে নিকৃষ্ট চোর বলে সাব্যস্ত করেছেন?

উত্তরঃ রাসুল (সা.) বলেছেন সবচাইতে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে ঐ লোক যে তার নামাজে চুরি করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসুলুল্লাহ নামাজে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন নামাজে চুরি হল নামাজে রুকু এবং সিজদা ঠিকমত আদায় না করা।

প্রশ্নঃ কোন কোন সময়ে সালাত আদায় করা হারাম?

উত্তরঃ তিন সময়ে সালাত আদায় করা হারাম।

১. সূর্যোদয়ের সময়

২. ঠিক দুপুরের সময়

৩. সূর্যাস্তের সময়

প্রশ্নঃ কোন কোন সময় নফল পড়া মাকরুহ?

উত্তরঃ নিম্নোক্ত সময়ে নফল পড়া মাকরুহ।

১. সুবহে সাদিকের পর ফজরের সুন্নত ব্যতীত নফল আদায়।

২. ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত

৩. আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত

৪. খতিব সাহেবের খুতবা প্রদানের সময়।

৫. ইকামাতের সময় ফরজ ব্যতীত নফল আদায়।

৬. ঈদের নামাজের পূর্বে (না ঈদগাহে না বাসায়)।

৭. ঈদের নামাজের পরে ঈদগাহের মাঠে তবে বাসায় পড়লে মাকরুহ হবে না।

৮. যখন নফল পড়তে গেলে ফরজের সময় শেষ হয়ে যাবে।

৯. ক্ষুধার্ত অবস্থায় সামনে খাবার চলে আসলে নফল আদায় মাকরুহ।

১০. প্রশ্রাব, পায়খানা ও বায়ু চেপে রেখে নফল আদায়।

১১. যোহর ও আসরের মাঝে আরাফার ময়দানে শুধুমাত্র হাজিদের জন্য।

১২. মাগরিব ও এশার মাঝে মুযদালিফায় শুধুমাত্র হাজিদের জন্য।

প্রশ্নঃ নামাজের ফরজ সমূহ কী কী?

উত্তরঃ ১. শরীর পবিত্র হওয়া

২.সতর আবৃত থাকা

৩.কেবলামুখী হওয়া

৪.নামাজের সময় হওয়া

৫.নিয়ত করা

৬.তাকবিরে তাহরিমা বলা

৭.দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা

৮.কিরাত পড়া

৯.রুকু করা

১০.সিজদা করা

১১.শেষ বৈঠক করা

১২.পোশাক পবিত্র হওয়া

১৩.স্থান পবিত্র হওয়া

প্রশ্নঃ নামাজের ওয়াজিবসমূহ কী কী?

উত্তরঃ নামাজের ১৪টি ওয়াজিব রয়েছে।

১. আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করা।

২. ফরজের প্রথম ২ রাকাত, বিতর, সুন্নত ও নফলের সকল রাকাত সুরা ফাতেহা পড়া।

৩. সুরা মিলানো (ফরজের প্রথম ২ রাকাতে বিতর, সুন্নাত ও নফলের সকল রাকাতে)।
৪. সুরা ফাতিহাকে কিরাতের আগে পড়া।
৫. দুই সিজদার মাঝখানে পৃথককারী কোন আমল না করা।
৬. সমস্ত রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।
৭. প্রথম বৈঠক তাশাহুদ পরিমাণ বসা।
৮. প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।
৯. তাশাহুদ শেষ করে তৃতীয় রাকায়াতের জন্য তাড়াতাড়ি দাঁড়ানো।
১০. সালামের মাধ্যমে সালাত সমাপ্ত করা।
১১. বিতরের সালাতে দোয়ায়ে কুনুত পড়া।
১২. ঈদের নামাজে ৬ তাকবির বলা।
১৩. ফজর, মাগরিব, এশা, জুমআ, দুই ঈদ, তারাবিহ ও রমজানে বিতরের নামাজে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া।
১৪. যোহর এবং আসরে ইমাম একক নামাজে আদায়কারী।

প্রশ্ন: নামাজ ভঙ্গের কারণগুলো কী কী?

উত্তর: নামাজ ভঙ্গের অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। যেমন:
১. কোন শর্ত ছুটে গেলে।
২. কোন রুকন ছুটে গেলে।
৩. নামাজের ভিতর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কথা বললে।
৪. দুনিয়াবি কোন দোয়া করলে। যেমন: হে আল্লাহ অমুকের সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও বা আমাকে আপেল খাওয়াও।
৫. নামাজে কাউকে সালাম দেওয়া বা সালামের জবাব দেওয়া।
৬. আমলে কাসির। (দূর থেকে কেউ দেখলে মনে করবে লোকটি নামাজে নেই)
৭. কেবলা থেকে সিনা পরিবর্তন করা।
৮. অল্প পরিমাণ ও কোন কিছু খেলে বা পান করলে।
৯. ছোলা পরিমাণ খাবার দাঁতের ফাঁক থেকে বের করে খেলে।
১০. প্রয়োজন ছাড়া গলা খাকড়ালে।
১১. বিনা কারণে উহ, উফ শব্দ করলে বা গুণগুণ করে কান্না করলে।
১২. উচ্চস্বরে কান্না করা।
১৩. এক রুকন আদায় করার সমপরিমাণ সময়ে সতর খুলে গেলে।
১৪. যদি নামাজির শরীরে বা পোশাকে বা নামাজ আদায়ের স্থানে নাপাকি পাওয়া যায়।
১৫. যখন পাগলামী চলে আসে।
১৬. নামাজি বেহুশ হয়ে গেলে।
১৭. ফজরে নামাজের সময় সূর্যোদয় হয়ে গেলে।
১৮. দুই ঈদের নামাজ আদায় করার সময় যখন সূর্য হেলে যাওয়া শুরু হয়।
১৯. আসরের সালাত যদি জুমআর সময়ে প্রবেশ করে।
২০. তায়াম্মুমকারী যদি পানি পায় এবং ব্যবহার করার সামর্থ্য রাখে।
২১. যদি মুসল্লীর কোন আমল দ্বারা অযু নষ্ট হয়।
২২. যখন কোরআন দেখে পড়ে।
২৩. ঘুমন্ত অবস্থায় যদি কোন রুকন আদায় করে।
২৪. যদি পূর্বের ওয়াক্তের নামাজ কাযা থাকে আর তা আদায় না করে পরবর্তী নামাজ আদায় করার সময় তা মনে পড়ে।

প্রশ্ন: কোন কোন কাজের কারণে নামাজ নষ্ট হয় না?

উত্তর: নিম্নের কাজগুলোর কারণে নামাজ নষ্ট হয় না।
১. যখন নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলে।
২. সিজদার স্থান দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে।
৩. কোন ব্যক্তি ছোলার চাইতে কম পরিমাণ খাবার দাঁতের ফাঁক থেকে বের করে খেলে।
৪. যদি কোন লিখার দিকে নজর পড়ে এবং লিখা বুঝে ফেলে।

প্রশ্ন: কোন সময় নামাজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ?

উত্তর: নিম্নোক্ত অবস্থায় নামাজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ
১. নামাজি যদি বুঝতে পারে কোন অন্ধ ব্যক্তি কোন কূপ বা গর্তের নিকটবর্তী হয়েছে সে যদি তাকে পথ না দেখায় তাহলে উল্লিখিত স্থানে সে পতিত হবে।
২. যখন কোন মাজলুম আর্তনাদ করে আর নামাজি মাজলুমকে বাঁচানোর সক্ষমতা রাখে।
৩. নামাজি যদি নামাজ পড়া অবস্থায় দেখে এক দিরহাম পরিমাণ সম্পদ চোর চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে নামাজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ।

প্রশ্ন: টুপি ছাড়া নামাজ আদায় হবে কী?

উত্তর: টুপি ছাড়া নামাজ আদায় করলে হয়ে যাবে তবে রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু টুপি পড়ে সালাত আদায় করতেন তাই মাথা ঢেকে নামাজ পড়াই সুন্নত। অবহেলা করে না পড়া মাকরুহ।

প্রশ্ন: শরীর ঘামলে নামাজ আদায় হবে কী?

উত্তর: ঘাম, চোখের পানি, শ্লেষ্মা এগুলো নাপাক নয় তাই শরীর ঘামলে নামাজ হয়ে যাবে এতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: যদি সিজদার সময় উভয় পা মাটি থেকে উপরে উঠে যায়, তাহলে কী নামাজ আদায় হবে?

উত্তর: সিজদার সময় পা মাটির সাথে সম্পৃক্ত রাখা জরুরি। অবশ্য মাটির উপর পা রাখার পর যদি পুনরায় উঠে যায় কিংবা উঠার পর পুনরায় মাটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় বা রেখে দেয় তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। তবে সিজদা অবস্থায় পা যদি এক রুকন পরিমাণ (তিনবার সুবহানাল্লাহ বলতে যে সময় লাগে) জমিন থেকে আলাদা থাকে তাহলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: মুখে উচ্চারণ করে কী নামাজের নিয়ত করতে হবে?

উত্তর: মুখে উচ্চারণ করে নামাজের নিয়ত করা জরুরি নয়। বরং অন্তরে নিয়ত করে নেওয়াটাই যথেষ্ট। তবে উচ্চারণ করে নিয়ত করা মুস্তাহাব।

প্রশ্ন: চোখ বন্ধ করে নামাজ আদায় করা যাবে কী?

উত্তর: ইচ্ছা করে চোখ বন্ধ করে নামাজ আদায় করা অথবা নামাজের ভিতরেই কপালের ময়লা পরিষ্কার করা মাকরুহ। তবে চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়লে যদি মনযোগ ঠিক থাকে তাহলে মাকরুহ হবে না।

প্রশ্ন: বিনা প্রয়োজনে নামাজে শরীরে চুলকালে নামাজ হবে কী?

উত্তর: বিনা প্রয়োজনে একবার চুলকানোও মাকরুহ তাহরিমি এবং নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব। আর যদি প্রয়োজনের তাগিদে চুলকাতে হয় তাহলে একবার বা দুইবার চুলকানো মাকরুহ নয়। একই রুকনে তিনবারের বেশি চুলকালে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। যদিও তা প্রয়োজনের তাগিদে করা হয়েছে।

লেখক: ফকিহ্, তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

শীতে স্বাস্থ্য সমস্যা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন

মানুষ প্রধানত দুধরনের ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। একটি হল সংক্রামক ব্যাধি যা রোগ জীবাণু দ্বারা হয়ে থাকে। অপরটি হল অসংক্রামক ব্যাধি যা লাইফ স্টাইল, পরিবেশ এবং জিনগত সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। সংক্রামক এবং অসংক্রামক ব্যাধির মধ্যে কিছু আছে যাদের প্রকোপ শীতকালে এবং কিছু আছে যাদের প্রকোপ অন্য ঋতুগুলোতে বাড়ে। পড়ন্ত শীতের রোগসমূহ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই শীতে আক্রান্ত বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা।

একটু সতর্ক থাকলে এগুলো যেমন প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি আক্রান্ত হয়ে গেলে প্রতিকারও সহজ হয়। অন্যথায় সমস্যাগুলো কষ্ট দিতে পারে, ভোগান্তিও বেড়ে যেতে পারে। প্রান্তিক বয়সের বিশেষ করে শিশু ও বয়স্ক মানুষদের এই সমস্যা বেশি করে দেখা দেয়। যাদের বয়স ৬০-৭০ কিংবা তার চেয়েও বেশি, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার ফলে তারা আক্রান্ত হয় বেশি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একই বিষয়।

কী কী রোগ শীতকালে বেড়ে যায়?

শীতকালে ধুলোবালি,বায়ু বাহিত রোগ, ছোঁয়াছে রোগ, চর্মরোগ, শ্বাসতন্ত্রের অসুখ, এলার্জি জাতীয় অসুখ, নাক-কান-গলা রোগ, হাঁপানী, ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারী ডিজিজ (সিওপিডি) এবং আরথ্রাইটিস জাতীয় রোগের প্রকোপতা বৃদ্ধি পায়। ঋতু পরিবর্তনের জন্য কিছু ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সক্রিয় হয়ে যায়। শীতে শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ বাড়লেও এটি আসলে কোন নির্দিষ্ট রোগ নয়, এটি অন্যান্য রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। বিশেষ করে শীতের শুরুতে এটি বেশি হয়।

শ্বাসতন্ত্রের রোগঃ

শ্বাসতন্ত্রের রোগকে আমরা প্রধানত দুইভাবে ভাগ করতে পারি। একটি হল উপরের শ্বাসতন্ত্র বা আপার রেস্পিরেটরি ট্রাক্ট ডিজিজ যা নাক, কান, গলা এবং শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশে সীমাবদ্ধ থাকে যা সাধারণত ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। আরেকটি হল শ্বাসতন্ত্রের নীচের অংশ যেমন ফুসফুস, ব্রনকাস, ব্রনকিউল ইত্যাদিতে নিউমোনিয়া, এজমা, সিওপিডি (ক্রনিক ব্রনকাইটিস, এম্ফাইসেমা ইত্যাদি) জাতীয় যে অসুখ হয়। লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক সংক্রমণ সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে।

শীতকালে রোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় নবজাতক, শিশু, বৃদ্ধ, ধূমপায়ী এবং মদ্যপায়ীর। শীতকালে নাকের দুই পাশের সাইনাসে ইনফেকশন দেখা দেয়, একে বলে সাইনোসাইটিস। কারও সাইনোসাইটিস দেখা দিলে নাকের দুই পাশে ব্যথা ও মাথাব্যথা হতে পারে। শীতের কারণে সব বয়সিদের সাধারণ সর্দি-কাশি, টনসিলে প্রদাহ হয়ে গলা ব্যাথা যাকে বলে টনসিলাইটিস-শীতকালে অনেক বেড়ে যায়। কানের ইনফেকশন, নাকে এলার্জিক রাইনাইটিস বেড়ে যাবার কারণে প্রায় সব সময় নাক দিয়ে পানি পড়তে থেকে সব বয়সিদের স্বাভাবিক কাজ কর্মে ব্যাঘাত ঘটায়। বড়োদের যাদের সাইনোসাইটিস আগে থেকেই বিদ্যমান সে রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। শীতকালে শ্বাসতন্ত্রের উপরের ট্রাক্টে ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশি হওয়া, অতিসাধারণ অথচ বিরক্তিকর একটি রোগ। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয় রাইনো ভাইরাসের মাধ্যমে। ঘন ঘন হাঁচি হওয়া, নাক দিয়ে পানি পড়া, সঙ্গে একটু-আধটু কাশি ও সামান্য জ্বর এগুলো সর্দির লক্ষণ।

গলায় খুসখুসিঃ ঠান্ডার জন্য গলা খুসখুস করে এবং কাশি হয়। অনেক সময় জীবাণুর সংক্রমণ হয়। তখন একটু জ্বরও হয়। হালকা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে দিনে কয়েকবার গড়গড়া করলে উপকার পাওয়া যায়। গলায় যেন ঠান্ডা লাগতে না পারে, সে জন্য মাফলার জড়িয়ে রাখা ভালো। অনেক ক্ষেত্রে রোগের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়ে নাক, চোখ, মুখ বা ত্বকের চুলকানি, হাঁচি, নাক বন্ধ ও ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ হয়। অ্যালার্জির কারণে কনজানটিভাইটিস, গলা ব্যথা, সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, অ্যাকজিমা, কান পাকা অসুখ ও গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। এসব রোগীর দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী প্রাচীর অনেক ক্ষেত্রেই বাঁকা থাকে, নাকে পলিপ বা নাকের সম্মুখভাগের ওপর সমান্তরাল খাঁজ থাকে। অ্যালার্জিক রাইনাটিসে আক্রান্ত শিশুর প্রায় ৩০ শতাংশ পরবর্তীকালে অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসাঃ সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এই জাতীয় রোগ কোন ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। তবে অধিকমাত্রায় পানি পান তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে। এছাড়া নাকের সর্দি নিয়মিত পরিষ্কার করে নাসারন্ধ্র খোলা রাখতে হবে। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া বা রান্নাবান্নার ধোঁয়া এই রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। নাক থেকে পানি ঝরা কমাতে প্রয়োজন অ্যান্টিহিস্টামিন-জাতীয় ওষুধ। আর ব্যথা ও জ্বরের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। তবে শিশুদের ব্রংকিওলাইটিস, নিউমোনিয়াসহ যেকোন জটিলতায় অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

প্রতিরোধঃ নিয়মিত হাত ধোয়া, কনুই ভাঁজ করে তাতে হাঁচি দেওয়া,

তা না হলে রুমাল বা টিস্যু পেপার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে হাঁচি দেওয়া, নাক ঝেড়ে যেখানে-সেখানে নাকের ময়লা না ফেলা ইত্যাদি। সর্দি প্রতিরোধে এসব পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে। ঠান্ডা একেবারে এড়িয়ে চলতে হবে। গোসল বা হাতমুখ ধোয়া থেকে শুরু করে সবসময়ে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। খাবার পানির ক্ষেত্রে হালকা গরম পানি মিশিয়ে খেতে পারলে ভালো। এ সময় ঠান্ডা খাবার যেমন: আইসক্রিম, কোক ইত্যাদি এড়িয়ে চলা উচিত। বাইরে ধোঁয়া বা ধুলোবালি এড়িয়ে চলার সমস্যা মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। মাঝেমধ্যে হালকা গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা বা হাত মুখ গরম সাবান পানি দিয়ে ধোয়া খুবই ভাল একটি রোগ প্রতিরোধী অভ্যাস।

ব্রংকিউলাইটিস: শিশুদের ফুসফুসে ইনফেকশন হয়ে ব্রংকিওলাইটিস থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে। শিশুদের ব্রংকিওলাইটিস শীতকালে বেশি হয়। এই রোগে শিশুরা শ্বাসকষ্ট ও সর্দি-কাশির মতো সমস্যায় বেশি ভোগে। সাধারণত দুই মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এ রোগ হয়। তবে তিন থেকে ৯ মাসের শিশুদের বেশি হয়। রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস নামের একটি ভাইরাস ছাড়াও রাইনো ভাইরাস সংক্রমণে এই রোগ হতে পারে। এই রোগ হলে প্রথমে আক্রান্ত শিশুর নাক দিয়ে পানি পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে কাশি শুরু হয় এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তখন শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের খাঁচা বা পাঁজর দেবে যায় এবং শিশু ঘন ঘন বা দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা: সাধারণত এ, বি, সি এবং ডি চার ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস রয়েছে। এর মধ্যে এ এবং বি ভাইরাস দুটিই মৌসুমি মহামারি রোগের কারণ। মৌসুমী ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের একপ্রকার তীব্র শ্বাস-প্রশ্বাসের সংক্রমণ। রোগটি ফ্লু নামেও বেশ পরিচিত। শীতকালে এ রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। তবে সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে আলাদা। শরীরে জীবাণু ঢোকার এক থেকে চার দিনের মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি, খুসখুসে কাশি, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি, দুর্বলতা ইত্যাদি। সাধারণ সর্দি-কাশির চেয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলো গুরুতর। বয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে রোগটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি থেকে সাইনোসাইটিস, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদিও হতে পারে। কখনো কখনো বিশেষত উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা মানুষের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা গুরুতর অসুস্থতা বা মৃতুর কারণ হতে পারে। গুরুতর রোগ বা জটিলতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিরা হলেন: গর্ভবতী নারী, পাঁচ বছর বা ৫৯ মাসের কম বয়সি শিশু, বয়স্ক, দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভোগা ব্যক্তিরা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, দীর্ঘমেয়াদি ফুসফুসের রোগ, কিডনি, লিভার রোগ বা ইমিউনোসপ্রেসিভ সংশ্লিষ্ট রাগ যেমন: এইচআইভি/এইডস, কেমোথেরাপি বা স্টেরয়েড গ্রহণ বা ক্যান্সারাক্রান্ত রোগী ইত্যাদি।

চিকিৎসা: ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসা উপসর্গভিত্তিক। হাঁচি-কাশির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন এবং জ্বর ও শরীর ব্যাথার জন্য প্যারাসিটামল-জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে সাইনোসাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হলে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন পড়ে; সঙ্গে প্রচুর পানি বা তরল খাবার গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রতিরোধ: ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ করা জরুরি। সাধারণ সর্দি-কাশির মতোই স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে রোগটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে অনেকাংশে। প্রতিরোধ করা যেতে পারে টিকার মাধ্যমেও। তবে টিকা দিতে হবে প্রতিবছরই। কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তাদের গঠন প্রায়ই পরিবর্তন করে এবং বিবর্তিত হয়। ইনজেক্টেড অ্যাক্টিভেটেড ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনগুলো সারা বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে ইনফ্লুয়েঞ্জা জটিলতার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা লোকদের সংস্পর্শে যাঁরা থাকেন তাঁদের জন্য টিকা দেওয়া বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা নিতে পারেন গর্ভাবস্থার যেকোনো পর্যায়ের গর্ভবতী নারী, ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা (৬৫ বছরের বেশি বয়সি)। দীর্ঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

নিউমোনিয়া: নিউমোনিয়া ফুসফুসের প্রদাহজনিত রোগ। সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণে নিউমোনিয়া হয়। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তি, যাঁরা দীর্ঘদিন নানা রোগে ভুগছেন অথবা যাঁদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল বা কম, তাঁরা নিউমোনিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। শীতকালে শিশুদের নিউমোনিয়া একটি বড়ো সমস্যা। নিউমোনিয়া হয় শ্বাসতন্ত্রের নীচের অংশে। এটি একটি মারাত্মক অসুখ। পৃথিবীব্যাপী পাঁচ বছরের নিচের শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ নিউমোনিয়া। বাংলাদেশেও শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ এ রোগটি। নিউমোনিয়াতে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২৫ হাজার শিশু মারা যায়। এছাড়াও সারা বিশ্বে ৫ মাসের কম বয়সি ১৬ ভাগ শিশু মৃত্যু হয় নিউমোনিয়ার কারণে। পৃথিবীতে প্রায় প্রতি ৩৫ সেকেন্ডে একটি শিশু নিউমোনিয়াতে মারা যায়। সবচেয়ে দরিদ্র ও বঞ্চিত শিশুরাই নিউমোনিয়ায় মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে সব থেকে বেশি। আমাদের দেশে ধনী পরিবারেরে শিশুদের তুলনায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা অর্ধেক এবং তাদের পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও দ্বিগুণ। নিউমোনিয়ায় শিশু ও বৃদ্ধরা বেশি ভোগে।

জ্বর এবং কাশির সাথে সাথে শিশু যদি একেবারে খাওয়া ছেড়ে দেয়, বুকের খাচার নীচের অংশ নীচের দিকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার সময় দেবে যায় কিংবা শ্বাস নেওয়ার গতি দুই মাসের কম বয়সি শিশুর মিনিটে ৬০ বার, দুই মাস থেকে এক বছরের পর্যন্ত প্রতি মিনিটে ৫০ বারের বেশি এবং এক থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুর মিনিটে ৪০ বারের বেশি হলে কিংবা শিশুর ঠোঁট, জিব নীল হয়ে গেলে তাকে অবশ্যই জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। কারণ এসবই নিউমোনিয়া বা মারাত্মক রোগের লক্ষণ।

তবে এটি প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য একটি রোগ। নিউমোনিয়ার টিকা বাজারে সহজলভ্য। নিউমোনিয়া প্রতিরোধের জন্য সরকার শিশুদের নিয়মিত ইপিআই প্রোগ্রামের মাধ্যমে টিকা দিয়ে থাকে। এছাড়া শিশুদের নিউমোনিয়া প্রতিরোধে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (পিসিভি) নামক আরেকটি টিকা ব্যবহার করা হয়। এর বাইরে শুধু নিউমোভ্যাক্স-২৩ নামের একটি ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়। ওষুধ কোম্পানি সানোফি বাংলাদেশ লিমিটেড দেশে এ ভ্যাকসিনের একমাত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিরোধে সুষম ও পুষ্টিকর, ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করতে পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম জরুরি। শীত উপযোগী হালকা ও নরম গরম কাপড় ব্যবহার করতে হবে। সহনীয় গরম পানিতে গোসল করে শরীর রোগমুক্ত রাখার একটি সহজ উপায়।

অ্যালার্জি ও অ্যাজমা: শীতকালের বেশ পরিচিত সমস্যা হচ্ছে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা। অ্যালার্জি ও অ্যাজমা রোগ দুটি অনেক ক্ষেত্রে একসঙ্গে হয়, যদিও কোনোটির প্রকাশ আগে পরে হতে পারে। বারবার সর্দি-হাঁচি-কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট বুকে চাপ সৃষ্টি করে ও আওয়াজ হয়। এ সময় ঠান্ডা লাগার প্রবণতা বেড়ে যায়। যেসব কারণে অ্যালার্জি

হয় সেসব থেকে দূরে থাকা জরুরি। প্রয়োজনে অ্যালার্জির ওষুধ, নাকের স্প্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ইনহেলারও ব্যবহার করতে হতে পারে। শীতের শুষ্ক মৌসুমে আমাদের চারপাশে পরিবেশে অ্যালার্জেন ও শ্বাসনালীর উত্যক্তকারী কিছু বস্তু বেশি থাকে। ঘরের ভেতরে থাকে ঘরোয়া জীবাণু মাইট, ছত্রাক ও পোকামাকোড়ের বিষ্ঠা। তাছাড়া শীতের দিনে ঘরের দরজা-জানালা অন্য মৌসুমের চেয়ে একটু বেশিই বন্ধ রাখতে হয় বলে ঘরের রান্নাবান্নার ধোঁয়া আটকা পড়ে বেশি। মাটি ও বাতাসে ফুলের রেণু ও ধুলোবালি থাকে খুব বেশি। এসবের কারণেই শীতকালে হাঁপানি বেড়ে যায়।

প্রতিরোধঃ বাড়িঘরের অ্যালার্জেন-যেমন ঘরদোরের ধুলোবালি, মাইট ইত্যাদি ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘরে আলো-বাতাস বইতে দিতে হবে। বাইরে চলাচলের সময় মুখোশ ব্যবহার করতে হবে। ঘন ঘন স্বাভাবিক পানি পান করতে হবে। তবে গরম পানি খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে শ্বাসনালিতে তৈরি হওয়া শেল্মা পাতলা থাকবে। তাতে কাশি ও শ্বাসকষ্ট কমবে। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো কিছু ওষুধ সেবন করেও হাঁপানি সাময়িক প্রতিরোধ করা গেলেও মূলতঃ উপরিউক্ত নিয়মগুলি সর্বদা মেনে চললে স্থায়ীভাবে হাঁপানি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এলার্জি জাতীয় অসুখ থেকে বাঁচতে ধুলোবালি, পশু-পাখি, তেলাপোকা, ঠান্ডা বাতাস, সিগারেটের ধোঁয়া ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। কারও সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিহিস্টামিন (সিট্রিজিন, ফেক্সোফিনাডিন), ইন্ট্রা-ন্যাজেল স্টেরয়েডস (বাডিসোনাইডস, ফ্লুকর্টিসোন প্রোপাইয়োনেটস), অ্যান্টি-লিউকেট্রিনস (মনিটিলুকাস) ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শীতে চর্মরোগঃ শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। বাহিরের শুষ্ক বাতাস মানুষের ত্বক থেকে পানি শুষে নেয়। ত্বকের ঘর্মগ্রন্থি ও তেলগ্রন্থি ঠিকমতো ঘাম বা তৈলাক্ত পদার্থ তৈরি করতে পারে না। শীতের সময় নানা ধরনের চর্মরোগ হতে পারে। বিশেষ করে ঠোঁট, হাত ও পায়ের ত্বকে দেখা দেয় ফাঙ্গাল ইনফেকশন, চুলকানি, অ্যাকজিমা, স্ক্যাবিস, চর্মরোগ প্রভৃতি। এছাড়া মাথায় প্রচুর খুশকি দেখা যায়। শীতকালে চামড়ার ঠিক নীচে থাকা ঘর্মগ্রন্থি এবং তৈলগ্রন্থির সিক্রেশন কমে যায়, ফলে স্কিন ইনফেকশন বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে শীতকালে অসুখবিসুখ বাড়ে না; বরং কিছু কিছু রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। শীতকালে সাধারণত ত্বক শুষ্ক এবং বাতাসে আর্দ্রতার কারণে শরীরে ঘাম কম হয়। সে জন্য সবারই ত্বক অল্পবিস্তর ফাটতে পারে। যাদের ত্বক জন্মগত কোনো ত্রুটির জন্য শুষ্ক কিংবা কোনো ডিফিসিয়েন্সি ডিজিজজনিত কারণে শুষ্ক বা অন্য কোনো অসুখের কারণে শুষ্ক বা বার্ধক্যজনিত কারণে এবং সিরাম নিঃসরণ কমে যাওয়ার কারণে শুষ্ক-তারা শীতকালে আরও বেশি শুষ্কতায় আক্রান্ত হয়ে থাকে।

জন্মগত ত্বক রোগ যেমন ইকথায়োসিস শীতে বাড়ে। জন্মগত ইকথায়োসিসের কারণ জেনেটিক। এতে চামড়া রুক্ষ হয়ে যায়, মাছের আঁশের মতো ফেটে যায়। জন্মগত কারণ না থাকলেও পরবর্তী জীবনে অন্য কোনো অসুখের জটিলতা হিসেবে ইকথায়োসিস দেখা দিতে পারে। সব ধরনের ইকথায়োসিস শীতের প্রকোপে বৃদ্ধি পায়। শীতে বিভিন্ন ভিটামিন বা অন্যান্য অভাবজনিত রোগ বেশি দেখা যায়। শীতে শিশুদের ভিটামিন ডি এর অভাবে রিকেট, ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার্ভি, ভিটামিন এ-এর অভাবে রাতকানা এবং ভিটামিন বি-এর অভাবে ঠোঁটের কোণে বা জিহ্বায় ঘা হতে পারে। এ ছাড়া সাথে শুষ্ক ও খসখসে গুটিযুক্ত ত্বক দেখা দিতে পারে। চুলকানি (স্কেবিস) রোগটি শীতকালে খুব বেশি হয়। শীতের প্রকোপে এবং আর্থসামাজিক কারণে একই লেপের তলায় অনেককে ঠাসাঠাসি করে শুতে হয়, যা স্কেবিসের সংক্রমণ বাড়িয়ে দেয়। আবার এই সময়ে ঠান্ডার প্রকোপে বিশেষত শীতকাতুরে লোকেরা নিয়মিত গোসল করা বা গা ধোয়ার ব্যাপারে অনেক কম যত্নবান হয়ে থাকে। তাই অপরিচ্ছন্নতার কারণেও এই রোগ বাড়ে। সোরিয়াসিস নামক ক্রনিক চর্মরোগও শীতকালে বাড়ে। শীত পড়ার সাথে সাথেই এই রোগাক্রান্তদের কষ্ট ও উপসর্গ বাড়তে থাকে। ধুমপায়ী, মদ্যপায়ী, অত্যাধিক মানসিক চাপে যারা ভোগেন এবং এই রোগের পারিবারিক ইতিহাস সমৃদ্ধ পরিবারে এই রোগ বেশি হয়। এই রোগে হাতে পায়ে বা মাথায় চাকা চাকা চামড়া ছাল উঠে আলগা হয়ে যায়, ছাল তুললে পিন পয়েন্ট ক্যাপিলারি বা ছোট ছোট রক্ত বিন্দুর মতো দেখা যায়। ইনফ্যানটাইল অ্যাকজিমাও শীতে বেড়ে যায়। পিটিরিয়াসিস অ্যালবা নামক এক প্রকার অ্যাকজিমা, শিশুদের গায়ে হয় যা শীতকালে বাড়তে দেখা যায়। খুব তীব্র শীতে চিলব্রেন নামক চর্মরোগ দেখা দিতে পারে, এটি রক্তবাহী নালী বা শিরা-উপশিরার অসুখ। আঙুলের ডগা লাল হয়ে যায়। শেষে আলসারও হতে পারে। গৃহবধূদের এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়। রেনডস ডিজিজও আর একটি শীতকালের ত্বকরোগ। এতে অতিরিক্ত ঠান্ডায় শিরা-উপশিরা অস্বাভাবিকভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। তার ফলে আঙুলের ডগায় ব্যথা, আঙুল প্রথমে সাদা ও পরে নীলাভ আকার ধারণ করে, শেষে কালচে ঘা হয়। এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক চর্মরোগ। ইকথায়োসিস নামক চর্মরোগটিও শীতকালে বেড়ে যায়। ইকথায়োসিস শব্দটি গ্রিক 'ইকথায়োস' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে মাছ। এই রোগে স্কিন ড্রাই বা শুষ্ক থাকে এবং দেখতে মাছের আঁশের মতো দেখায়। অনেক ধরনের ইকথায়োসিস আছে, তবে ৯৫% রোগীই ইকথায়োসিস ভালগারিস ধরনের। রোগের তীব্রতা একেক রোগীর একেক রকম থাকে। কারও স্কিন হালকা শুষ্ক থাকে, কারও স্কিন কুৎসিত রকম মাছের আঁশের মতো কালো থাকে, কারও স্ক্রিন ফেটে রক্ত ও আঠালো রস পড়তে থাকে। এই রোগটির প্রকোপ শীতকালে বেশি দেখা যায়। অলিভ অয়েল ত্বকে আলাদা আস্তর তৈরি করে বলে ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শীতের সময় তাই অলিভ অয়েল বা লুব্রিকেন্টজাতীয় কিছু ব্যবহার করুন। খুশকি দূর করতে অন্য সময়ের চেয়ে শীতে বেশি করে চুল শ্যাম্পু করুন।

হাত ও পায়ের তালু এবং ঠোঁটে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগাতে দিন। ত্বকের সুরক্ষায় ময়েশ্চারাইজার যেমনঃ ভ্যাসলিন, গ্লিসারিন, অলিভ অয়েল ও সরিষার তেল ব্যবহার করুন। বেশিক্ষণ রোদে থাকা যাবে না। কড়া আগুনে তাপ পোহাবেন না। এতে চামড়ায় সমস্যা তৈরি হতে পারে। ত্বকের বিশেষ সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ক্রিম বা মলম ব্যবহার করা উচিত। সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার সংক্ষেপে এসএডি শীতকালের আরও একটি রোগ। বাংলায় মৌসুমী বিষণ্ণতা রোগ বলা যায়।

ঋতুগত বিষন্নতার কারণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য না থাকলেও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরে কিছু হরমোনের তীব্র পরিবর্তন ঘটে যা মেজাজকে প্রভাবিত করে। ফলে সময় বিশেষে মানুষ না চাইলেও বিষণ্ণতা বোধ করেন, হতাশায় ভোগেন। শীত কালে সূর্যের আলো কম থাকায় মস্তিষ্কে সেরোটোনিন রাসায়নিক কম হয়ে যায়, যার কারণে মেজাজ ক্ষিপ্ত বা বিষণ্ণতা হতে শুরু করে।

লেখকঃ স্বাস্থ্যবিষয়ক নিবন্ধকার ও কলামিস্ট

মাতৃভাষা
দিল আফরোজ

বাংলা আমার মায়ের ভাষা,
রবের দেয়া নেয়ামত।
এই ভাষাতেই স্বপ্ন বুনি,
সঠিক চলার নেই শপথ।

আমার যত দুঃখ শত,
আবেগ ভালোবাসা।
মনের মাঝে জেগে উঠা,
লক্ষ আলো আশা।

এই অক্ষরে বিকশিত হয়,
সকল প্রত্যাশা।
অ আ দিয়ে শিখি যখন,
আমার বর্ণমালা।

বীজ বুনিয়ে শুরু হয়
আমার প্রথম পাঠশালা।
ফুলে ফলে সুশোভিত
হয় যখন এই হৃদয়
জ্ঞানের মশাল জেলে দেয়
নতুন সূর্যদ্বয়।

অন্ধকারের পথ চিনা ভাই
তখন সহজ হয়।
বিবেক নামক মেশিনটা ঠিক
ন্যায়ের কতা কয়।
বাতিল তখন বরণ করে,
চরম পরাজয়।

বায়ান্নর সেই দিন
হাফেজ আব্দুল মোমিন

হাজার দেশের হাজার ভাষা
হাজার পাখির গান
শত সহস্র বছর ধরিয়া
বাচিঁয়ে রাখে যে প্রাণ।

জাতির কাছে প্রশ্ন আসে
উর্দু নাকি বাংলা?
ছাত্র-শ্রমিক সবাই বলে
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা।

যেই ভাষাতে কথা বলে
জুড়ায় সবার প্রাণ
হাসি মুখে প্রাণ বিলিয়ে
রাখবো তাহার মান।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমার গান
বাংলা আমার বোনের নোলক
দাদির হাতের পান।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
বায়ান্নর সেই দিন
শোষক শ্রেণির অস্ত্র-গুলি
বাড়িয়ে দিলো ঋণ।

রফিক জব্বার সালাম বরকত
রক্ত দিলো ঢালি
কেমন করে তাদের কথা
আমরা ভুলতে পারি?

ফেডারেশন সংবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ত্রৈবার্ষিক সম্মেলন-২০২২ অনুষ্ঠিত

সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান পুনর্নির্বাচিত

ত্রৈবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা এটিএম মা'ছুম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ২০২৩-২০২৫ কার্যকালের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে আ ন ম শামসুল ইসলাম ও এডভোকেট আতিকুর রহমান পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

গত ১৯ ডিসেম্বর, সোমবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ত্রৈবার্ষিক সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা এটিএম মা'ছুম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সাবেক এমপি এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ ও আ ফ ম আব্দুস সাত্তার।

সম্মেলনে সারাদেশ থেকে ভার্চুয়ালী সংযুক্ত প্রায় চার হাজার কাউন্সিলরের মতামতের আলোকে নির্বাচন কমিশন সভাপতি পদে সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক পদে এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর নাম ঘোষণা করেন। সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম কারাগারে বন্দি থাকায় ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গঠনতন্ত্রের আলোকে ৩৫ সদস্যের কার্যকরী পরিষদ পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রধান অতিথি মাওলানা এটিএম মা'ছুম বলেন, দেশ আজ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বর্তমান সরকার বিগত প্রায় পনোরো বছর ধরে দেশে দুঃশাসন চালাচ্ছে। আজ দেশের অর্থনীতি হতে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। তারা নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি দাবি করে দেশকে ভঙ্গুর করে দিচ্ছে। তারা শেয়ারবাজার কেলেংকারি হতে শুরু করে নামে বেনামে কোম্পানি খুলে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে গরিব-মেহনতি মানুষকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। একটি সম্ভাবনাময় দেশকে বিদেশী ঋণের ফাঁদে ফেলে ক্ষমতাসীনরা দেশকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই দুঃশাসন থেকে জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি সর্বাত্মক আন্দোলনের বিকল্প নেই। সর্বস্তরের মানুষ আজ সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জেগে ওঠেছে। জনগণকে সাথে নিয়ে মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এই সংগ্রামে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অতীতের ন্যায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, পুরো জাতির ওপর শাসক গোষ্ঠী জুলুম-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাচ্ছে। আজ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ কৃষক-মজুরের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত তারা দারিদ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মূলত সরকারের লোকজনের সীমাহীন দুর্নীতি লুটপাটের কারণে আজকের দুর্দশার প্রধান কারণ। সরকারের লোকজন রাতারাতি হাজার কোটির টাকার মালিক হয়ে গেছে। অন্যদিকে গরীব আরও নিঃস্ব হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সরকারের দুঃশাসনের সবচেয়ে বড়ো শিকার শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষরা। তারা এখন এক বেলা খেতে পারলে অপর বেলা না খেয়ে থাকতে হয়েছে। আজকে মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে নিমজ্জিত। আজ শ্রমজীবী মানুষরা তাদের বাচ্চাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতে পারছে না। শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। শ্রমজীবীরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার খরচ দিতে না পারার কারণে তারা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জাতির এই দুঃসময়ে শ্রমজীবী মানুষের পাশে শ্রমিক কল্যাণকে দাঁড়াতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দেশের মেহনতি শ্রমিকদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। শ্রমিক কল্যাণ নেতৃবৃন্দকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। দেশের যেখানে যখন কোন শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হবে তা দূরীকরণে

ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ২০২৩ সাল জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা সৎ লোকের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। এই জন্য সারাদেশে শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তৃণমূলে সংগঠনকে গতিশীল করতে হবে। তৃণমূলের সংগঠন শক্তিশালী হলে সংগঠন শক্তিশালী হবে।

ত্রৈবার্ষিক সম্মেলন ২০২২ এ নিম্মোক্ত প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে

১. সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপলাভ করছে। দিন যত যাচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষের বাকস্বাধীনতা নাই। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ব্যাংক লুটেরা দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। দেশ আজ খাদের কিনারে অবস্থান করছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্দলীয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ও জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার গঠন। তাই এই সম্মেলন অনতিবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে ব্যর্থ সরকারকে পদত্যাগ কারার জোর দাবি জানাচ্ছে।

২. এই সম্মেলন চাল, ডাল, তৈলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছে। এই সম্মেলন শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. এই সম্মেলন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছে এবং তার বিরুদ্ধে সকল প্রকার রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে শ্রমিকদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছে। সম্মেলন আরও নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান ও ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ সকল রাজবন্দীদের।

৪. এই সম্মেলনে গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, দেশের শ্রম শক্তির ৬৫ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত। কিন্তু দেশে এখনোও কাঙ্খিত কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে না উঠার কারণে কৃষক পণ্যের নায্য মূল্য পায় না। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এই সম্মেলন সরকারি ও বেসরকারি ভাবে কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

৫. আজকের এই সম্মেলন হোটেল শ্রমিক ও দোকান কর্মচারীসহ ব্যক্তি মালিকানা শ্রমিক নির্বিশেষে বিরাজমান জীনযাত্রার ব্যয়ের নিরিখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করার ও বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছে এবং পরিবহন, রিকশা-ভ্যান, নির্মাণ, কৃষি, চাতাল, দর্জি ও তাঁত, স্টিল রি-রোলিং, ফার্নিচার, হকার্স, দোকান কর্মচারী, নৌ-পরিবহন ও করাতকল শ্রমিকসহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ভিত্তিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানাচ্ছে।

৬. এই সম্মেলন গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৮,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হলেও অধিকাংশ গার্মেন্টস মালিক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি না দিয়ে বিভিন্নভাবে শ্রমিকদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এমনকি দাবি আদায়ের আন্দোলনকে দমনের নামে হয়করানি ও গ্রেফতার করে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদেরকে চাকুরিচ্যুত করছে। এই সম্মেলন গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমানে গৃহীত কালাকানুন টার্মিনেশন এ্যাক্ট বাতিল করে পূর্বের আইন বহাল করার জোর দাবি জানাচ্ছে এবং ২০,০০০ টাকা সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করে মজুরি কমিশন ঘোষণার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৭. এই সম্মেলন বন্ধকৃত ২৫টি জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের যাবতীয় বকেয়া পাওনাদি অবিলম্বে পরিশোধ করার জোর দাবি জানাচ্ছে এবং বিএমআরই পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন করে উক্ত ২৫টি জুট মিলসহ বন্ধকৃত সকল কল-কারখানা অবিলম্বে চালু করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৮. এই সম্মেলন সরকারি-বেসরকারি ও গার্মেন্টসসহ সকল শিল্প, কল-কারখানায় শ্রম আইন অনুযায়ী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদানসহ নারী শ্রমিকদের সন্তানের জন্য শিশু যত্মাগার স্থাপনের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

৯. এই সম্মেলন আইএলও কনভেনশন মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন করা শ্রমিকদের অধিকার। কিন্তু শ্রম অধিদপ্তর শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই আজকের সম্মেলন শ্রম অধিদপ্তরের নিকট ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে হয়রানি না করে সহযোগিতা করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

১০. এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে বলছে যে, পরিবহন সেক্টরে নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে না পারলে পরিবহন শ্রমিকদের দুর্দশা শেষ হবে না। তাই এই সম্মেলন পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, চাঁদাবাজি ও হয়রানি বন্ধ করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

১১. এই সম্মেলন মনে করে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন অগ্রগতি মানে দেশের উন্নতি। তাই বাংলাদেশ রেলওয়েকে দ্রুত আধুনিকায়নের পাশাপাশি ঢাকা-লাকসাম-ঢাকা কর্ড লাইন, দোহাজারী-কক্সাবাজার ও বগুড়া, জামতইলসহ সারাদেশে রেলওয়ে সম্প্রসারণ করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

১২. এই সম্মেলন মনে করে যে, শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধান কুরআন, সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষে শ্রমজীবী মানুষসহ সকল স্তরের শ্রমিক জনতাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে শামিল হওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছে।

জেলা ও মহানগরীর
দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা মহানগরী উত্তর

ঢাকা মহানগরী উত্তরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ২৪শে ডিসেম্বর রাজধানীর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা ড. রেজাউল করিম, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মোঃ মহিব্বুল্লাহ কে সভাপতি ও এইচ এম আতিকুর রহমান কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ২৩শে ডিসেম্বর রাজধানীর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালাম-এর সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা নূরুল ইসলাম বুলবুল, উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান, মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহ প্রমুখ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মোঃ আব্দুস সালাম কে সভাপতি ও হাফিজুর রহমান কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মহানগরী

চট্টগ্রাম মহানগরীর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ৩১শে ডিসেম্বর নগরের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ শাহজাহান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসহাক। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য এস এম লুৎফর রহমান কে সভাপতি ও মকবুল আহমদ ভূঁইয়া কে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সিলেট মহানগর

সিলেট মহানগরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ৩১শে ডিসেম্বর সিলেটে ২নং বার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরের সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেল-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুন, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ, সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খাঁন। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু কে সভাপতি ও মিয়া মোহাম্মদ রাসেল কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কুমিল্লা মহানগরী

কুমিল্লা মহানগরীর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ৩ জানুয়ারি নগরের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির

আহমদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ সারওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী প্রমুখ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য কাজী নজির আহম্মদ কে সভাপতি ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ মহানগর

নারায়ণগঞ্জ মহানগরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ২৮শে ডিসেম্বর নগরের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরের সভাপতি হাফেজ আব্দুল মোমিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলাইমান হোসেন মুন্না-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল জব্বার, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল দক্ষিণের পরিচালক নুরুল আমিন। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য হাফেজ আব্দুল মোমিন কে সভাপতি ও সোলাইমান হোসেন মুন্না কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গাজীপুর মহানগর

গাজীপুর মহানগরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ২৯শে ডিসেম্বর নগরের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরের সভাপতি মোঃ মুহিউদ্দিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল হাসান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক জামাল উদ্দিন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা অঞ্চল উত্তরের পরিচালক মনসুর রহমান, উপদেষ্টা খায়রুল হাসান প্রমুখ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মোঃ মুহি-উদ্দিন কে সভাপতি ও মাহাবুবুল হাসান কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বরিশাল মহানগর

বরিশাল মহানগরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ৩১শে ডিসেম্বর নগরের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরের সভাপতি মাস্টার মিজানুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ জহির উদ্দিন বাবর, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক জামিল মাহমুদ, বরিশাল অঞ্চলের টিম সদস্য মশিউর রহমান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মাস্টার মিজানুর রহমান কে সভাপতি ও জাফর ইকবাল কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কুমিল্লা জেলা উত্তর

কুমিল্লা জেলা উত্তরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা উত্তর জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল মতিন, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, জেলা উপদেষ্টা অধ্যাপক আলমগীর সরকার, সাইফুল ইসলাম শহীদ, অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন কে সভাপতি ও মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শরীয়তপুর জেলা

শরিয়তপুর জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মাওলানা ফরিদ উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে ও এডভোকেট মোঃ মহিউদ্দিন শাহীন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের শরীয়তপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা আবু আব্দুল্লাহ, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা মিঠু, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য কাজী আবুল বাশার, জেলা উপদেষ্টা মোঃ শাহাবুদ্দীন প্রমুখ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মাওলানা ফরিদ উদ্দিন কে সভাপতি ও মোঃ আনু হানিফ সুজন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মাদারীপুর জেলা

মাদারীপুর জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি দেলোয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মাদারীপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা কে এম ইয়াদুল হক, গোপালগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক রেজাউল কবির, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য কাজী আবুল বাশার, জেলা উপদেষ্টা মোঃ মোখলেছুর রহমান, মোঃ মনিরুজ্জামান প্রমুখ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য দেলোয়ার হোসেন কে সভাপতি ও মোঃ সাইয়েদ মনিরুজ্জামান কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ফেনী জেলা

ফেনী জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি ফারুক আহম্মেদ ভূইয়া-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হান্নান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য ফারুক আহম্মেদ ভূইয়া কে সভাপতি ও অধ্যাপক আব্দুল মতিন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঢাকা জেলা উত্তর

ঢাকা জেলা উত্তরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আল আমিন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা অঞ্চল উত্তরের সহকারী পরিচালক মুজাহিদুল ইসলাম, ঢাকা জেলা উত্তরের উপদেষ্টা হাসান মাহবুব মাস্টার। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য অধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ কে সভাপতি ও মোহাম্মদ আল আমিন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ

চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রশিদ-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ারুল আলম চৌধুরী, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইছহাক, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর, শ্রমিক নেতা মাস্টার মনছুর আলী প্রমুখ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মুহাম্মদ নুরুল হোসাইন কে সভাপতি ও আরিফুর রশিদ কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলা

লক্ষ্মীপুর জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী-এর সভাপতিত্বে এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়া-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা এডভোকেট মহসিন কবির মুরাদ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী কে সভাপতি ও আবুল খায়ের মিয়া কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলা

ফরিদপুর জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি এস এম আবুল বাশার-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ফরিদপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ বদর উদ্দিন, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা মিঠু, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য কাজী আবুল বাশার। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য এস এম আবুল বাশারকে সভাপতি ও মোঃ আসাদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলা উত্তর

চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন আজাদ-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইছহাক, চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের উপদেষ্টা আলাউদ্দিন সিকদার, অধ্যাপক ফজলুল করিম, চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য ইউসুফ বিন আবু বকর কে সভাপতি ও মোঃ জসিম উদ্দিন আজাদ কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সিলেট জেলা উত্তর

সিলেট জেলা উত্তরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি নিজাম উদ্দিন খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জালাল আহমদ-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন খান প্রধান, ফেডারেশনের সিলেট মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, সিলেট জেলা দক্ষিণ সভাপতি মোঃ ফখরুল ইসলাম খান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য নিজাম উদ্দিন খান কে সভাপতি ও মোঃ জালাল আহমদ কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি কামাল উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুজার গিফারী, রাজশাহী অঞ্চলের সহকারী পরিচালক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সবুর। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য অধ্যাপক মোজাম্মেল হক কে সভাপতি ও অধ্যক্ষ মমিনুল হক কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঢাকা জেলা দক্ষিণ

ঢাকা জেলা দক্ষিণের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ হিরা-এর সভাপতিত্বে ও আব্দুর রহমান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলা দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, জেলা উপদেষ্টা এবি এম কামাল হোসাইন, কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য আব্দুল্লাহ হিরার কে সভাপতি ও আব্দুর রহমান কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলা

টাঙ্গাইল জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম খান-এর সভাপতি ও এডভোকেট সরকার কোভিদ উদ্দিন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য কাজী আবুল বাশার, টাঙ্গাইল জেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম খান কে সভাপতি ও এডভোকেট সরকার খবির উদ্দিন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

নারায়ণগঞ্জ জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল মোমিন, জেলা উপদেষ্টা জাকির হোসেন। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মোঃ আব্দুল মান্নান কে সভাপতি ও রেদোয়ানুল আযীম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বগুড়া শহর

বগুড়া শহর শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন শহরের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বগুড়া শহর শাখার সভাপতি মোঃ আজগর আলী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম-এর পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া অঞ্চল পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য আজগর আলী কে সভাপতি ও মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জামালপুর জেলা

জামালপুর জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মির্জা আব্দুল মাজেদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ সিদ্দিক-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আইন আদালত সম্পাদক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, জেলা উপদেষ্টা অধ্যাপক খলিলুর রহমান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মির্জা আব্দুল মাজেদ কে সভাপতি ও মামুনুর রশীদ সিদ্দিক কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বরগুনা জেলা

বরগুনা জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ জামিল মাহমুদ, বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মোঃ মশিউর রহমান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য আব্দুল কুদ্দুস কে সভাপতি ও আবু জাফর কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ জেলা

হবিগঞ্জ জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি কাজী আব্দুর রউফ বাহার-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হোসাইন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট জেলা দক্ষিণ সভাপতি মোঃ ফখরুল ইসলাম খান, হবিগঞ্জ জেলার উপদেষ্টা কাজী মহসিন আহমদ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য কাজী আব্দুর রউফ বাহার কে সভাপতি ও মোজাম্মেল হোসাইন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলা

কক্সবাজার জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মহসিন-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, কক্সবাজার জেলার উপদেষ্টা মুফতি মাওলানা হাবিব উল্লাহ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য শামসুল আলম বাহাদুর কে সভাপতি ও মুহাম্মদ মহসিন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলা

জয়পুরহাট জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি এডভোকেট মামুনুর রশিদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাদী-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জয়পুরহাট জেলার প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ ফজলুর রহমান সাইদ, উপদেষ্টা মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য এডভোকেট মামুনুর রশিদ কে সভাপতি ও এডভোকেট আসলাম হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বরিশাল জেলা

বরিশাল জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এডভোকেট জহির উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে ও অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল জব্বার, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ জামিল মাহমুদ, বরিশাল মহানগরীর সভাপতি মাস্টার মিজানুর রহমান, বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মোঃ মশিউর রহমান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য এডভোকেট জহির উদ্দিন কে সভাপতি ও অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মৌলভীবাজার জেলা

মৌলভীবাজার জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি আলাউদ্দিন শাহ-এর সভাপতিত্বে

ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোমিত-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট জেলা দক্ষিণ সভাপতি মোঃ ফখরুল ইসলাম খান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য আলাউদ্দিন শাহ কে সভাপতি ও আব্দুল মোমিত কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খুলনা জেলা

খুলনা জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোলাম মোস্তফা মুজাহিদ-এর সভাপতিত্বে ও আলী আকবর মোড়ল-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা ইমরান হোসাইন, উপদেষ্টা মুন্সী মিজানুর রহমান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য খান গোলাম রসুল। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য গোলাম মোস্তফা মুজাহিদ কে সভাপতি ও আলী আকবর মোড়ল কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নরসিংদী জেলা

খুলনা জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি শামছুল ইসলাম তালুকদার-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের নরসিংদী জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা মুছলেহউদ্দীন, কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান, জেলা উপদেষ্টা মাওলানা আমজাদ হোসাইন। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য শামছুল ইসলাম তালুকদার কে সভাপতি ও মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বান্দরবান জেলা

বান্দরবান জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি অধ্যাপক ফারুক আহমদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের বান্দরবান জেলার প্রধান উপদেষ্টা এস এম আব্দুল সালাম আজাদ, ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য অধ্যাপক ফারুক আহমদ কে সভাপতি ও তৌফিকুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পিরোজপুর জেলা

বরিশাল জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জহিরুল হক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তারেক মুনাওয়ার-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা ও পাঠাগার সম্পাদক মোঃ জামিল মাহমুদ, বরিশাল মহানগরীর সভাপতি মাস্টার মিজানুর রহমান, বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মোঃ মশিউর রহমান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জহিরুল হক কে সভাপতি ও মোঃ শাহ জামাল কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলা

সিরাজগঞ্জ জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ মনিরুল ইসলাম জাফর-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইদুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শাহিনুর আলম। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মোঃ সাইদুল ইসলাম কে সভাপতি ও মোঃ সোলায়ান হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পাবনা জেলা

পাবনা জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মজিবুর রহমান-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের পাবনা জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডল, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য অধ্যাপক রেজাউল করিম কে সভাপতি ও মোঃ বদিউজ্জামান কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভোলা জেলা

বরিশাল জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মাওলানা মোঃ হারুনুর রশিদ-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভোলা জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ জাকির হোসাইন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ জামিল মাহমুদ, বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মোঃ মশিউর রহমান। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মোঃ ইসমাইল হোসেন মনির কে সভাপতি ও মোঃ বেলায়েত হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন জেলার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শোয়াইব আলী-এর পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমেদ। সম্মেলনে কাউন্সিলদের ভোটে ২০২৩-২৪ সেশনের জন্য মোঃ আমিনুল ইসলাম কে সভাপতি ও শোয়াইব আলী কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নববর্ষের প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন

নববর্ষের প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, ইসলামী শ্রমনীতি ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায় সম্ভব না। ইসলামী শ্রমনীতির সুফল সম্পর্কে এখনো শ্রমিকরা অবগত না। তাই তাদের নিকট সর্বপ্রথম ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নববর্ষের প্রকাশনা হবে প্রধান হাতিয়ার।

তিনি গত **২৬ই নভেম্বর**, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ২০২৩ সালের নববর্ষের জন্য প্রকাশিত প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক আবুল হাশেম-এর সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, মনসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ ইসলামী শ্রমনীতি। কিন্তু অসৎ নেতৃত্ব শ্রমজীবী মানুষদের প্রকৃত সত্যের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা লেলিন-মার্কসবাদের ভ্রান্ত তত্ত্ব দিয়ে শ্রমজীবী মানুষদের দিনের পর দিন ঠকিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকের রক্ত ঘামের ওপর দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টায় নিয়োজিত আছে। সুতরাং এসব ভ্রান্ত মতবাদ থেকে মেহনতি শ্রমিকদের আদর্শিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে সহজ ভাষায় ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নববর্ষের প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই চেষ্টা তখনই সফলতা লাভ করবে যখন প্রতিটি শ্রমিকের ঘরে ঘরে শ্রমিক কল্যাণের ডায়রি-ক্যালেন্ডারসহ নববর্ষের নানা প্রকাশনা পৌঁছে যাবে। নববর্ষের প্রকাশনার উত্তরোত্তর সফলতার জন্য তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এটি আল্লাহরও নির্দেশ। সহজ সরল ভাষায় ও শ্রমিকদের উপযোগী করে প্রকাশনা প্রকাশ করা গেলে অল্প সময়ের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষদের ইসলামী শ্রমনীতির পতাকাতলে সমবেত করা সম্ভব হবে।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, আমরা শ্রমিকের কল্যাণে কাজ করি। আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করি। আজকে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠিত না থাকার দরুন শ্রমজীবী মানুষরা দুঃখ-দুর্দশায় জীবন অতিবাহিত করছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ওয়েবসাইটের ইংরেজি ভার্সন-এর শুভ উদ্বোধন

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির প্রসার ঘটাতে হবে: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় পৃথিবী অনেক এগিয়ে গিয়েছে। মানুষের জীবনে শিক্ষা, চিকিৎসা হতে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। আমাদেরকে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে।

তিনি গত **২৯ নভেম্বর**, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ওয়েবসাইটের ইংরেজি ভার্সন-এর উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, মাস্টার শফিকুল আলম, কবির আহমদ, মজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, সহসাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, মোঃ মহিব্বুল্লাহ, আব্দুল মতিন প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সুফল নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াতি কাজ চালাতে হবে। ফেসবুক, টুইটার, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের অগণিত মানুষের কাছে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল তুলে ধরতে হবে। বিভিন্ন কন্টেট তৈরি করে মানুষের কাছে শ্রমিক কল্যাণের কার্যক্রম তুলে ধরতে হবে। আমরা এ সেক্টরে যত বেশি দক্ষ হতে পারবো তত বেশি মানুষের কাছে আমাদের কার্যক্রম তুলে ধরতে পারব।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের হাতে হাতে এখন মোবাইল-ইন্টারনেট আছে। তারা যেন প্রযুক্তির অপব্যবহার না করতে পারে সেজন্য আমাদেরকে অনেক বেশি তৎপর হতে হবে। তাদের জন্য বিভিন্ন কন্টেট তৈরি করতে হবে। বিশেষত কুরআন-হাদিসের শিক্ষামূলক কন্টেট তৈরি করে তাদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, বর্হিবিশ্বের কাছে আমাদের কার্যক্রম তুলে ধরতে ইংরেজি ভাষায় কন্টেট তৈরি করতে হবে। আমাদের

কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যখন তারা বুঝবে আমরাই সত্যিকারের শ্রমিকবান্ধব আন্দোলন করি তখন তারা আমাদের পাশে থাকবে।

অবিলম্বে ডা. শফিকুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে: শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমানকে রাতের আঁধারে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। গত **১৩ই ডিসেম্বর**, এক যৌথ প্রতিবাদ বার্তায় নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ডা. শফিকুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত **১২** ডিসেম্বর দিবাগত রাত **১** টায় কোন ধরনের গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। রাতের আঁধারে এমন একজন সজ্জন রাজনীতিবিদকে গ্রেফতার করে পুলিশ তার সকল সাংবিধানিক অধিকার হরণ করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠেছে। জনগণ যখন অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে এসেছে, তখন সরকার আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে একের পর এক বিরোধীদলগুলোর শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের পথ বেছে নিয়েছে। আমরা সরকারের অপকর্মের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে আরও একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। সরকার ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের মত আরও একটি কারচুপির নির্বাচনের চেষ্টা করছে বলে দেশের জনগণ মনে করে। জনগণ তাদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে এখন ঐক্যবদ্ধ। জনগণ যেকোন মূল্যে তাদের অধিকার আদায় করার জন্য দলমত ভুলে রাজপথে নেমে এসেছে। সরকার মনে করছে বিরোধী দলগুলোর শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করলে এই আন্দোলন থমকে যাবে। আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাষায় বলে দিতে চাই জনগণকে আর কোন ভয়-ভীতি দেখিয়ে রাজপথ থেকে ফিরানো যাবে না। জনগণ এবার তাদের অধিকার আদায় করেই ঘরে ফিরবে।

নেতৃবৃন্দ সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, হামলা-মামলা গ্রেফতার করার এই অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করুন। অবিলম্বে ডা. শফিকুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিন। দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিসহ বিরোধী জোটের দশ দফা দাবি মেনে নিন।

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা

নববর্ষে মেহনতি শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক: শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রমিক-মজুরসহ দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নববর্ষে মেহনতি শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতিটি নতুন সূর্যের ন্যায় নববর্ষের সূর্য আশা ও সম্ভাবনা নিয়ে উদিত হয়েছে। আসছে বছরে আমরা আশা করছি অতীতের সকল বঞ্চনা ও শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে শ্রমজীবী মানুষরা তাদের সত্যিকারের অধিকার ফিরে পাবে। শ্রমিকদের শ্রমে শুধু দেশের পরিবর্তন হবে না, একই সাথে শ্রমিকদের জীবনেও পরিবর্তন আসবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। সেই পরিবর্তনের ছোঁয়ায় শ্রমিক-মজুরসহ দেশবাসীর জীবনে অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আসবে। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কায়মনোবাক্যে দেশবাসীর জন্য সেই দুআ করছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমিক। শ্রমিকদের ঘরে সুখ-শান্তি না পৌঁছাতে পারলে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি কোন কাজে আসে না। তাই শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য সবার সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে। সকল শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবে। একজনের শ্রমিকের সংসার চালানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পূরণ করার জন্য মালিকদের উদ্যোগ নিতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। এলাকা ভিত্তিক শ্রমিকদের তালিকা করে তাদের জীবনমান এগিয়ে নিতে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। শ্রমিকরা শুধু দারিদ্রের সাথে লড়াই করবে এই নীতি আর চলবে না। সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে দারিদ্র প্রতিহত করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিকরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা ২০২৩ সালে দেখতে চাই শ্রমিকরাই সবার আগে মৌলিক অধিকার বুঝে পেয়েছে। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবা শ্রমিকদের ঘরে পৌঁছেছে। শ্রমিকরা সন্তানরা বিনামূল্যে বিদ্যালয় পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার আদায়ের জন্য ইসলামী শ্রমনীতির বিকল্প নেই। মেহনতি শ্রমিকের অধিকার আদায়ের এই মহান সংগ্রামকে সুসংহত করা আমাদের নববর্ষের অঙ্গীকার। আমরা চাই মালিক শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি মালিক ও শ্রমিকের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে। আমরা নতুন বছরে শ্রমিকের সকল অধিকার বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী

শ্রমিক কল্যাণ ঘোষিত কর্মসূচি উদযাপন

কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার

প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এর বিকল্প নেই।

তিনি গত ১৬ ডিসেম্বর, রাজধানীর একটি মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, কবির আহমাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ, আইন-আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠুসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ জাতি এখনো পায়নি, কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্য ও বিভেদের কারণে। ক্ষমতার লোভে পড়ে তারা দিশাহীন হয়ে গেছে। মেহনতি মানুষের জন্য একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যে আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য এটি তারা বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের এই ভুলের কারণে দেশের শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। যখন যে দল ক্ষমতার মসনদে বসে তখন তারা রাষ্ট্রের উঁচুবিত্তদের সরকারে পরিণত হয়েছে। অথচ দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে শ্রমবান্ধব হওয়ার কথা ছিল। শ্রমিকদের স্বার্থ-অধিকার আদায়ে সরকারকে আপোষহীন হওয়ার কথা। তারা শ্রমিকবান্ধব তো হয়নি উল্টো প্রতিটি সরকার শ্রমিকদের পিষে মারার প্রধান দানবে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামকে আমাদের আরও জোরদার করতে হবে। সকল পেশার শ্রমিকদের নিয়ে জাতীয় স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিকদের সমস্যা দূরীকরণ হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাবো। যতদিন না পর্যন্ত বিজয়ের কাঙ্ক্ষিত স্বাদ শ্রমিকের ঘরে পৌঁছেছে ততদিন পর্যন্ত আমরা থামবো না। বরং আমাদের অগ্রযাত্রা আরও বেশি শাণিত করবো।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরীর সভাপতি মোঃ মহিববুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ, আইন-আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠুসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস ও শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ফেডারেশনের মহানগরী সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক নজরুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন। প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ, আইন-আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমুখ।

খুলনা মহানগর

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজীজুল ইসলাম ফারাজী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম।

নারায়ণগঞ্জ মহানগর

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ মহানগরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগর সভাপতি হাফেজ আব্দুল মোমিন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসেন মুন্না-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম।

গাজীপুর মহানগর

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মোঃ মুহি উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা আফজাল হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর কার্যনির্বাহী সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান ফকির, মোঃ রুহুল আমিন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগর

পাঁচলাইশ থানার উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম মহানগরের পাঁচলাইশ থানার উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচলাইশ থানা সভাপতি আমির হোসেন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হাসান-এর সঞ্চালনায় মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মনিরুল ইসলাম, ডাঃ আল-আমিন, ডাঃ মোহাম্মদ, শ্রমিকনেতা নওশাদ মোস্তফা, মোঃ নুরুল আবছার, মোঃ হেলাল, মোঃ জাকিরুল ইসলাম, মোঃ রুবেল প্রমুখ।

সিলেট মহানগর

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সিলেট মহানগরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের মহানগরের সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ রাসেল-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট মহানগরীর উপদেষ্টা মোঃ শাহজাহান আলী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর উপদেষ্টা জাহিদুর রহমান চৌধুরী। আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি ফারুকুজ্জান খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আলমগীর ও আক্কাছ আলী, কোষাধক্ষ আব্দুল জলিল প্রমুখ।

চাঁদপুর জেলা

হাজীগঞ্জ উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাজীগঞ্জ উপজেলার সভাপতি মোঃ মনির হোসেন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক মোঃ ইয়াহ ইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা মীর হোসাইন, উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা মনির হোসেন প্রমুখ।

নরসিংদী জেলা

সদর উপজেলার উদ্যোগে আলোচন সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে নরসিংদী সদর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদর

উপজেলা সভাপতি মুজিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর থানার উপদেষ্টা মাহফুজ ভূইয়া, জেলা সহ-সভাপতি আব্দুর রশীদ হাশেমী প্রমুখ।

কুষ্টিয়া জেলা

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি এস এম মুহসিন আলী ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ খাইরুল আলম। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি হাজী মমতাজ আলীসহ জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

শহর শাখার উদ্যোগে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া শহর শাখার উদ্যোগে রিকশা-ভ্যান শ্রমিকদের র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের কুষ্টিয়া শহর শাখার সভাপতি মোহাম্মাদ আলতাফ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুষ্টিয়া শহর শাখার সহ-সভাপতি মোঃ লাকনুর রহমান বান্না, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কক্সবাজার জেলা

কক্সবাজার শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কক্সবাজার শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহজাহান-এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মহসিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর। এতে উপস্থিত ছিলেন শহর সহ-সাধারণ সম্পাদক আমীর আহমেদ, শ্রমিক নেতা আব্দুর রহিম প্রমুখ।

লক্ষ্মীপুর জেলা

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার শহর শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি মঞ্জুরুল আলম মিরন-এর সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক সালাহ উদ্দিন নাসির-এর সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর শহর শাখার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আবুল ফারাহ নিশান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা শহিদুল্লাহ সুমন, ডাঃ হারুন দেওয়ান প্রমুখ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন-২০২২

ঢাকা মহানগরী উত্তরঃ

শ্রমিকদের মাঝে পানির ফিল্টার উপহার প্রদান

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে পানির ফিল্টার উপহার প্রদান করা হয়েছে। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও মহানগরী কার্যনির্বাহী সদস্য আতাহার আলী-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মোঃ গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিববুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ।

পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী উত্তরের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা মহানগরী হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি এইচ এম আতিকুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের গার্মেন্টস সেক্টর সভাপতি মোঃ আব্দুল আলী বাশার, শ্রমিকনেতা নয়ন ইসলাম প্রমুখ।

ঢাকা জেলা দক্ষিণ

শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়েছে। জেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের সহকারী পরিচালক এস এম শাহজাহান।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

রিকশা চালকদের মাঝে মশারী বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রাজধানীর মুগদাতে রিকশা চালকদের মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়েছে। ফেডারেশনের মুগদা অঞ্চলের সভাপতি হাফিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। এতে উপস্থিত ছিলেন ফেডারশনের মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমুখ।

খুলনা মহানগরী

শ্রমিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মুহাইমিনুল ইসলাম, খলিলুর রহমান প্রমুখ।

নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে খুলনা মহানগরীর দৌলতপুর থানার সুবিধা বঞ্চিত নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার প্রদান করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলাম, বদরুর রশিদ মিন্টু প্রমুখ।

সোনাডাঙ্গা বাসটার্মিনালে পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা বাসটার্মিনালে সুবিধা বঞ্চিত শীতার্ত পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার প্রদান করা হয়েছে। খুলনা মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মুহাইমিনুন ইসলাম, কামরুল ইসলাম প্রমুখ।

ঢাকা জেলা উত্তর

শ্রমজীবীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা জেলা উত্তরের সাভার থানার উদ্যোগে শ্রমজীবীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। থানা সভাপতি শাহ মুহাম্মদ মাইদুল ইসলাম প্রিন্স-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম হোসেন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান ও ঢাকা জেলা উত্তরের সভাপতি অধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ।

গাজীপুর মহানগর

শ্রমজীবীদের সেলাই মেশিন, শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে গাজীপুর মহানগরের উদ্যোগে সেলাই মেশিন, শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনসুর রহমান।

বরিশাল মহানগর

শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে বরিশাল মহানগরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার প্রদান করা হয়েছে। মহানগরীর সভাপতি মাস্টার মিজানুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা পূর্বের সভাপতি এডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন, দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আল আমিন প্রমুখ।

যশোর জেলা পশ্চিম

শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে যশোর জেলা পশ্চিমের শার্শা উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা সভাপতি হাবিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আজিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার সাবেক প্রধান উপদেষ্টা রেজাউল করিম, জেলা সাধারণ সম্পাদক আদম আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আকরাম খাঁন, শার্শা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু সাইদ খান।

চাঁদপুর জেলা:

শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি নুর মোহাম্মদ তুহিন-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক মোঃ ইয়াহ ইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, কচুয়া উপজেলা দক্ষিণের কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ সামছুদ্দীন জায়েদী। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শ্রমিক নেতা মুহিউদ্দীন সুজন, মনোয়ার হুসাইন প্রমুখ।

সিলেট জেলা দক্ষিণ

বিশ্বনাথ উপজেলা ও পৌরসভার উদ্যোগে
কৃষি শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে সিলেট জেলা দক্ষিণের বিশ্বনাথ উপজেলা ও পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে কৃষি শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বিশ্বনাথ উপজেলা সভাপতি জাহেদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও পৌরসভার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হক-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান।

নরসিংদী জেলা

শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে নরসিংদী জেলার সদর থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মজিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর থানা উপদেষ্টা মাহফুজ ভূঁইয়া, উপদেষ্টা মাওলানা মহিউদ্দিন।

নিলফামারী জেলা

জলঢাকা উপজেলার উদ্যোগে এসএসসি-দাখিল ও
সমমনা পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার উদ্যোগে এসএসসি-দাখিল ও সমমনা পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত অদম্য মেধাবীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাজেদুল ইসলাম বুলবুল-এর সভাপতিত্বে ও মীরগঞ্জ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের নীলফামারী জেলা সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েল।

কুষ্টিয়া জেলা

শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার ইন্ডাস্ট্রিয়াল শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল শাখার সহ-সভাপতি আবু জাকির-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এস এম মুহসীন আলী।

পটুয়াখালী জেলা

শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ সাইদুর রহমান খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আল মামুন-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

ভোলা জেলা

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত
পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান

ভোলা জেলার উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। জেলা সভাপতি মাওলানা হারুনুর রশিদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন-এর সঞ্চালনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মাঝে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মশিউর রহমান, ভোলা জেলা সহ-সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলাম।

বরিশাল জেলা

হিজলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত
পরিবারসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম-এর সভাপতিত্বে ও ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি খলিলুর রহমান-এর সঞ্চালনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মাঝে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মশিউর রহমান, জেলা উপদেষ্টা আলহাজ্ব এম সাইফুর রহমান, বরিশাল পূর্ব জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন, উপজেলা উপদেষ্টা অধ্যাপক নুরুল আমিন, বড়জালিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহান শাহ্ চৌধুরী শামু।

মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে বরিশাল জেলা পূর্বের মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও হিজলা উপজেলা সভাপতি খলিলুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা যথাক্রমে মাওলানা সহিদুল ইসলাম ও অধ্যাপক নুরুল আমিন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

ফতুল্লা থানা উত্তরের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানা উত্তরের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন। এসময় উপস্থিত

ছিলেন জেলা সভাপতি আব্দুল মান্নান, উপদেষ্টা আমিন আহমেদ মাস্তান, জেলা সাধারণ সম্পাদক রেদোয়ানুল আযীম।

ঠাকুরগাঁও জেলা

শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম, রাণীশংকৈল উপজেলা রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ মহসিন আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফসার আলী প্রমুখ।

মাদারীপুর জেলা

শ্রমজীবী পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে শ্রমজীবী পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন-এর সভাপতিত্বে সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুলব্যাগ, পেন্সিল বক্সসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

ফেনী জেলা

শ্রমজীবীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ফেনী জেলার শহর শাখার উদ্যোগে শ্রমজীবীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শহর সভাপতি সালাউদ্দিন ভূঁইয়া কিরণ-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি ফারুক আহমদ ভূইয়া আজাদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন শহর শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মদ জাকের হোসেন, কাজী মোস্তফা কাজী মোঃ আবু তাহের মাস্টার প্রমুখ।

ময়মনসিংহ জেলা

ময়মনসিংহ জেলার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। থানা সভাপতি জহির উদ্দিন বাবর-এর সভাপতিত্বে ও গার্মেন্টস বিভাগের সভাপতি ফজলুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দিক মানিক। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলার উপদেষ্টা রুহুল আমীন রানা।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

আর্থ ফুডওয়্যার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষ্যে গাজীপুর মহানগরের অন্তর্ভুক্ত আর্থ ফুডওয়্যার শ্রমিক ইউনিয়ন (ঢাকা-৪৯৫৬) এর উদ্যোগে শ্রমিকদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ সময় রোগীদের চিকিৎসাপত্র অনুযায়ী ওষুধ বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ইউনিয়নের সহ-সভাপতি পি এম উতবাতুল ফজিল-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাসমত আলী-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মু. ফারদিন হাসান হাসিব। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেট্রো মধ্য থানা সভাপতি মিরারুল ইসলাম মাহদী, সাধারণ সম্পাদক হাসমত আলী, বাসন পূর্ব থানা সভাপতি ডাঃ শফিকুল আলম কবীর, মেট্রো উত্তর থানার সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল।

রাণীশংকৈল উপজেলা রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্ভুক্ত রাণীশংকৈল উপজেলা রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (দিনাজ-৫৩) এর উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ মহসিন আলী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফসার আলী-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ শহিদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শেফালী বেগম।

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লা মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-০৬৭) এর উদ্যোগে র‍্যালি ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ জিল্লুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহম্মদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দেবিদ্বার উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কুমিল্লা জেলা উত্তরের দেবিদ্বার উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়ন (কুমি-৫৭) এর কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা ও অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শ্রমিক সমাবেশ ও সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ রমজান আলী-এর সভাপতিত্বে শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম শহীদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওয়ালীউল্লাহ।

দেবহাটা উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলা রিকশা ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৪১০) এর উদ্যোগে পারুলিয়া বাজার চত্বরে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি সেরাজুল হক-এর সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পাদক খাঁন গোলাম রসুল। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাতক্ষীরা জেলার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল জলিল। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাহী সদস্য মাসুম খান চৌধুরী, দেবহাটা উপজেলা সভাপতি সুলাইমান হোসেন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন (খুলনা-২৩৪৩) এর উদ্যোগে চাতাল শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের সভাপতি হাজী মমতাজ আলী-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বল্টু মিয়া-এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এস এম মুহসীন আলী।

শোকবাণী

শ্রমিক নেতা শফিকুল ইসলাম-এর ইন্তিকালে শ্রমিক কল্যাণের শোকবার্তা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রংপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম (৪৫) গত ১৭ ডিসেম্বর বিকাল ৪ টায় জেলা শহরের হাজিরহাটে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের প্রথম জানাযা নামাজ ১৮ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় পীরগাছা সরকারি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিঠাপুকুর ঠাকুরবাড়ি মাঠে বিকাল ৩ টায় দ্বিতীয় জানাযা নামাজ শেষে মরহুমকে নিজবাড়িতে দাফন করা হয়েছে।

মরহুম শফিকুল ইসলাম-এর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান।

গত ১৮ ডিসেম্বর এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মরহুমের ভুলত্রুটি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন। একই সাথে মরহুমের স্বজনদের শোক কাটিয়ে ধৈর্য ধারন করার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

মরহুমের জানাযায় ইমামতি করেন ফেডারেশনের রংপুর মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা এটিএম আজম খান। জানাযায় অংশগ্রহণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা আজিজুর রহমান স্বপন, রংপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা গোলাম রব্বানী, উপদেষ্টা মাওলানা আনোয়ারুল ইসলাম, এনামুল হক, অধ্যাপক রায়হান সিরাজী, আজিজুল ইসলাম স্বপন, আনোয়ারুল ইসলাম, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন, রংপুর মহানগর সভাপতি এডভোকেট কাউসার আলী, বগুড়া শহর সভাপতি আজগর আলী, রংপুর জেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গণী, কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি এডভোকেট ইয়াসিন আলী, পীরগাছা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আফসার আলী, তাম্বুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক বজলুর রশিদ, পীরগাছা সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক-জনতা।

শ্রমিক নেতা ছৈয়দ আলম-এর ইন্তিকালে শ্রমিক কল্যাণের শোকবার্তা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী ছৈয়দ আলম (৭০) গত ১৭ ডিসেম্বর সকাল ১০.৩০ টায় নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ ১৮ ডিসেম্বর বিকাল ৪.৩০ টায় জেলার উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের নিদানিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাযা নামাজ শেষে মরহুমকে নিজবাড়িতে দাফন করা হয়েছে।

মরহুম হাজী ছৈয়দ আলম-এর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান।

গত ১৮ ডিসেম্বর এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মরহুমের ভুলত্রুটি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন। একই সাথে মরহুমের স্বজনদের শোক কাটিয়ে ধৈর্য ধারন করার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

জানাযায় অংশগ্রহণ করেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলার উপদেষ্টা এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন ফারুকী, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর, উখিয়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাহমুদুল হক চৌধুরী, জালিয়া পালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছৈয়দ আলম, ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মহসিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক-জনতা।

অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন সংবাদ

বেসরকারি পাট সুতা বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বেসরকারি পাট সুতা বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ২ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকেলে ফুলবাড়িগেট জনতা মার্কেট চত্তরে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বন্ধকৃত বেসরকারি জুট মিল চালু ও চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ ও সমকাজে সমমজুরি, ২০০৬ সালের শ্রম আইন কার্যকর করা, শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালুকরণ, শ্রমিকদের স্থায়ী করা , পিএফ গ্রাচ্যুইটিসহ যাবতীয় ছুটি কার্যকর করা, জাতীয় নিম্নতম মজুরি কমিশন গঠন মূল মজুরি ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ, ২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী বেসরকারি জুট মিল পরিচালনাসহ শ্রমিক-কর্মচারীদের ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ও শ্রম আইন মোতাবেক আফিল ও জুট স্পিনার্স শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করে জোরপূর্বক শ্রমিকদের সাক্ষর রাখার প্রতিবাদে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি শেখ আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে ও শ্রমিক নেতা বাবুল শেখের পরিচালনায় বক্তৃতা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল খান, মহসেন জুট মিলের শ্রমিক নেতা বীর মুক্তিযাদ্ধা ক্বারী আসহাবউদ্দীন, ইঞ্জিল কাজী, আফিল জুট মিলের শ্রমিক নেতা মো নিজামউদ্দিন, রেজাউল ফারুক হাবিব, অ্যাজাক্স জুট মিলের শ্রমিক নেতা মো আব্দুল ওহাব, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাহার

মাতবর, এম এ ওয়াহিদ মুরাদ, মো আব্দুল ওদুদ শরিফ, শেখ ইলিয়াছ হোসেন, জুট স্পিনার্স মিলের শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলাম, আবুল কালাম, মো আলাউদ্দিন, মো জাহাঙ্গির, মো মুজিবর, সোনালী জুট মিলের শ্রমিক নেতা মো সেকেন্দার শেখ, মো বিল্লাল শেখ, মুন্সি আবুল কাশেম, সাংবাদিক মিহির রঞ্জন বিশ্বাস সহ বিভিন্ন জুট মিলের সিবিএ ও নন সিবিএ নেতারা।

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি এনজিডব্লিউএফের

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মজুরি বোর্ড গঠনের দাবিতে মানববন্ধন করেছে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন (এনজিডব্লিউএফ)। গত ৩০ নভেম্বর বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন করেন সংগঠনের নেতারা। পরে একই দাবিতে শ্রম মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন ও শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারক লিপিদেন তারা। এনজিডব্লিউএফ সভাপতি আমিরুল হক আমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি ফারুক খান, সাফিয়া পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক কবির, কোষাধ্যক্ষ নাসিমা আক্তার প্রমুখ।

গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানির প্রতিবাদে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে মানববন্ধন

সাভারের আশুলিয়ায় অবস্থিত রাইজিংটেক্স ফ্যাশন লিঃ কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি ও বেআইনিভাবে ৩২ জনকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে তারা এই প্রতিবাদ জানান। সংগঠনের সভাপতি আমিরুল হক আমিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে দেশব্যাপী নৌ-ধর্মঘটের ডাক

সাত দফা দাবিতে গত ২৮ নভেম্বর থেকে দেশব্যাপী লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন নৌযান শ্রমিকরা। গত ১৩ নভেম্বর রোববার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় ধর্মঘটে যাত্রীবাহী লঞ্চ ও পণ্যবাহী জাহাজসহ সব ধরনের নৌযান বন্ধ থাকবে।

বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. সবুজ সিকদার বলেন, প্রতি পাঁচ বছর পর নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণার বিধান রয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ ২০২১ সালের ৩০ জুনে এ মেয়াদ শেষ হয়। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয়ে সঙ্গে কথা বলেও ফল পাওয়া যায়নি। তাই ২৮ নভেম্বর থেকে সারাদেশে লাগাতর ধর্মঘট পালন করা হবে।

দাবিগুলো হলো-

১. ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ও কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ১২ লাখ টাকা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ।

২. প্রত্যেক শ্রমিককে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ও সার্ভিস বুক প্রদান, স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়লে ছাড়পত্র প্রদান।

৩. চট্টগ্রাম বন্দরসহ সব নৌবন্দরে লাইটার জাহাজসহ অন্যান্য নৌযান রাখার জন্য পোতাশ্রয় নির্মাণ, ঘাট ইজারাদার ও বিআইডব্লিউটিসির ছাড়পত্র দেখার নামে বিভিন্ন স্থানে মালিকদের দালাল কর্তৃক শ্রমিক হয়রানি-নির্যাতন বন্ধ করা।

৪. উপকূলীয় জাহাজ চলাচলের চুক্তি ও বাংলাদেশ-ভারত নৌ-প্রোটোকলের নিয়ম অনুযায়ী ভারতগামী জাহাজের শ্রমিকদের ল্যান্ডিং পাস, পোর্টভিসা, নিত্যপণ্য ক্রয়ের সুবিধা ও অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া।

৫. চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পাইপলাইনে জালানি তেল সরবরাহের কার্যক্রম পুনরায় বিবেচনা করে ট্যাংকার জাহাজগুলো নিরাপদে চলাচলের সুযোগ নিশ্চিত, নৌযানের ফিটনেস পরীক্ষা এবং ইনল্যান্ড মাস্টার, ড্রাইভার, সুকানি ও গিজারদের যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষায় নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অনিয়ম ও দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশালে পরীক্ষা কেন্দ্র ও নৌ আদালত স্থাপন।

৬. যাত্রীবাহী লঞ্চশ্রমিকদের গেজেট অনুযায়ী বেতন প্রদান, বিভিন্ন ঘাট ও পন্টুনে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিএর পরিদর্শক এবং মালিকদের হয়রানি ও শ্রমিকদের নামে মিথ্যা মামলা বন্ধ করা।

৭. নৌপথে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, নৌ চ্যানেলে জাল ফেলে নৌযান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা ও বিভিন্ন স্থানে বিআইডব্লিউটিএর বারদিং ইজারার নামে চলন্ত জাহাজ থেকে চাঁদাবাজি-শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ, চট্টগ্রাম চরপাড়া ঘাটের ইজারা বাতিল, নাব্যতাহীন নৌপথ ড্রেজিং এবং বয়া-বিকনবাতি ও মার্কা স্থাপন করে নৌ চলাচল সঠিক রাখ এবং অবৈধভাবে বালুমহাল ইজারা বন্ধ করা।

সিলেটে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্সের দাবিতে ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের দ্রুত নিবন্ধন, রুট পারমিট প্রদান, চালকের লাইসেন্স দেওয়াসহ ছয় দফা দাবিতে সিলেটে বিভাগীয় সমাবেশ হয়েছে। রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট নগরের রেজিস্ট্রারি মাঠে এ সমাবেশ হয়। এতে প্রায় দুই হাজার চালক অংশ নেন।

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা করার দাবি গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা করাসহ অন্যান্য ভাতা যুক্ত করে মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র।

গত ৩০ নভেম্বর বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে এ দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিলটি শ্রম মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে যাত্রা করে। পরে শ্রম মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রবাসী শ্রমিক সংবাদ

মধ্যপ্রাচ্যে সহজে চিকিৎসা পান না নিম্ন আয়ের প্রবাসীরা

নিম্ন আয়ের প্রবাসী শ্রমিকেরা মধ্যপ্রাচ্যে সহজে চিকিৎসা পান না। নিয়োগকর্তারা (কফিল) চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে চায় না। দেশগুলোতে স্থানীয় নাগরিক ও অভিবাসীদের চিকিৎসা সুবিধার মধ্যে বৈষম্য আছে। আর যেসব কর্মী নানা কারণে অবৈধ হয়ে পড়েন, তাঁদের চিকিৎসা পাওয়া আরও কঠিন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এগুলো ভূমিকা

রাখছে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে শুধু চিকিৎসার জন্য দেশে ফিরে আসেন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক যৌথ গবেষণা জোট ভাইটাল সায়েন্স ভাইটাল সায়েন্স রিপোর্ট-২ শিরোনামে গবেষণা প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়। গত ৫ ডিসেম্বর সোমবার রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) নির্বাহী পরিচালক সি আর আবরার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু সংখ্যাগত দিক নয়, সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, প্রবাসী কর্মীরা কর্মক্ষেত্র ও থাকার জায়গার অবস্থা, পরিবেশ, উচ্চ তাপ ও আর্দ্রতা, দূষণ, অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণের কারণে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে থাকেন। এর পাশাপাশি নারীরা যৌন নির্যাতনের শঙ্কার মধ্যে থাকেন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চিকিৎসা ব্যয় বেশি, ফলে স্বল্প আয়ের কর্মীরা এটা মেটাতে পারেন না।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত মে থেকে জুলাই পর্যন্ত কাতারের ১ হাজার ১০১ জন কর্মীর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাবে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে সেবা নিতে অক্ষম স্বল্প বেতনের অভিবাসীরা। তাঁদের মধ্যে ২৫ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা জাতিগত বৈষম্যের শিকার এবং পুরোপুরি চিকিৎসাবঞ্চিত হন। সৌদি আরবে সাক্ষাৎকার নেওয়া অভিবাসীরা বলেছেন, স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে অনেকটা নিয়োগকর্তার ওপর। কুয়েতে ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই তাঁরা ব্যথানাশক ওষুধ খেয়েছেন নিয়মিত। মনমোহন কার্ডিয়াক সেন্টারের একজন নেপালি চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছেন, সময়মতো স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারলে অনেক মৃত্যু প্রতিরোধ করা যাবে।

এমিরেটস, কাতারসহ বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের বিমান ভাড়া আকাশ ছোঁয়া হিমশিম খাচ্ছেন প্রবাসী শ্রমিকরা

বাংলাদেশে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাবার ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া এতোটাই বেড়েছে যেটিকে অনেক অস্বাভাবিক হিসেবে বর্ণনা করছেন প্রবাসী শ্রমিকরা। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যগামী বিমান ভাড়া সবচেয়ে বেশি বেশি বেড়েছে বলে ট্রাভেল এজেন্ট এবং যাত্রীরা বলছেন। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করেন। যাদের বেশিভাগই দেশ থেকে সহায়-সম্বল বিক্রি কিংবা ঋণ নিয়ে যেখানে যান কাজের জন্য। কিন্তু বিমান ভাড়া ভেড়ে যাওয়ায় তারা এখন বিপাকে পড়েছেন।

একজন প্রবাসী শ্রমিক বলেন, বিমানভাড়া এতোটাই বেড়েছে যে দেশে আসা-যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে। দুবাই থেকে টিকিট কাটলে যত খরচ হয়, ঢাকা থেকে টিকিট কাটলে তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয় । এটা কেন হয়, কী জন্য হয় আমি আসলে নিজেই জানি না।

মধ্যপ্রাচ্যগামী বাংলাদেশের বেশিরভাগ যাত্রী তাদের টিকিট কাটেন ট্রাভেল এজেন্টদের মাধ্যমে। তারা বলছেন, বিমান ভাড়া বিশ্বজুড়েই বেড়েছে । কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যতটা বেড়েছে তাতে তারা অবাক হচ্ছেন। ট্রাভেল এজেন্টদের সংগঠন এটাব-এর নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট মুজিবুল হক সরকার বলছেন, বাংলাদেশ থেকে চাহিদা বেড়েছে এটা সত্যি, কিন্তু সেটিকে কেন্দ্র করে অতি মুনাফার প্রবণতা মেতে উঠেছে অনেক এয়ারলাইন্স।

মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার প্রতিবাদ বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদের

মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যেতে এজেন্সিগুলো বাংলাদেশি কর্মীদের কাছ থেকে সরকারনির্ধারিত টাকার চেয়ে বেশি নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদ। গত ১৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মালয়েশিয়া প্রবাসী তারেকুর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ইমরান আল নাজির, সৌদি আরব শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জি এম মমিন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ৫ জুলাইয়ের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশ অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে কর্মী হিসেবে মালয়েশিয়ায় যেতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজনের সর্বোচ্চ খরচ ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। যেখানে মালয়েশিয়াগামী কর্মীর শুধু বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ খরচগুলো বহন করতে হবে। এর মধ্যে পাসপোর্ট খরচ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিবন্ধন ফি, কল্যাণ ফি, বিমা, স্মার্ট কার্ড ফি, সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির সার্ভিস চার্জ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উড়োজাহাজ ভাড়াসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহন করবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। তার ১ মাস পর মালয়েশিয়া সরকার ৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঘোষণা করে মালয়েশিয়ার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নিজ খরচে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিবে। মালয়েশিয়া যেতে একজন কর্মীর ১ টাকাও লাগার কথা না অথচ এখন পর্যন্ত যতগুলো এজেন্সিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তারা প্রতিটি কর্মীর কাছ থেকে ৩ লাখ থেকে ৪ লাখ করে টাকা করে নিচ্ছে। এ প্রতিবন্ধকতার কারণে গত ৪/৫ মাসে মাত্র ১০ থেকে ২০ হাজার কর্মী পাঠাতে পেরেছে এজেন্সিগুলো। এতে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার আবারও হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দালাল সিন্ডিকেটের কারণে একের পর এক বিদেশে শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে দেশ মহামূল্যবান রেমিট্যান্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলেও জানান বক্তারা।

মানব বন্ধনে বক্তারা আরও বলেন, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত-সহ বন্ধ থাকা মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার পুনরায় চালু করতে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করাসহ বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদের ১০ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

১. প্রবাসে মারা যাওয়া সকল বাংলাদেশী নাগরিকদের মৃতদেহ রাষ্ট্রীয় খরচে দেশে নিতে হবে।

২. প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটাধিকার চাই।

৩. বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানি বন্ধ চাই।

৪. প্রবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব ও পেনশন সুবিধা চাই।

৫. দালালমুক্ত পাসপোর্ট ও দূতাবাস সেবা চাই।

৬. প্রবাসী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চাই।

৭. জাতীয় বাজেটে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ চাই।

৮. বিদেশে কাগজপত্র বিহীন প্রবাসীদের বৈধকরণে সরকারের সহযোগিতা চাই।

৯. বিদেশে প্রবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত বাংলাদেশী দূতাবাস ও শ্রম কল্যাণ উইং চাই।

১০. অভিবাসন ব্যয় ১ লাখ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও প্রবাস ফেরতদের কর্মসংস্থান, সুদমুক্ত পর্যাপ্ত ঋণ চাই।

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে
হজ্জের নিবন্ধন চলছে, সত্বর যোগাযোগ করুন।
হজ্জ লাইসেন্স নং-৬২০
ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-৫১৪
নিবন্ধন চলছে
যারা স্বল্প সময়ে ওমরাহ্ করতে চান অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
বিশ্বের যে কোনো দেশের টিকিট বিক্রি করা হয়
শুভেচ্ছান্তে
আলহাজ্ব মোঃ আবু ইউসুফ
ATAB
IATA
Biman
BANGLADESH AIRLINES
আবাবিল হজ্জ গ্রুপ
দেশের শীর্ষস্থানীয় হজ্জে প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান
৫৫/এ সিদ্দিক ম্যানশন
(৬ষ্ঠ তলা), পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮-০২৯৫১৩১১৪
মোবা : ০১৭০৫-৩৪০৬২৬
০১৮৩২-৯৫৬৯৭৪
Imo & Whatsapp : 01705340626
E-mail : ababil358@yahoo.com
Web : www.ababilhajjbd.com

১ম
সুমাইয়া
২য়
আব্দুল্লাহ
৪র্থ
সাদিয়া
ভর্তি চলছে
মেডিকেল ও ভার্সিটি ম্যাথ প্রোগ্রাম
প্রথম ২০ এ ১৬ জন
DMC তে ১৬৩ জন সহ সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৩০০+ জন
রেটিনা
০১৭০৭ ৭৮১৭৭১-৬